কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

ক্ষেত্র গুপ্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ এবং রামমোহন কলেজ

কলিকাতা

গ্রন্থ নিলয়

৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-নয়

প্রকাশক :

প্রেমময় মজুমদার
৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

১লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক :

রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

বেঁধেছেন :

সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : ১০·০০ টাকা

আমার অধ্যাপক সুসাহিত্যিক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক]

শ্রীচরণেষু

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রাচীনকাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা (সম্পাদনা)

মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প

নাট্যকার মধুসূদন

মধু বিচিত্রা

নিবেদন

মধুসূদনের চিঠিপত্রে তাঁর অন্তর্জীবন এবং সৃষ্টিকর্মের যে-পরিচয় রয়েছে, মধুচর্চায় তার গুরুত্ব অসাধারণ। যদি এই গ্রন্থ সেদিকে কোনরূপ আলোকপাত করতে পারে আমার চেষ্টা সার্থক জ্ঞান করব।

মধুসূদনের মন এবং শিল্পসৃষ্টির একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি। পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ :

প্রথম গ্রন্থ। 'মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প'

[কবির মন এবং কাব্য-গ্রন্থাবলী নিয়ে সেখানে আলোচনা করেছি।]

দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'নাট্যকার মধুসূদন'

[কবি-রচিত নাট্যগ্রন্থাবলীর আলোচনা]

তৃতীয় গ্রন্থ। 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী'

চতুর্থ গ্রন্থ। 'মধু বিচিত্রা'

[কবির অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা]

বর্তমান গ্রন্থটি প্রণয়নের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবিভূতি চৌধুরীর উৎসাহ লাভ করেছি। শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। সুন্দরভাবে প্রকাশ করবার জন্য বন্ধুবর শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার এবং শ্রীচিন্ময় মজুমদারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১লা বৈশাখ,১৩৭০ — ক্ষেত্র গুপ্ত

॥ এক ॥

কবি ও মনীষীদের পত্রাবলীর গুরুত্ব নানা দিক থেকেই স্বীকার্য। ব্যক্তির অন্তর্জীবনের স্বকৃত ভাষ্য হিসেবে পত্রের মূল্য অপরিসীম। বাংলা ১৩১৯ সালের এক প্রবন্ধে পত্রাবলীর সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কবি-ব্যক্তিত্বকে অনুধাবনের দিক থেকে এর তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়—

> "ইউরোপে কোনো বড় কবি বা মনীষী মারা গেলে তাঁহার জীবন-চরিত, চিঠিপত্র, তাঁহার সম্বন্ধে ছোট বড় সকল জ্ঞাতব্য সংবাদ মোটা মোটা ভল্যুমে বাহির হইতে দেখা যায়। কবিদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল যেন কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না—তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৃপ্তি নাই, যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাকেও সকলের ব্যগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরা চাই।
>
> এই জন্য অনেক সময় অঘটনের সৃষ্টি হয় একথা সত্য।··· চিঠিপত্র এমন অনেক প্রকাশিত হয় যাহা হইতে কবি সম্বন্ধে কোনো নূতন পরিচয় পাওয়া যায় না।
>
> বিশেষ কিছুই পাওয়া না গেলে তেমন অনিষ্টের হয় না—কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, যে কবিকে তাঁহার রচনায় বড় বলিয়া জানিয়াছি, চিঠিপত্রে বা জীবনচরিতে তাঁহার মহিমা খর্ব হইয়া পড়ে। তাঁহার ভাবজীবন হইতে দৃষ্টিকে সরাইয়া বাস্তবজীবনে ফেলিতেই দেখি যে, মানুষটিকে যেমনটি কল্পনা করিয়াছিলাম, তেমনটি নহে।
>
> এ-সকল আশঙ্কার কারণ সত্য হইলেও এখনকার কালে কবিদের প্রচ্ছন্ন থাকিবার কোনো উপায় নাই। কারণ, এ কথা সত্য যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যতই জানা যাইবে, ততই তাঁহাদিগকে বুঝিবার সাহায্য হইবে। অবশ্য তাঁহাদের জীবনের এমন অনেক দিক থাকিতে পারে, যাহার সঙ্গে কাব্যের কোন সম্বন্ধই নাই, যাহা নিতান্তই বাহিরের দিক। কিন্তু জীবনের ভিতর হইতে যখন কাব্য প্রতিফলিত হইতেছে, তখন জীবনের সন্ধিতে যতই প্রবেশ করা

যাইবে ততই অন্তর্লোকের এমন সকল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা কাব্যের পূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অমূল্য। এইজন্য ছোট-বড় সকল খবরই চাই—অনেক কিছু সংগ্রহ হইলে তখন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাঁত ব্যভ (Sainte Beuve) যে-সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের সকলেরই চিঠিপত্র হইতে ও অন্যান্য নানা ছোটখাটো ঘটনা হইতে তাঁহাদের অন্তরের প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। জুবেয়ার, মাদাম রোঁল্যা শীর্ষক তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা সুস্পষ্ট হইবে। ম্যাথু আর্নল্ড অনেক সমালোচনায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহার কারণ, চিঠিপত্র যে শুধুই সংবাদ বহন করিবার কাজ করে তাহা নহে, চিঠিপত্রও মানুষের ভাবপ্রকাশের একটি উপায়। যেমন নাট্য-উপন্যাসে, যেমন প্রবন্ধ, গল্প বা গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে মানুষ বাহিরে স্থায়ী আকার দান করিয়া সার্থক হয়, চিঠিতেও আর-এক রকমে তাহার সেই কার্যই সাধিত হয়। উপন্যাসে বা নাটকে ব্যক্তিগত প্রকাশের স্থান অল্প—সেখানে চিত্তভাবকে নানা লোক-চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া প্রশস্ত ক্ষেত্রে সাড়া দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ছোটগল্পে সে ক্ষেত্র আরও একটু সংকীর্ণ—কবিতাতে বা প্রবন্ধে আরো বেশি—সুতরাং সেখানে নিজের মনের কথা বেশ সহজেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোধ হয় সকলের চেয়ে নিবিড়-ভাবে মনের কথা বলা যায় চিঠিতে, তাহার কারণ চিঠিতে একটি-মাত্র মনের মানুষকে বলা হয়, বাহিরের পাঠকসমাজ সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না।"

—[কাব্য পরিক্রমা : ছিন্নপত্র]

য়ুরোপে চিঠিপত্র, ডায়েরী প্রভৃতি সযত্নে সঙ্কলন করার সাধনা আছে। ব্যক্তিকে বুঝবার জন্য, তাঁর অন্তর্জীবনে পৌছবার জন্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের পিছনে যবনিকার অন্তরালে অনুপ্রবেশ থাকা চাই। বাহিরের সমাজে কেউ রাজা, কেউ মন্ত্রীর ছদ্মবেশে দেখা দেন। কাউকে মাস্টার বলে জানি, পণ্ডিত বলে জানি, উকিল বলে জানি। দেশনেতা যখন বক্তৃতা দেন, কর্মী যখন

সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক যখন গ্রহান্তরে যাত্রা করেন, দার্শনিক যখন বিশ্বসত্যের ব্যাখ্যা করেন তখন আমরা তাঁকে খণ্ড করে জানি ; অখণ্ড মানুষটির অনেকটাই এই সামাজিক পরিচিতির সীমানা ভেদ করে প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ মানুষটিকে চিনে নেবার অনেক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায়।[১] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়, চিঠি হল

> "আমার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। নিজেকে কোথাও বাদসাদ দিয়া, কাটিয়া-ছাটিয়া, ঢাকিয়া-চাপিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না ; নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে, অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে প্রকাশ করি, লিপির প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠে এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের নিবিড় যোগ।"
>
> —[বাংলা সাহিত্যের একদিক]

কাজেই বলা চলে ব্যক্তি নিজেকে ধরা দেয় চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠবার পরে হয়ত মনে করতে পারেন তাঁর প্রতিটি পত্রই সযত্নে রক্ষিত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হবে। কিন্তু সাধারণভাবে অনেকেই তা মনে করেন না। চিঠি একজনের কাছে লেখা। তা প্রকাশের জন্য নয়। এই ভাবনা পত্র-রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। লেখক যত সহজে এবং যত প্রত্যক্ষভাবে তাঁর চিঠিতে আপনাকে ধরা দেন, অন্য কোন রচনাতেই তা ঘটে না। ব্যক্তির বদ্ধ মনের গোপন দরজায় কান পেতে আত্মগত সংলাপ শুনবার অধিকার পাঠক তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেই লাভ করতে পারে।

কর্মীর কর্ম ব্যক্তির চরিত্রের একটি মাত্র দিককে প্রকাশ করে, কিন্তু এ কাজ অপরকে কেন্দ্র করে, সমগ্র সমাজ ও দেশ কর্মের লক্ষ্য। এখানে আমরা বস্তুকে যতটা জানি, ব্যক্তিকে ততটা পাই না। জ্ঞানীর চিন্তায় তাঁর মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ নেই, কারণ জ্ঞানকে ব্যক্তিলক্ষণমুক্ত করায়ই জ্ঞানের সার্থকতা। অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে কর্মীর কর্ম এবং জ্ঞানীর চিন্তার সঙ্গে তাঁদের অন্তশ্চেতনার সম্পর্কমাত্র নেই। সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কিন্তু কর্মে এবং চিন্তায় সেই মানুষটাকে সবটা পাই না। চিঠিপত্র নৈর্ব্যক্তিকতাকে প্রশ্রয় দেয় না, বিষয় থেকে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করে তুলে ধরে।[২] তা ছাড়াও চিঠিপত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও ইঙ্গিতের সহায়তায় উদ্দিষ্ট মনীষীর কর্মজীবন বা জ্ঞান-সাধনার স্পষ্টতর ও গভীরতর পরিচয় লাভ করা যায়।

কবি মুখ্যত জ্ঞানী বা কর্মী নন। সৃষ্টিই তাঁর কর্ম, ভাষারূপে আত্মপ্রকাশই তাঁর সাধনা। সাহিত্যসৃষ্টির কালে তিনি আপন অন্তরকেই প্রকাশ করেন। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে রূপভেদে আবেদনের পার্থক্য আছে, শিল্পীমনের প্রকাশের রকমফের আছে। নাট্যসাহিত্যের লেখককে যতখানি আত্মনিরপেক্ষ হতে হয় উপন্যাস-সাহিত্যে তা হয় না। কিন্তু গীতিকবিতা যেরূপ কবির অন্তরাত্মার প্রকাশ, উপন্যাস সেরূপ নয়। সাহিত্যিকের অন্তশ্চেতনার প্রকাশের দিক থেকে উপন্যাসের স্থান নাটক ও গীতিকবিতার মাঝামাঝি। কিন্তু গীতিকবিতাও সাহিত্য, অন্তরের অনাবৃত, অসজ্জিত প্রকাশ নয়। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিত্বের চোলাই করা প্রতিফলন ঘটে। ব্যক্তির অন্তরের প্রত্যক্ষ উপকরণ মেলে চিঠিতে, তাতে প্রসাধন থাকে না, থাকে না আবরণ, সজ্জাহীন অসঙ্কোচই তার প্রধান গুণ।

মনীষী ব্যক্তিদের চিঠিপত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সূত্রাকারে বিবৃত করা চলে—

এক। শুধুমাত্র কর্মের বাহ্যিক প্রকাশ নয় (কর্ম বলতে কর্মীর সাধনা, জ্ঞানীর মনন এবং শিল্পীর সৃষ্টি তিনই বোঝান হচ্ছে), তার অন্তরালের ব্যক্তিকে পূর্ণভাবে জানা চাই।—"...to get behind the work and at the man who made it, to pry into the most hidden recesses of his life and character, to analyse his motives, to dissect his emotions..."[৩] কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই কেবল নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (কবি, কর্মী বা জ্ঞানী) সম্পূর্ণ বুঝবার জন্যই প্রয়োজনীয়।

দুই। মনীষীর কর্ম বা জ্ঞান অথবা শিল্পীর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে, গভীরভাবে বুঝবার জন্য অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা চাই। পত্রাবলীর মাধ্যমে সেই অন্দরমহলের আলোকসম্পাতটি প্রকৃষ্টভাবে লাভ করা যায়।

তিন। অনেকের লেখা চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে। অবশ্য পুর্বোক্ত দুটি প্রয়োজন সাধন করেও চিঠি সাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। কিন্তু যদি ভাষা ব্যবহারের সৌকর্যে ও নিপুণতায় চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে তবে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য চিঠি যদি সাহিত্য হতে গিয়ে চিঠিত্ব হারিয়ে ফেলে তবে লোকসানও কম হয় না। চিঠির ব্যক্তি-লক্ষণে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সাহিত্যের স্বর্গে যদি তার স্থান লাভ ঘটে তবে পাঠক তার আস্বাদের বিশিষ্টতায় মুগ্ধ হবেই। সচেতনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলে এর স্বতস্ফূর্ত সাহিত্যরসে বাহিরের প্রসাধনের চড়া রঙ্ লাগে না। শুধু চিঠির গুণে অনেকে সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারেন।

॥ দুই ॥

আমাদের দেশের মুখ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর সঙ্কলনে অনেকখানি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের অনেকখানিই একেবারে আমাদের সমকালীন। তিনি যাঁদের কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিষ্ঠা পান নি এমন লেখকদের পত্রাবলী যথেষ্ট সঙ্কলিত হয়েছে কি? গবেষক-সমালোচকদের ইচ্ছা থাকলেও তা কদাচিৎ চরিতার্থ হবার সুযোগ পায়। শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকেরও স্বল্প সংখ্যক পত্রই মাত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মত বিশিষ্ট লেখক, নজরুলের মত সর্বজনপ্রিয়[৪] এবং সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান কবির পত্রসঙ্কলন চোখে পড়ে না। অথচ এঁরা একান্ত-ভাবেই একালের মানুষ। এর মধ্যে শুধুমাত্র গবেষকদের পরিশ্রমবিমুখতাই সূচিত হয় না, তথ্য বিষয়ে আমাদের জাতিগত নিস্পৃহতাও প্রকাশ পায়। একেবারে বর্তমান যুগের লেখকদের ক্ষেত্রেই যখন এই অবস্থা তখন কিছু পুরাতনকালের লেখকদের পত্রগুলি যে অবলুপ্ত হবে এটাই প্রায় অনিবার্য।

আমাদের মধ্যযুগের কবিদের কাব্যের নির্ভরযোগ্য পুঁথি নিয়েই যেখানে সংশয়ের অবধি নেই, সেখানে তাঁদের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আবিষ্কারের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে নব্যযুগের সূত্রপাত। এখন থেকে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হলেও আমাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে প্রধান প্রধান লেখকদেরও চিঠিপত্রের সংখ্যা নগণ্য। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম-চন্দ্রের মত লেখকের কটি পত্র পাওয়া গিয়েছে? কর্মী বিদ্যাসাগরের অনেকখানি পরিচয় আছে তাঁর কর্মে। কিন্তু সর্ব কর্মের অন্তরালে স্থিত তাঁর হৃদয়-রাজ্যের পরিচয় বহনকারী তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুচ্ছ কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কোন পত্রই প্রায় সংগৃহীত হয় নি। অথচ আপন সৃষ্ট উপন্যাসা-বলীতে এই মহান শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন নি, দূরে রেখেছেন। সম্ভবত 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের গোপন হৃদয়লোক কথঞ্চিৎ সাহিত্য-রূপ পেয়েছে, কিন্তু পত্রগুচ্ছ সংগ্রহ করা গেলে তাঁর নির্জন ব্যক্তিত্বের অনেকখানি পরিচয় মিলত। এদিক দিয়ে মধুসূদনের পত্রাবলীর ভাগ্য ভাল। তার একটা বড় অংশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই মুদ্রিতাকারে তাঁর

কবি মুখ্যত জ্ঞানী বা কর্মী নন। সৃষ্টিই তাঁর কর্ম, ভাষারূপে আত্মপ্রকাশই তাঁর সাধনা। সাহিত্যসৃষ্টির কালে তিনি আপন অন্তরকেই প্রকাশ করেন। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে রূপভেদে আবেদনের পার্থক্য আছে, শিল্পীমনের প্রকাশের রকমফের আছে। নাট্যসাহিত্যের লেখককে যতখানি আত্মনিরপেক্ষ হতে হয় উপন্যাস-সাহিত্যে তা হয় না। কিন্তু গীতিকবিতা যেরূপ কবির অন্তরাত্মার প্রকাশ, উপন্যাস সেরূপ নয়। সাহিত্যিকের অন্তশ্চেতনার প্রকাশের দিক থেকে উপন্যাসের স্থান নাটক ও গীতিকবিতার মাঝামাঝি। কিন্তু গীতিকবিতাও সাহিত্য, অন্তরের অনাবৃত, অসজ্জিত প্রকাশ নয়। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিত্বের চোলাই করা প্রতিফলন ঘটে। ব্যক্তির অন্তরের প্রত্যক্ষ উপকরণ মেলে চিঠিতে, তাতে প্রসাধন থাকে না, থাকে না আবরণ, সজ্জাহীন অসঙ্কোচই তার প্রধান গুণ।

মনীষী ব্যক্তিদের চিঠিপত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সূত্রাকারে বিবৃত করা চলে—

এক। শুধুমাত্র কর্মের বাহ্যিক প্রকাশ নয় (কর্ম বলতে কর্মীর সাধনা, জ্ঞানীর মনন এবং শিল্পীর সৃষ্টি তিনই বোঝান হচ্ছে), তার অন্তরালের ব্যক্তিকে পূর্ণভাবে জানা চাই।—"…to get behind the work and at the man who made it, to pry into the most hidden recesses of his life and character, to analyse his motives, to dissect his emotions…"[৩] কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই কেবল নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (কবি, কর্মী বা জ্ঞানী) সম্পূর্ণ বুঝবার জন্যই প্রয়োজনীয়।

দুই। মনীষীর কর্ম বা জ্ঞান অথবা শিল্পীর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে, গভীরভাবে বুঝবার জন্য অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখা চাই। পত্রাবলীর মাধ্যমে সেই অন্দরমহলের আলোকসম্পাতটি প্রকৃষ্টভাবে লাভ করা যায়।

তিন। অনেকের লেখা চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে। অবশ্য পূর্বোক্ত দুটি প্রয়োজন সাধন করেও চিঠি সাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। কিন্তু যদি ভাষা ব্যবহারের সৌকর্যে ও নিপুণতায় চিঠি সাহিত্য হয়ে ওঠে তবে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য চিঠি যদি সাহিত্য হতে গিয়ে চিঠিত্ব হারিয়ে ফেলে তবে লোকসানও কম হয় না। চিঠির ব্যক্তি-লক্ষণে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সাহিত্যের স্বর্গে যদি তার স্থান লাভ ঘটে তবে পাঠক তার আস্বাদের বিশিষ্টতায় মুগ্ধ হবেই। সচেতনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলে এর স্বতস্ফূর্ত সাহিত্যরসে বাহিরের প্রসাধনের চড়া রঙ্ লাগে না। শুধু চিঠির গুণে অনেকে সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারেন।

॥ দুই ॥

আমাদের দেশের মুখ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর সঙ্কলনে অনেকখানি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের অনেকখানিই একেবারে আমাদের সমকালীন। তিনি যাঁদের কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিষ্ঠা পান নি এমন লেখকদের পত্রাবলী যথেষ্ট সঙ্কলিত হয়েছে কি? গবেষক-সমালোচকদের ইচ্ছা থাকলেও তা কদাচিৎ চরিতার্থ হবার সুযোগ পায়। শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকেরও স্বল্প সংখ্যক পত্রই মাত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর মত বিশিষ্ট লেখক, নজরুলের মত সর্বজনপ্রিয়[৫] এবং সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান কবির পত্রসঙ্কলন চোখে পড়ে না। অথচ এঁরা একান্ত-ভাবেই একালের মানুষ। এর মধ্যে শুধুমাত্র গবেষকদের পরিশ্রমবিমুখতাই সূচিত হয় না, তথ্য বিষয়ে আমাদের জাতিগত নিস্পৃহতাও প্রকাশ পায়। একেবারে বর্তমান যুগের লেখকদের ক্ষেত্রেই যখন এই অবস্থা তখন কিছু পুরাতনকালের লেখকদের পত্রগুলি যে অবলুপ্ত হবে এটাই প্রায় অনিবার্য।

আমাদের মধ্যযুগের কবিদের কাব্যের নির্ভরযোগ্য পুঁথি নিয়েই যেখানে সংশয়ের অবধি নেই, সেখানে তাঁদের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আবিষ্কারের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে নব্যযুগের সূত্রপাত। এখন থেকে মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব হলেও আমাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে প্রধান প্রধান লেখকদেরও চিঠিপত্রের সংখ্যা নগণ্য। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম-চন্দ্রের মত লেখকের কটি পত্র পাওয়া গিয়েছে? কর্মী বিদ্যাসাগরের অনেক খানি পরিচয় আছে তাঁর কর্মে। কিন্তু সর্ব কর্মের অন্তরালে স্থিত তাঁর হৃদয়-রাজ্যের পরিচয় বহনকারী তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুচ্ছ কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কোন পত্রই প্রায় সংগৃহীত হয় নি। অথচ আপন সৃষ্ট উপন্যাসা-বলীতে এই মহান শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন নি, দূরে রেখেছেন। সম্ভবত 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের গোপন হৃদয়লোক কথঞ্চিৎ সাহিত্য-রূপ পেয়েছে, কিন্তু পত্রগুচ্ছ সংগ্রহ করা গেলে তাঁর নির্জন ব্যক্তিত্বের অনেক-খানি পরিচয় মিলত। এদিক দিয়ে মধুসূদনের পত্রাবলীর ভাগ্য ভাল। তার একটা বড অংশ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই মুদ্রিতাকারে তাঁর

জীবনচরিতে সঙ্কলিত হয়ে আছে। সাধারণভাবে বলা যায় বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের পত্রাবলীরই যখন এই অবস্থা তখন মধ্যস্তরের লেখকদের পত্র যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে তাই বোধ হয় স্বাভাবিক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় নিষ্ঠাবান গবেষকের সাধনায় এঁদের দু-চারজনের যে স্বল্প সংখ্যক পত্র মিলেছে, এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি বুঝবার পক্ষে তাদের সহায়তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

কিন্তু কেন এমন হয়? য়ুরোপের নানা দেশে বহু পুরাতন লেখকের পত্রাবলী যত্নের সঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। আমাদের দেশে যত্ন থাকলেও সংগ্রহ বহুক্ষেত্রেই অসম্ভব। এর কারণ হিসেবে কয়েকটি কথা মনে হয়।

এক। এ দেশের আবহাওয়ায় কাগজের আয়ু অত্যন্ত কম হতে বাধ্য। উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষিত কাগজও একশত বৎসরের মধ্যেই একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

দুই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মনের চর্চা আমাদের জাতি বড করে না। একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে কোন মনীষী ব্যক্তিরও চরিত্রের এমন সব প্রবণতা, এমন সব বিচিত্র দুর্বলতা ধরা পডতে পারে যাতে ভক্তের চিত্ত বিচলিত হবার সম্ভাবনা। ভক্তি এবং ব্যক্তিপূজা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অংশ। মহৎ ব্যক্তির মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমাদের ব্যথার কারণ ঘটে। বিশেষত গোটা উনবিংশ শতক ধরে আমরা ভিক্টোরীয় নীতিবোধকে অধিক প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। এর ফলে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র রক্ষা করা বা দ্রুত সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমরা অনুভব করি নি। উন-বিংশ শতাব্দীতে মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন ব্যক্তিদের পত্র সম-কালে সংগ্রহ করার চেষ্টা হলে কিছু সাফল্য লাভ করা যেত। বর্তমানে অবশ্য বিপরীতমুখী এক ঝোঁক কোন কোন মহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মনীষীদের জীবনের 'গুপ্ত' সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা চলছে, তাদের অবৈধ প্রণয় আলোচনার বস্তু হচ্ছে—যথেষ্ট তথ্যের সমর্থন ব্যতীত শুধু ব্যাখ্যায় ওলট-পালট করার চেষ্টা চলছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এঁদের দ্বারা আহত হচ্ছেন। মহাপুরুষের ব্যক্তিজীবন বিচারে সর্বদা সাধারণ মানুষের জীবন-বোধের মাপকাঠি প্রযোজ্য নয় একথাও মনে রাখা উচিত।

তিন। য়ুরোপে অধিকাংশ পরিবারেই পারিবারিক সংগ্রহশালায় দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্র সংরক্ষণ করা হয়। এই সব প্রাথমিক সংগ্রহ থেকে ঐতিহাসিক, চরিতকার এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষকেরা সেগুলি ব্যবহার

করতে পারেন। দলিল দস্তাবেজ প্রয়োজনের তাড়নায় আমাদের দেশেও রক্ষিত হয়, কিন্তু চিঠিপত্র সংরক্ষণের কথা কেউ ভাবেন না, কারণ তাদের কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রাচীন বাংলা চিঠিপত্রের যে সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, কিন্তু ব্যক্তিগত পত্র সেগুলি নয়। বর্তমান কালেও পারিবারিক পত্রাদি সংরক্ষণের মনোভাব আমরা লাভ করি নি।

এই অবস্থায় আমাদের দেশের প্রধান পুরুষদের চিঠিপত্র পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, মধ্যস্তরের কবিদের চিঠি সংগ্রহ তো একরূপ অসম্ভব। সে অবস্থায় মধুসূদনের মত প্রথম শ্রেণীর কবির (যাঁর মৃত্যু হয়েছে প্রায় নব্বই বছর পুর্বে) অনেকগুলি পত্রই মুদ্রিত আকারে সংগৃহীত হয়ে আছে প্রায় সত্তর বছর পুর্ব থেকেই। এই ভিত্তিটি থাকায়ই কবির পত্র সঙ্কলন ও সম্পাদনার কথা ভাবা গিয়েছে এবং কবিজীবনের অনেক গোপন দরজা খোলার চাবিকাঠি লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

॥ তিন ॥

একটি প্রবন্ধে মধুসূদনের পত্রাবলীর সম্যক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—

> "মাইকেল মধুসূদনের বহু চিঠিপত্র আছে; সেগুলিতে মাইকেলের মনোজীবনের গতিবিধি ও বিকাশ প্রতিফলিত; কবিকে বুঝিবার পক্ষে তাঁহার এই চিঠিপত্রগুলি অপরিহার্য; এই সব চিঠির মধ্যে কবি নিজেই নিজের জীবনের ও সাহিত্যের টীকা করিয়া গিয়াছেন; বাঙালী সমালোচকগণ এখনও এ সব চিঠিপত্রের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারেন নাই।"
>
> —[রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র : রবীন্দ্রবিচিত্রা।]

মধুসূদনের পত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় লেখা। বাংলা সাহিত্যের আসরে উপভোগ্যতার কোন দাবী এই চিঠিগুলির নেই। কাজেই শুধু মাত্র সাহিত্যিক গুণ সম্পন্ন চিঠি এই কারণে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় কবির পত্রগুচ্ছ স্থান পেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' যদি অন্য কোন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ নাও হত, তাহলেও সাহিত্যিক গুণের জন্য তার আসন আমাদের

সাহিত্যের ইতিহাসে তথা আলোচনার ক্ষেত্রে অবিচল হয়ে থাকত। কিন্তু প্রথমত বাঙালী কবি মধুসূদনের পত্র বলেই বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এদের প্রবেশদ্বার অবারিত।

প্রথমত, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের একান্ত মুখ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর জীবন ও মনকে সম্পূর্ণ জানবার চেষ্টা থাকা বাঙালী সাহিত্যরসিকের পক্ষে স্বাভাবিক। যে-সব উপকরণ থেকে তাঁর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তার মধ্যে চিঠিপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কবির জীবন-ঘটনা উত্তেজনায় তরঙ্গিত এবং নাটকীয় বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। তারই মধ্য থেকে আবার সৃষ্টির প্রশান্ত শতদল ফুটেছে। ফলে তার অন্তরলোকের প্রত্যক্ষ সংবাদবাহী পত্রগুলি আরও বেশী কৌতূহলের আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী পত্রের সহায়তায় ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে উঠবে, কবিজীবনের নানা জটিল সমস্যার রহস্যভেদ করার ব্যাপারে এরা সহায়ক হয়ে উঠবে এরূপ প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কবি-আত্মার অন্তর-লোকের তথা তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের মৌল প্রবৃত্তির পরিচয় চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে যতটা লাভ করা যাবে ততটা অন্য কোন উপকরণের সাহায্যেই প্রাপ্তব্য নয়। এই মনের বিকাশ এবং পরিণতির ইঙ্গিতমূলক ইতিহাসও এই চিঠিপত্রেব মধ্যেই মাত্র পড়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত, কবির মনের গভীরে প্রবেশ সাধারণভাবে কবির কাব্য-সৌন্দর্যের রাজ্যে প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। তা ছাড়াও কবির চিঠিপত্রে তাঁর অধি-কাংশ কাব্য ও নাটক রচনাকালীন কবিমনের ভাব-ভাবনার পরিচয় আছে। কবির চিঠিতে প্রায় সমগ্র কাব্য ও নাটক রচনার পরিকল্পনা কিংবা বিভিন্ন রচনার ভাব, ছন্দ, জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে বিচিত্র সচেতন মুড প্রকাশ পেয়েছে। তাদের সহায়তা ভিন্ন মধুসূদনের কাব্যরসাস্বাদ কিংবা কাব্যসমালোচনা কোনটিই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁর কাব্য-নাটকের সমকালীন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হলেন কবি স্বয়ং। কবির সিদ্ধান্তগুলি বিচার্য হলেও নিজ রচনা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের মূল্য আছে। পত্রাবলী ব্যতীত অন্যত্র সে সব মতামত মিলবে না।

চতুর্থত, মননশীল মধুসূদনের সঙ্গে পরিচিত হবার অন্যতম প্রধান উপায় তাঁর পত্রাবলী। সমকালীন যুগজীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, শিক্ষানীতি বিষয়ে তাঁর অভিমত; তাঁর সমাজ-চিন্তা ও রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর স্বজাতি-ভাবনা এগুলির পরিচয় পাবার দুটি উপায় আছে। এক। যে সব ইংরেজী

পত্রিকার সম্পাদনা তিনি করেছিলেন এবং যেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাতে কবির যে সব লেখা প্রকাশ পেয়েছে তার বিষয় বিশ্লেষণ ; দুই। তাঁর পত্রাবলী। দুয়ের সংযোগেই মাত্র অভীষ্ট ফল লাভ সম্ভব। তা ছাড়া কবির সাহিত্যবোধ, কাব্যের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ক ধারণাও কোথাও প্রবন্ধাকারে তিনি লিখে রেখে যান নি। চিঠিপত্রে এর একমাত্র নিদর্শন আছে।

পঞ্চমত, কবির অধিকাংশ রচনার প্রকাশকাল জানা থাকলেও প্রকৃত রচনাকাল জানবার একমাত্র উপায় পত্রাবলী। রচনাকালের যাথার্থ্য কবিমন ও কাব্যশিল্পের বিকাশের দিক থেকে তাৎপর্যবহ, প্রকাশকাল নয়।

ষষ্ঠত, কবির অচরিতার্থ কামনা, এবং অসম্পূর্ণ কাব্য—কাব্য-নাটকাদি রচনার যেসব পরিকল্পনায় কবি আদৌ হাত দিতে পারেন নি, সাহিত্য হিসেবে তাদের কিছুমাত্র মূল্য না থাকলেও তাদের সহায়তা ছাড়া কবিকে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। চিঠিপত্রই এই পরিচয় বহন করে।

সপ্তমত, মধুসূদনের চিঠিপত্র সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। খাঁটি পত্রসাহিত্যের লক্ষণ এদের মধ্যে মিলবে। এই চিঠিগুলির একটা বড় অংশ চিঠির ধর্ম পুরো বজায় রেখেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যধর্ম অর্জন করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলার সংকীর্ণ পত্রসাহিত্যকে তা সমৃদ্ধ করতে পারে নি।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় মধুসূদনের পত্রাবলীর পঠন-পাঠন বাংলা সাহিত্যের চর্চায় গুরুত্বপুর্ণ বলেই বিবেচিত হবে।[৫]

॥ চার ॥

মধুসূদনের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৩ সালে যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মধুসূদন-রচিত পত্রাবলী সংযোজিত করবার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপিত করে তিনি প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় বলেন,

> "কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইলে তাঁহার নিজের কথায় তাঁহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জানা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহার লিখিত নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি।"

তিনি গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,

রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষের নিকট থেকে নানাবিধ তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে কবির লিখিত পত্রাবলীও সংগ্রহ করেন এবং গ্রন্থমধ্যে সেগুলি মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণকালে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কতকগুলি পত্র পেলেন, সে চিঠিগুলিও গ্রন্থমধ্যে স্থান পেল। মধুসূদনের অধিকাংশ পত্রই উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে লেখা। পরবর্তীকালে 'মধুস্মৃতি'-রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের চেষ্টায় আরও কিছু পত্র সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হয়। এই দুটি গ্রন্থে সঙ্কলিত পত্রাবলীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মনোমোহন ঘোষের নিকটে লিখিত কয়েকটি পত্র অসম্পূর্ণ। পরবর্তীকালে কবির স্বল্প সংখ্যক নূতন পত্র যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার কৃতিত্ব ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের।

বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত মোট পত্রের সংখ্যা ১৪৩ খানা। তার মধ্যে বেশির ভাগ যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' থেকে সংগৃহীত এবং ৩ খানি শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সংগ্রহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কতগুলি পত্র অসম্পূর্ণ। বিদ্যাসাগরের নিকটে লিখিত অসম্পূর্ণ পত্রগুলির বেশির ভাগের মূল পত্র আমরা দেখেছি। লেখাগুলি বহু ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সঙ্কলিত পত্রের মধ্যে গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা পত্রের সংখ্যাই অধিক। মনোমোহন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষের মাতা, ইতালীর সম্রাট ভিক্টর ইম্যানুয়াল, লণ্ডনের বেণ্ট্‌লীস মিচেলেনীর সম্পাদককে লেখা কয়েকখানা চিঠিও আছে। কবির হাতের লেখা মূল পত্রের সহায়তায় পূর্বে মুদ্রিত (নগেন্দ্রনাথ সোমের কিংবা যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে) কতকগুলি পত্রের পূর্ণতর এবং শুদ্ধতর পাঠ তৈরী করা গিয়েছে। পত্র সংখ্যা ১২৫য়ে চিঠির উপরে Private বলে কবি যে কথাগুলি লিখেছিলেন, নগেন্দ্রবাবুর সঙ্কলনে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। অথবা ১০১নং চিঠির পুনশ্চ অংশের দ্বিতীয় পর্যায়টুকু নগেন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ চিঠিতে নেই। সংবাদ হিসেবে ওটুকু মূল্যবান। সম্পূর্ণ মূল চিঠিটি আমরা দেখেছি, কিন্তু অপরাপর অংশের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এর মধ্যে মনোমোহন ঘোষের নিকট লিখিত পত্রগুলি ছিল ফরাসী ভাষায় লেখা, মনোমোহনবাবু কৃত ইংরেজী অনুবাদ এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। ভিক্টর ইম্যানুয়ালকে লেখা ইতালীয় ভাষার চিঠিখানার ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের। মনোমোহন ঘোষের

মাতার নিকটে লেখা বাংলা চিঠিখানাও এখানে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে বাংলা লেখার চেষ্টা কবি করেছিলেন। অপর পত্রগুলি সবই ইংরেজীতে লেখা।

এঁদের মধ্যে গৌরদাস বসাককে সব জায়গা থেকেই কবি চিঠি লিখেছেন, সব বিষয়ের উপরেই। প্রথম যৌবনে খিদিরপুর থেকে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে বিশপস্ কলেজ থেকে, মাদ্রাজ প্রবাসে, কলকাতায় নাট্যাদি রচনার প্রসঙ্গে, য়ুরোপ প্রবাসকালে নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে তথা চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রসঙ্গে, কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে নানা বিষয়ে গৌরদাস বসাককে প্রচুর চিঠি তিনি লিখেছেন। কাব্য বা নাটকগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে করা হয় নি। এর কারণ অনুমান করা যায়। কলকাতায় তাঁদের মধ্যে সম্ভবত প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ ঘটত। কাজেই নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া চিঠি লেখার কারণ ঘটে নি। শর্মিষ্ঠা রচনা কালে সংবাদাদি আদানপ্রদানের জন্য, বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের অভিপ্রায়ে গৌরদাসকে কিছু পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু কাব্যনাট্যাদির বিশ্লেষণমূলক চিঠিপত্র সবচেয়ে বেশি লিখেছেন রাজনারায়ণ বসুকে। রাজনারায়ণবাবুর সাহিত্যবোধে কবির বিশ্বাস ছিল। একাধিক পত্রে তাঁর সেই বিশ্বাসের পরিচয় আছে—

এক। As I believe you are one of the writer of the Tattwabodhini Patrika, you will review the poem in the columns of that journal that would be giving it jolly lift indeed. (পত্রসংখ্যা ৫৭)।

দুই। You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. (পত্রসংখ্যা ৬৯)।

সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য রাজনারায়ণকে সাধনা করবার পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। কাজেই প্রধানত কাব্যবিষয়ে এবং কিছু নাট্য-বিষয়ক সাহিত্যালোচনামূলক চিঠি তাঁর কাছে লেখা হয়েছে। অবশ্য গৌরদাসের সাহিত্য-রসবোধের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না এরূপ

মনে হয় না। মাদ্রাজ থেকে Captive Ladie বিষয়ে আলোচনামূলক পত্র তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন; ভার্সাই থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্পর্কিত পত্রও গৌরদাসকে লেখা। জীবনের তৃতীয় পর্বে সাহিত্য সৃষ্টির মহাযজ্ঞে যখন কবি ব্যস্ত ছিলেন তখন গৌরদাসের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই সাক্ষাৎকার ঘটত [৬৩নং পত্রে কবি লিখেছেন "He gives me the benefit of his company almost everyday."]। ফলে গৌরদাসের কাছে লেখা সাহিত্যবিষয়ক পত্রের সংখ্যা অধিক নয়। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর নাটকবিষয়ক পত্রগুলি লেখা। কেশব গঙ্গোপাধ্যায় বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। অভিনয়নিরপেক্ষ নাট্যসাহিত্যের মূল্যে কবির বিশ্বাস ছিল না। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বেলগাছিয়ার মঞ্চাধ্যক্ষদের প্রভাবিত করা যেতে পারে এরূপ ধারণা তাঁর ছিল। কেশববাবুকে লেখার পিছনের এটি অন্যতম কারণ। কেশববাবুর নাট্যবিষয়ক মতামতকেও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মঞ্চব্যবস্থার সঙ্গে সংস্রবহীন নাট্যকারকে মঞ্চসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতামতের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়—এই ধারণা থেকেই বিশেষ করে নাটকগুলি সম্পর্কে অভিনেতা কেশববাবুর সঙ্গে কবির এই পত্রালাপের আয়োজন।

য়ুরোপ প্রবাসকালে বেশির ভাগ চিঠি লেখা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। এই চিঠিগুলি প্রধানত কবির অর্থকষ্ট সংক্রান্ত। তাঁর দেশস্থ সম্পত্তির নূতন বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করে বিদেশে সপরিবারে তাঁর জীবন রক্ষার অনুরোধে এই চিঠিগুলি পূর্ণ। য়ুরোপ থেকে স্বল্প সংখ্যক পত্র গৌরদাসকে লেখা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিগুলির ন্যায় সেগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী নয়, প্রয়োজনের সীমানায় বদ্ধ নয়। নানা কথা, সংবাদ ও গভীর-গোপন আত্মচিন্তন গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে স্থান পেয়েছে। মনোমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিগুলিতে চিঠির সহজ রস প্রাচুর্য, বিষয় এখানে মুখ্য নয়, প্রীতির বন্ধনই এদের সুরভিত করে রেখেছে।

কলকাতায় ফিরে এসে লেখা চিঠির মধ্যে যেগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে লেখা সেগুলিতে বিশেষ করে পুরাতন আর্থিক সম্পর্কের জের টানা হয়েছে, অথবা কবির ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে প্রবেশ-সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলি শুধুই বন্ধুত্বের প্রাণরসে স্নাত। বিষয় সেখানে মুখ্য নয়। পত্রালাপে সেতুবদ্ধ দুটি ব্যক্তিই মাত্র সেখানে উপস্থিত।

বায়রণের পত্রাবলী সঙ্কলনের সুলিখিত ভূমিকায় একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে,

> "A curious feature of Byron's letters is that not only do they reflect their writer's singularity ... but also to considerable degree the character of the person he happens to be addressing at the moment. The poet, chameleon-like, seems involuntarily to catch something of his correspondents' tone of mind, and so impressionable is his temperament, that it would be easy, as a rule, to assign his epistles to the right quarter, supposing the name of the persons they were intended for had suppressed."
>
> —[The Letters of Lord Byron.]

মধুসূদনের পত্রাবলীতে এই লক্ষণ কতক পরিমাণে স্পষ্ট। প্রথম পর্বে আমরা গৌরদাসকে ছাড়া অপরের কাছে লেখা চিঠি পাই না, তাই তুলনায় স্বরের পার্থক্যটি আবিষ্কার করা সেখানে সম্ভব নয়। তৃতীয় পর্বে সাহিত্যচর্চা-কালে কবি ব্যক্তিজীবন থেকে যেন ঊর্ধ্বলোকে উঠে গেলেন। গৌরদাস বসাকের তুলনায় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির সংখ্যা বেড়ে গেল। গোটা মানুষটা গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে যে পরিমাণ আত্মপ্রকাশ করেছে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে তেমন করে নি। রাজনারায়ণ বসুর ব্যক্তিত্বের যে দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে মনের কোণে তাঁর একটি মূর্তি দাঁড় করিয়েছিলেন কবি তা সাহিত্য-সমালোচকের। রসজ্ঞ সমালোচকের সঙ্গে আলাপরত কবিকে দেখতে পাই এ সব চিঠিতে। রাজনারায়ণের অন্যতর পরিচয় (ধর্মীয় নেতা ও চিন্তাবিদ) তাঁর সমালোচক অভিধা থেকে প্রধান হতে পারে। কিন্তু কবি তাঁকে সমালোচক বলেই গ্রহণ করেছিলেন। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিগুলিতেও মধুসূদনের নাট্যকার পরিচিতিই সত্য। হৃদয়ের অন্যান্য অংশ এক্ষেত্রে সঙ্কুচিত। শুধু তাই-ই নয় কেশববাবুর অভিনেতা ও নাট্যবোদ্ধা ব্যক্তিত্ব এই পত্রগুলিতে যেন ছায়াপাত করেছে। নাট্যরসিক অভিনেতার সঙ্গে আলাপরত নাট্যকারের চিত্র এখানে প্রকটিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বেশির ভাগ চিঠি লেখা হয়েছে য়ুরোপ থেকে,

অল্প কয়েকখানা কলকাতায় বসেও। এই চিঠিগুলির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব যেন প্রতিবিম্বিত। কবি তাঁর চিঠিগুলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি করেছেন তার মধ্যে সেই মহাপুরুষের চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে; তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছেন "Splendid fellow", "the first man among us", "above flattering any man", "grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart", "real friend and righteous man", "not only Vidyasagara but Karunasagara also", "One of nature's noble man", "greatest Bengali" এবং সর্বোপরি এই মন্তব্যে তিনি বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, "the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother."[৬] বিদ্যাসাগরের কাছে কবি অকপটে তাঁর দারিদ্র্যের কথা জানিয়েছেন। যাঁর কাছে আবেদন করা হচ্ছে তিনি মহান ব্যক্তি, তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত, তিনি নিশ্চিন্ত ভাবেই ভরসার স্থল হয়ে উঠতে পারেন এই উপলব্ধি যেন চিঠিগুলির প্রতিটি বাক্যের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রবাহিত হচ্ছে। ছোটখাট সংবাদ দানের ব্যাপারেও এই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট বোধ লক্ষণীয়,—যাঁর কাছে চিঠি লিখছেন তাঁর কৌতূহল যেন কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। ফরাসীদেশে তিনি 'মনু'র নাম কোথায় শুনেছেন, গোল্ডষ্টুকারের সঙ্গে আলোচনাকালে বিধবাবিবাহের পথিকৃত হিসেবে উক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ, ফরাসীদেশের দোকানে বিদ্যাসাগরের লেখা পুস্তক দেখে বিস্মিত হওয়া প্রভৃতি সংবাদে উপকারীর সরব প্রশংসাবাণী ও চাটুকারিতা দেখবার কারণ নেই। বিদ্যাসাগরের পুস্তক ফ্রান্সের দোকানে দেখেছেন বলে যে চিঠিতে সংবাদ দিচ্ছেন তাতেই আছে দোকানীর উক্ত পুস্তকের লেখককে মৃত বলে ঘোষণা করার সংবাদ, তা নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে কবির সরস মন্তব্যও আছে। লক্ষণীয়, সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশি পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার কর্মের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য বিষয়ে কিছু বলেন নি। চাটুকারিতা লক্ষ্য হলে চিঠির বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যেত। বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে মাঝে মাঝে রসিকতা আছে, মেটে ফিরিঙ্গিদের বাংলাভাষা নিয়ে এক স্থানে কটাক্ষ করা হয়েছে; কিন্তু কোথাও পত্রপ্রাপকের আবেগ-সংহত পরুষ মূর্তিটি প্রগলভতার প্রাচুর্যে আচ্ছন্ন হয় নি। কবি বিদ্যাসাগরের গদ্যশিল্পে আশ্চর্য নিপুণতার কথা

বলেছেন। কিন্তু সে যেন শুধু ভাষা দিয়ে বলা নয়, সমগ্র হৃদয় দিয়ে বলা— "…as one would say in our mother-tongue, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি…If I could write Bengali like you, I should cotinue in that language…". বিদ্যাসাগরের কাব্যরুচি-প্রসঙ্গেও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশি কবিদের মধ্যে টাসোর কথা এসেছে, সেও শুধু-মাত্র কালিদাসের সঙ্গে উপমিত করার সুযোগ ছিল বলেই। দেশি কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গই বার বার এসেছে। বিদ্যাসাগর নব সঙ্গীতে অর্থাৎ কবির নিজের রচিত কাব্যে আপন শ্রুতিকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন নি এরূপ বিশ্বাস পূর্ব অধ্যায়ের পত্রে বিবৃত হয়েছে। এখানেও কবিমনের অভ্যন্তরে তাই-ই সক্রিয়।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির নিজস্ব উপলব্ধি এই পত্রগুলিতে সামগ্রিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঐ একই সময়ে মনোমোহন ঘোষের নিকটে লিখিত চিঠিতে অন্য সুর বেজেছে। সে সুর কবির মনের যেমন তেমনি কতকটা বিদ্যাসাগর ও মনোমোহন ঘোষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যজাত। তারুণ্যে উচ্ছল, পাঠ-নিবিষ্ট ভবিষ্যতের আশায় উন্মুখ মনোমোহনের কাছে লেখা চিঠিতে কোথাও জার্মান সাহিত্যের সৌন্দর্য, কোথাও হ্যাম্পটন প্রাসাদ ভ্রমণের আনন্দ, কখনও আবার অকাজের একটি অলসদিনে রাজহাঁসেদের সাহচর্য বিবৃত হয়েছে। বিষয় মুখ্য নয় এ সব চিঠিতে, লেখার আনন্দটাই বড়। তারুণ্যের সামীপ্যে কবির অভাবক্লিষ্ট মন প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছে মাঝে মাঝে। পত্র-প্রাপকের সেই তরুণ মনটি এ সব চিঠিতে অপ্রকাশিত থাকে নি।

বহু বিচিত্রস্বভাব ব্যক্তির নিকটে মধুসূদন চিঠি লেখেন নি। তবুও সমালোচক কথিত বায়রণের চিঠির পূর্বোক্ত লক্ষণটি অনেকাংশে তাঁর চিঠির মধ্যেও যে লক্ষ্য করা যায় তাতে সন্দেহ নেই।

কবির লেখা বহু চিঠি সঙ্কলিত হয় নি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু চিঠির প্রসঙ্গ কবির অপরাপর চিঠির মধ্যে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। য়ুরোপ থেকে দিগম্বর মিত্র এবং বৈদ্যনাথ মিত্রের কাছে লেখা চিঠিগুলি পাওয়া যায় নি, যদিও তাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করায় কোন অসুবিধা নেই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলত, তা না হলে হঠাৎ ইতালীয় ভাষায় তাঁকে একখানা চিঠি লিখতেন না। তাঁর গ্রন্থাবলীর

মুদ্রাকর ঈশ্বরচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিগুলিতে শুধুমাত্র ব্যবসায় সংক্রান্ত কথা লেখা থাকত এরূপ মনে করবারই বা কারণ কি? রাজনারায়ণবাবুর কাছে একবার তাঁর মুদ্রাকরের সাহিত্যরুচির প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, মেঘনাদবধ কাব্যের কোন সর্গ বসু মহাশয়ের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়; এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রাকরকে লেখা পত্রগুলি একান্ত মূল্যহীন না হওয়াই সম্ভব। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে মধুস্দনের সংযোগ সর্বদাই গৌরদাস বসাক বা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ঘটত এরূপ মনে করবার কারণ নেই। শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রশংসা করে এঁরা উভয়েই কবিকে সরাসরি চিঠি লিখেছেন এমন প্রমাণ আছে। কাজেই দুই পক্ষে কিছু কিছু পারস্পরিক চিঠি লেখা চলত এমন মনে করবার কারণ আছে। কিন্তু এই সব চিঠি আমাদের হস্তগত হয় নি।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস বসাককে নানা বিষয়ক চিঠি লিখলেও নিজের প্রণয়সম্পর্ক তথা দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কোন সময়েই কিছু তিনি জানান নি। এটি বিস্ময়কর। সেজাতীয় চিঠি কিছু বসাক মহাশয়ের কাছে থাকলেও একান্ত ব্যক্তিগত গোপন কথা অপ্রকাশিত রাখার জন্য তিনি সেগুলি যোগীন্দ্রনাথ বসুকে দান করেন নি এরূপ মনে করার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এরূপ ঘটলে অন্যান্য পত্রে তার কোন না কোনরূপ ইঙ্গিত অস্পষ্টভাবে হলেও হয়ত ধরা পড়ত। কিন্তু প্রমাণাভাবে এ বিষয়ে কিছুই জোর করে বলা যায় না।

মধুস্দনের যে চিঠিগুলি পাওয়া না যাওয়ায় তাঁর অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ সর্বাধিক ব্যাহত হয়েছে তা হেনরিয়েটার কাছে লেখা। কবি হেনরিয়েটাকে চিঠি লিখতেন কোনরূপ প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই এ কথা বলা চলে। ১৭-১৮ বছরের দাম্পত্যজীবনে অন্তত তিন বার তাঁরা পরস্পর থেকে দূরে থেকেছেন। ১৮৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে কবি হেনরিয়েটাকে মাদ্রাজে রেখে কলকাতায় এলেন। ঐ বছরের জুলাই মাসের আগে তিনি কলকাতায় স্বামীর কাছে পৌঁছান নি। আবার ১৮৬২ সালের জুন মাসে পত্নী ও সন্তানদের কলকাতায় রেখে তিনি য়ুরোপ যাত্রা করলেন। ১৮৬৩ সালের মে মাসে হেনরিয়েটা সন্তানদের নিয়ে য়ুরোপ এসে পৌঁছলেন। শেষবার ১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে কবি স্ত্রী ও সন্তানদের য়ুরোপ রেখে কলকাতায় চললেন। ১৮৬৯ সালের মে মাসে তাঁরা কলকাতায় এলেন। এই দীর্ঘকালের বিচ্ছেদে পত্রদূত প্রেরিত হত এ কথা সহজে অনুমান করা যায়। মধুস্দন দু একটি চিঠিতে

নিজেকে অত্যন্ত অনিয়মিত পত্র লেখক, অলস প্রকৃতির ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ নেহাৎই বিনয়। চিঠি লিখতে তিনি ভালবাসতেন, তাঁর প্রাণোত্তাপপূর্ণ বহু সংখ্যক পত্র এ-কথার প্রমাণ বহন করছে। পত্নীকে তিনি অনেক চিঠি লিখেছেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার একখানা চিঠিও পাওয়া যায় নি। হেনরিয়েটার ফরাসী মন সাধারণ বাঙালী বধূর ন্যায় চিঠিপত্র অবহেলায় বিনষ্ট করবে এরূপ মনে হয় না। সম্ভবত মৃত্যুপূর্ব দুস্থতায় এবং অনিয়মিত জীবনযাত্রায় বারবার বাসস্থান পরিবর্তন চিঠির সঙ্কলন বিনষ্ট করেছে। অথবা কবি এবং কবিপত্নীর মৃত্যুর পরে সে সব চিঠি অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। তাঁদের পুত্র-কন্যারা তখন এতই অল্পবয়স্ক যে ঐগুলি সংরক্ষণের কথা ভাবতেই পারে নি। যে ভাবেই হোক চিঠিগুলি হারিয়ে গিয়েছে। কবির প্রেমজীবনের অন্দরমহলের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে বাঙালি চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়েছে।

এ-সঙ্কলনে একান্ত ব্যক্তিগত পত্র নয় এমন দুখানি চিঠি স্থান পেয়েছে। একখানি বিলাতি সাময়িকপত্রের সম্পাদককে ছাত্রজীবনে লেখা, দ্বিতীয়খানি ইতালীর রাজাকে লেখা দান্তের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। ব্যক্তিগত পত্র না হলেও কবির মনের গতি বুঝবার পক্ষে এদের গুরুত্ব অনেকখানি। তাই এরা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চাকুরী প্রার্থনা করে লেখা একটি চিঠি বিশেষত্বহীন বোধে পরিত্যক্ত হয়েছে।

কবি চিঠি ইংরেজীতে লিখতেন। মনোমোহন ঘোষের কাছে ফরাসীতে চিঠি লিখেছিলেন অনেকগুলি। মনে হয় মনোমোহনবাবুকে ফরাসী ভাষায় রপ্ত করে তোলবার জন্যই এরূপ পদ্ধতির আশ্রয় কবি নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অবশ্য তাঁর চিঠিপত্রে কিছু বলা হয় নি ; কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে কবির চিঠিতে মনোমোহনবাবুর বিদেশি ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা এবং তাঁর ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করার কথা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইতালীয় ভাষায় একবার তিনি চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি অবশ্য পাওয়া যায় নি। সত্যেন্দ্রনাথের ইতালীয় ভাষাজ্ঞানের একটু পরীক্ষা নেবার ইচ্ছা এর পিছনে ছিল না এরূপ বলা যায় না। পরবর্তী কালে যুবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাতিন ভাষা-জ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ইতালীর রাজাকে ইতালীয় ভাষায় চিঠি লেখার কারণ সহজে বোঝা যায়। মনোমোহন ঘোষের

মাতাকে বাংলায় চিঠি দেবার-কারণও প্রত্যক্ষ। আসলে এগুলি ব্যতিক্রম বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কবি ইংরেজীতেই তাঁর মনের কথা পত্রাকারে বলেছেন। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষার মত ইংরেজী ভাষাও তাঁর সম্পূর্ণ করতলগত ছিল। মনের ভাবগুলিকে ইংরেজীতে প্রকাশ করতে হলে সচরাচর একজন বাঙালিকে অলক্ষ্যে মনোলোকে অনুবাদের দ্বারস্থ হতে হয়। মধুসূদন কিন্তু একজন খাঁটি ইংরেজের মত ইংরেজীতেই ভাবতে পারতেন। বিশেষত নাটকগুলিতে বাংলা গদ্যের বহুল ব্যবহার করলেও প্রয়োজনের গদ্যে তিনি আদৌ স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। তার প্রথম প্রমাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় বাংলায় বক্তৃতা দানের প্রস্তাবে কবির মন্তব্যে "Fancy I was expected to speechify in Bengali" (পত্র সংখ্যা ৬৬); দ্বিতীয় প্রমাণ বিদ্যাসাগরের নিকটে লেখা এক পত্রে আবেগাতিশয্যে ইংরেজীতে লিখতে লিখতে মাঝখানে কিছুটা বাংলায় লিখে অকস্মাৎ থেমে যাওয়ায় এবং মন্তব্য করায় "If I could write Bengali like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so." (পত্র সংখ্যা ১০৭)। নব্য বাংলার প্রথম মুখ্য কবি ইংরেজীতেই চিঠি লিখতেন। লক্ষণীয়, মনোমোহনবাবুর মাকে লেখা চিঠিতে আন্তরিকতা থাকলেও ভাষায় জড় অলঙ্কারপ্রাধান্যও বর্তমান। দেখা যাচ্ছে কবি বাংলা ভাষায় চিঠি লিখতে গিয়ে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি। মধুসূদনের সাহিত্যের ভাষা বাংলা কিন্তু তাঁর মনের ভাষা ইংরেজী (এর মানে অবশ্য এই নয় যে সাহিত্যসাধনায় তিনি যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে কবির মনের সম্পর্ক নেই)। কবির ইংরেজীতে লেখা চিঠিগুলির অনুবাদ না করেই সঙ্কলন করবার প্রথম কারণ এইটি। আরও দুটি কারণ আছে।

এক। চিঠির ভাষা এতই ব্যক্তিগত যে তাকে ভাব থেকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া চলে না। গীতিকবিতার অনুবাদে যেমন বেশির ভাগ রসাবেদনেই ঘাটতি পড়ে চিঠির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ছাপ স্বরচিত ইংরেজী চিঠিতে আছে মধুসূদনের পত্রাবলীর অনুবাদে তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যেত না।

দুই। মধুসূদনের বাংলা কাব্যের পাঠকের পক্ষেও ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অনেকখানি প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের সামনে কবির কাব্যের দ্বার সম্পূর্ণ খোলা নেই। মধুসূদনের পাঠকের পক্ষে কবির লেখা ইংরেজী চিঠির রাজ্যে ভাষার বাধা প্রবেশ নিষিদ্ধ করবে না।

সম্পাদনার ব্যাপারে আমরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছি তার সূত্রাকার পরিচয় দেওয়া হল—

এক। চিঠিগুলিকে যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। বহু চিঠির কোন তারিখ পাওয়া যায় নি। সেক্ষেত্রে কখনও আভ্যন্তরীণ ইঙ্গিতের সহায়তায়, কখনও একান্তভাবেই সাধারণজ্ঞানের সহায়তায় চিঠিগুলিকে সাজানো হয়েছে। ফলে কোথাও কচিৎ কালানুক্রম ব্যাহত হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু কালগত কোন গুরুতর অসঙ্গতি দেখা দেয় নি একথা নিশ্চয় করে বলা চলে।

দুই। কবির চিঠিগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি পর্যায় কবির জীবনধারার পাঁচটি ভিন্ন স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয়। এর এক একটি পর্যায় মোটামুটিভাবে একটি করে স্থানকে কেন্দ্র করেছে।

প্রথম পর্বে কবি মূলত কলকাতার অধিবাসী। অবশ্য তমলুক থেকে লেখাও কয়েকটি চিঠি আছে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য কলকাতার বাইরে যান নি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবির প্রথম পর্বের জীবনধারা আবর্তিত। ১৮৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় কলকাতার জীবনের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ সূচিত হয়। পরে যখন মাদ্রাজ যাত্রা করলেন কলকাতার সমাজের সঙ্গে বাহিরে ও অন্তরে তাঁর গুরুতর দূরত্ব ঘটল। কলকাতার জীবনের উপরে পড়ল যবনিকা। এই পর্বের চিঠিগুলি প্রথম অধ্যায়ে সঙ্কলিত হয়েছে। এই চিঠিগুলি কবির সতেরো-আঠারো বৎসর বয়স থেকে শুরু করে চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা। এই চিঠি-গুলিতে কবির প্রথম যৌবনের ভাবভাবনার ফেনিল উচ্ছলতা, দূরপ্রসারী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সর্ববাধা লঙ্ঘনকারী বিদ্রোহী চেতনা অল্পাধিক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্বে কবি মাদ্রাজ-প্রবাসী। কবি ব্যক্তিজীবনে এবং কাব্য-জীবনেও পঞ্চপাণ্ডবদের মত অজ্ঞাতবাসে পরিচিত লোকচক্ষুর অন্তরালে যেন প্রস্তুত হয়েছেন। ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবির প্রস্তুতি চলেছে। বহু ভাষা শিক্ষার মধ্যেও কি ভবিষ্যতের মহাকবি হবার অজানা সাধনা লক্ষ্য করা যায় না? ব্যক্তিজীবনেও কবি প্রশান্ত দাম্পত্যে পৌছান নি এখনও। এই পর্ব ধরে চলেছে তারও অনুসন্ধান ও অশান্ত আত্মবিক্ষোভ; অবশেষে এই পর্বের সমাপ্তিকালে হেনরিয়েটার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে কবি প্রত্যাশিত শান্তির দ্বারদেশে পৌছেছেন। কবিজীবনের এই 'বিরাট পর্বের' অনেকখানি পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের চিঠিগুলিতে মিলবে; যদিও সে পরিচয়

সম্পূর্ণ নয়, কবির অজ্ঞাতবাসকালীন অন্তরলোকের অনেক গোপন কথা অজ্ঞাতই থেকে গেল, এমন কি চিঠির ভাষায় একান্ত আপন বন্ধুজনের কাছেও তা প্রকাশ পেল না।

তৃতীয় অধ্যায়ের চিঠিগুলি কলকাতা থেকে লেখা। এই পর্যায় কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। প্রশান্ত জীবনযাত্রা, আর্থিক সঙ্কট থেকে সাময়িক মুক্তি এবং নাট্য ও কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্য ও সাফল্য এবং কবিরূপে দেশব্যাপী সুখ্যাতি—এই পর্বকে কবির জীবনে বিশিষ্টতম করে তুলেছে। এই পর্বের চিঠিগুলিতে সাহিত্যসমালোচনার প্রাধান্য ; কবির নিজের কাব্যগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ১৮৬২ সালে তিনি কলকাতা ত্যাগ করলেন। সৃষ্টির স্বর্ণযুগ সমাপ্ত হল, প্রশান্তির শুভ্র দিনগুলিও।

চতুর্থ অধ্যায়ের চিঠিগুলি য়ুরোপ থেকে লেখা। এদের মধ্যে কতকগুলি ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে এবং কতকগুলি লণ্ডন থেকে লেখা হয়েছিল। কবির জীবনের এই পর্বের অর্থক্লিষ্টতা এবং কাব্যজগৎ থেকে বিচ্যুতির বেদনা চিঠিগুলিকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। য়ুরোপে গমন কবির জীবনের অন্যতম চরম কামনা ছিল। সেই কামনার মোক্ষধামে কবি গিয়ে পৌঁছেছেন এই পর্যায়ে। কিন্তু কি লাভ হয়েছে? একদিকে চরম আর্থিক অনটন অন্যদিকে কাব্য-রচনা ক্ষমতার অবক্ষয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের পত্রগুলি কলকাতায় ফিরে আসার পরে লেখা। কবি মধুসূদন এখন নিঃশেষে অবসিত। এখন শুধু তাঁর স্মৃতিবাহী ব্যক্তির বেদনামথিত অস্তিত্ববহন। জীবনের শেষ ছয় বৎসরের পত্রাবলীর মধ্যে ট্রাজিক হাহাকার আরও গভীরভাবে ধ্বনিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বিমর্ষ করোটিহাস্য ব্যতীত অন্য কিছুর সন্ধান মেলে নি। মনে হয়, এ পর্বের আরও বহু চিঠি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা পাওয়া না যাওয়ায় কবি-পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

কবির পত্রাবলীকে এইভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায়—কলকাতায় (১৮৪১-৪৮)—বিদ্রোহী উচ্ছল যৌবন ;

দ্বিতীয় অধ্যায়—মাদ্রাজে (১৮৪৮-৫৬)—অজ্ঞাতবাস ;

তৃতীয় অধ্যায়—কলকাতায় (১৮৫৬-৬২)—সৃষ্টির মহাযজ্ঞে ;

চতুর্থ অধ্যায়—য়ুরোপে (১৮৬২-৬৭)—কামনার মোক্ষধামে; বেদনার দাবদাহে ;

পঞ্চম অধ্যায়—কলকাতায় (১৮৬৭-৭৩)—মহাপ্রস্থান।

তিন। চিঠিগুলিতে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। তাদের পরিচিতি চিঠিগুলির বক্তব্য এবং লেখকের মনের দিগন্ত বুঝবার পক্ষে প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া নানা তথ্যের পটভূমিটির সহায়তা ব্যতীত চিঠিগুলির তাৎপর্য বহু-স্থলেই অনুধাবন করা যাবে না। এই জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে পাদটীকায় প্রয়োজনীয় তথ্য-পরিচিত ও প্রসঙ্গাদির বিচার ও ব্যাখ্যান যুক্ত করা হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

যে পরিকল্পনায় পাঁচটি পর্বে কবির পত্রাবলী গ্রথিত করা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তার ব্যাখ্যা দিয়েছি। আসলে কবির জীবনের সঙ্গে চিঠিপত্রের পর্ববিভাগ সম্পর্কিত। কবির জীবনকাহিনী বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থে[৭] তাঁর জীবনের অধিকাংশ তথ্যই বিন্যস্ত হয়েছে এবং চরিতকার তাঁর উপলব্ধি ও বিশ্বাস অনুযায়ী কবিজীবনের একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। নগেন্দ্রনাথ সোমের গ্রন্থে[৮] নানা নূতন তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। এর পরে কবিজীবন সম্পর্কে অত্যন্ত মৌলিক এবং উল্লেখযোগ্য ভাষ্য রচনা করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী[৯]। মধুসূদনের কাব্যাদির সমালোচনা অনেকেই করেছেন, কিন্তু জীবনালোচনায় বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় নি। নগেন্দ্রনাথ সোমের পরে অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কিছু নূতন তথ্য সঙ্কলন করেছেন, তার গুরুত্বও অবশ্যস্বীকার্য।[১০] কবির জীবনের কতকগুলি অধ্যায় এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। তবুও প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে নূতন করে কবিজীবনী রচনার সময় এসে গিয়েছে একথা বলা চলে। এখানে আমাদের লক্ষ্য কবির পত্রাবলী। কিন্তু জীবনঘটনার সুস্পষ্ট পটভূমিতে পাঠ করলেই মাত্র পত্রাবলীর সম্যক তাৎপর্য প্রকাশ পেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে কবিজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হবে। সে পরিচয় তথ্যভিত্তিক হলেও তথ্য এর লক্ষ্য নয়, জীবনব্যাখ্যানই আমার অভিপ্রেত।

কবির জীবনকাহিনীর মধ্যে পাঁচটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির মত তার গঠন-সৌষ্ঠব দেখে বিস্মিত হতে হয়। অন্তরালে বসে কোন্ মহাশিল্পী এই জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছেন? কবির জীবনের এই পঞ্চপার্বিক ক্রমবিকাশ তাঁর চিঠিপত্রের সহায়তায় অনেকদূর পর্যন্ত অনুধাবন করা চলে।

কবিজীবনের প্রথমাঙ্কের পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

> "জন্মকাল হইতে ধর্মান্তরগ্রহণ, বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন ও সকলের অজ্ঞাতসারে মাদ্রাজে গমন তাঁহার জীবনের প্রথমাঙ্ক। প্রথম অঙ্কের প্রধান ঘটনা ধর্মান্তর গ্রহণ। শিক্ষা ও কালের হাওয়া তাঁহাকে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলিয়াছে, আবার এই ধর্মান্তরগ্রহণ তাঁহার জীবনকে দ্বিতীয় অঙ্ক ও শেষ পর্যন্ত চরম পরিণামের দিকে ঠেলিয়াছে। তারপরে সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে হঠাৎ মাদ্রাজে টানিয়া লইয়া গিয়া অদৃশ্য প্রযোজক তাঁহার জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কে কালো যবনিকাপাত ঘটাইয়াছে।"
>
> —[মাইকেল রচনাসম্ভার : ভূমিকা]

কবির প্রথম বয়সের পত্রগুলিতে তাঁর কলেজ পাঠকালীন মানসিক অবস্থা অনেকখানি ধরা পড়েছে, তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কথা আছে, বিশপস্ কলেজে পড়ার প্রসঙ্গও আছে। কবির মনোলোকের অনেকখানি চিত্র এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা পড়বে। এই পত্রগুলি পড়লে প্রথমেই মনে হবে কবির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন প্রতিফলন এর মধ্যে ধরা পড়ে নি। সেই সমস্যাটি খৃষ্টধর্মগ্রহণ। বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করে বসবাসের জন্য অকস্মাৎ মাদ্রাজগমনও সেকালের পক্ষে খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এ বিষয়েও কবির চিঠিগুলি নীরব। প্রথম পর্বের চিঠিগুলি বিশ্লেষণ করলে কবির অন্তর্জীবন এবং মনের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাকে সূত্রাকারে বিবৃত করা চলে।

এক। কবির চরিতকার কবির তরুণবয়সের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য চিঠিপত্রে ধরা পড়েছে তার মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন,

> "ডিস্‌রেলী যথার্থই বলিয়াছেন, 'মানুষ পূর্ণবয়সে যতই ভালবাসুন, বাল্যবন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। জীবনের কোন সুখ এমনভাবে হৃদয় পূর্ণ করে না; ঈর্ষা অথবা নৈরাশ্যের কোন যন্ত্রণা এমন নিষ্পেষক অথবা মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যবন্ধুতায় যে মধুরতা, যে আত্মবিসর্জ্জন, পরস্পরের প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনর্ম্মিলনে যে দ্রবীভাব, অপর কোন বয়সের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার

নয়।' বাল্যবন্ধুতার নৈরাশ্যে কত হৃদয় যে নিষ্পিষ্ট এবং কত আশা যে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্ধুতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড বায়রণ তাঁহার বাল্যবন্ধুতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "My school friendships were with me passions"[১১] এই প্রেমপিপাসু বালক বায়রণের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমপিপাসু বালক মধুসূদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচনা করিলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মধুসূদন পাঠদ্দশায় তাঁহার শৈশবসুহৃদ বাবু গৌরদাস বসাককে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন,...পাঠক তাঁহার বাল্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা, তাঁহার সাধারণ প্রকৃতি, সেই সঙ্গে তাঁহার ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহার অধ্যয়নাসক্তি উচ্চাভিলাষ, স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্দাম ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ, গুণ এই সকল পত্রে প্রতিভাত হইবে।"

—[যোগীন্দ্রনাথ বসু।]

দুই। কবির এই পর্বের পত্রাবলীতে তাঁর জীবনের দুটি কেন্দ্রীয় কামনাই (যাকে অধ্যাপক বিশী কবিজীবনের দুটি কেন্দ্র বলে ঠিক ভাবেই অভিহিত করেছেন) বীজাকারে দেখা দিয়েছে। প্রথম তারুণ্যের কবিতাগুলি নিয়ে তিনি অন্তরে অন্তরে বিশেষ গর্বিত ছিলেন। বিখ্যাত বিলাতী সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠানো থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যয় করে প্রেস থেকে প্রুফ কপি আনিয়ে গ্রন্থকার সাজবার ভঙ্গি, স্থানীয় পত্রিকায় কবিতা ছাপিয়ে বিশ্বের সেরা কবিদের সমকক্ষতার স্বপ্ন দেখা, বন্ধুকে ভবিষ্যতে নিজের জীবনী লেখার জন্য এখন থেকেই পরামর্শ দেওয়া শুধুমাত্র উচ্চাশাই নয়, স্থির বিশ্বাসের প্রকাশ বলেই মনে হয়। এর মধ্যে বালসুলভ অতিরেক আছে; কিন্তু শুধুমাত্র সেই অতিরেকের বলেই কি জীবনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে এমন একাগ্র ভাবনা সম্ভব? A. C. Bradly, কীট্‌সের পত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "With Keats, no doubt poetry and the hope of success in it were passions more glowing than we have reason to attribute to his contemporaries at the same time of life."

—[Oxford Lectures on Poetry]

কবি হিসেবে সাফল্যের পরে মধুসূদনের অমরত্বের কামনা খুবই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল, প্রথম তারুণ্যেও কবির পত্রে এর স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। কবির দ্বিতীয় কামনা-কেন্দ্র ইংলণ্ডগমনসংক্রান্ত। কবি সেই বয়সে কি এক বিচিত্র ও দুর্বোধ্য যুক্তিবলে ইংলণ্ডগমন এবং কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ এই দুটি সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়িত করে ফেলেছিলেন। "I am reading Tom Moore's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word! Oh! how should I like to see you writing my Life if I happen to be a great poet—which I am almost sure I shall be if I can go to England." (পত্র সংখ্যা ১৮)। কবি তমলুক গিয়েই সমুদ্রের নিকটতর বলে নিজেকে কল্পনা করেছেন, ইংলণ্ড যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, "I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for 'England's glorious shore." (পত্র সংখ্যা ১৬)।

এই দুই কামনা কখনও জড়িতভাবে কখনও বিপরীত প্রান্ত থেকে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনগতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

তিন। মতামতের স্বাতন্ত্র্য, প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অবিশ্বাস, নিজ ইচ্ছানুযায়ী সেই বয়স থেকেই জীবনপরিচালনার বাধাহীন স্বাধীনতা তাঁর চরিত্রের স্থায়ী সূত্রের ভিত্তি হিসেবেই তখন থেকে দেখা দিয়েছিল। ছাত্র হিসেবে তাঁর ঔজ্জ্বল্য, প্রবন্ধাদি লিখে পুরস্কার লাভ, ইংরেজী, লাতিন ভাষা ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে সাহিত্যে ব্যাপক অধ্যয়ন, আবার অন্যদিকে শিক্ষকের প্রতি সরব অশ্রদ্ধা, মদ্যপান প্রভৃতি কুঅভ্যাস জড়িয়ে তরুণ বয়সেই তাঁর চরিত্রে প্রতিভার বিপুলতার আভাস এনেছে। প্রতিভাকে সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথিত 'গোপালে'র ন্যায় তারা ভাল ছেলে নয়, তারা 'রাখালে'র মত খারাপ ছেলেও নয়। তারা সব ব্যাপারেই যেন সাধারণ দশজনের ঊর্ধ্বে। কবির বাল্যবন্ধু ও সহধ্যায়ী বঙ্কুবিহারী দত্ত লিখেছিলেন,..."Modhu was the Jupiter." গৌরদাস বসাকের ভাষাও অনুরূপ, ..."nevertheless he was undeniably the Jupiter among the bright stars of the college." তিনি মধুসূদনের ক্ষুদ্র কার্যকলাপ, পাগলামী, বালসুলভতা সব কিছুর মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়েছেন। "Modhu was a genius. Even his foibles and

eccentricities had a touch of romance, and a taste of 'the attic salt' that made them savoury and sweet." ভবিষ্যৎ গরুড়ের জন্ম সম্ভাবনায় আকাশ রক্তিমাভা ধারণ করেছে এই চিঠিগুলিতে তার প্রমাণ আছে।

চার। মধুসূদনের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার আলোচনায় এবার প্রবেশ করব। ২৭শে নভেম্বর (১৮৪২) মধ্যরাতে গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে (২১নং পত্র) কবি যে কথাগুলি বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। "It is the hour for writing love letters since all around, now, is love inspiring." কবির কোন প্রণয় পত্র আমাদের হাতে আসে নি। এ চিঠির মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে, তা কি নারীসম্পর্কহীন, শুধু হৃদয়ের মধ্যে অবগাহন? কবিজীবনীর সহায়তা এ বিষয়ে নিতে হবে। পত্রাবলীর এই নীরবতা বিস্ময়কর। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে মধুসূদনের প্রেমসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এমন সংবাদ পাওয়া যায়। 'মধুস্মৃতির' লেখক বলেছেন,

> "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকীনাম্নী রূপবতী বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুসূদন পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুসূদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুসূদনের বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন।"

কোন সূত্র থেকে নগেন্দ্রনাথ এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তা অবশ্য তিনি বলেন নি। কিন্তু এ ঘটনায় বিশ্বাস করার কারণ আছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুও কারও নামোল্লেখ না করে বলেছেন,

> "তাঁহার পরিচিতা কোন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।"

গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় খুব স্পষ্ট করে না লিখলেও যে ইঙ্গিত করেছেন তাতে মধুস্মৃতির লেখকের বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয়। মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের প্ররোচনাকে দায়ী করেছেন এবং একই সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ধর্মান্তরিত করায় রেভারেণ্ডের ভূমিকার কথাও বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জ্ঞানেন্দ্র-মোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করেন। অন্যত্র তিনি স্পষ্টই এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। নিজের পছন্দমত শিক্ষিত তরুণীর

পাণিগ্রহণের বাসনা কবির ছিল। কবি একেই মনে করতেন জীবনের আদর্শ।

> "He used always to tell me that he would rather die a Benedict than wed an 'illiterate, uneducated, unsympathetic' girl and in those days an educated female was a rara avis in our society, the one solitary exception being in the family of a native Christian Clergyman ; but his hopes in that quarter, if any, were nipped in the bud."

এই native Christian Clergyman" নিঃসন্দেহে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মধুসূদনের এই প্রথম প্রেমের কথা প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস বসাকের না জানার কথা নয়। তাঁর সাক্ষ্যই এ বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

পূর্বোক্ত চিঠির (পত্র সংখ্যা ২১) লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—(১) প্রণয়পত্র লিখবার কথা বলে চিঠিটি শুরু করা হয়েছে, (২) চিঠির মধ্যে গ্রাম্য একটি বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-ব্যবস্থার কথা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, (৩) তাঁর য়ুরোপ যাবার বাসনার কথাও জানিয়েছেন। তমলুক থেকে লেখা চিঠির মত এ আর শুধু স্বপ্ন নয়, বাস্তব নৈকট্যের সুর এর মধ্যে বেজেছে "Depend upon it—in the course of a year or two more, I must either be in England or cease 'to be' at all,—one of these must be done."

এই সূত্রগুলির সাহায্যে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের কারণটিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মধুসূদন যে কারণে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে জানা যেতে পারে।—

এক। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তরুণী দেবকীকে বিবাহ করবার ইচ্ছা (জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সাফল্য এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছে)।

দুই। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ইংলণ্ড গমন সহজতর ও দ্রুততর হবে এই আশা। এ বিষয়ে কবির দুটি চিঠির মন্তব্য পাশাপাশি পড়া যেতে পারে।—"Why should the hour that brought Mr. Dealtry here be stigmatised as inauspicious? Do you think that he persuaded me to embrace Christianity? You are

miserably, pitifully mistaken". (পত্র সংখ্যা ২৩)। "I am not going to England with Mr. Dealtry; my father won't allow that." (পত্র সংখ্যা ২৪)। কবি জোর দিয়ে তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ডিয়াল্টির প্ররোচনাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ কোন কার্য করেছেন একথা সচেতন ভাবে ভাবতেও তিনি আদৌ রাজী নন। এখানেই তাঁর আত্মম্ভরিতা, তাঁর তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ডিয়াল্টির ভূমিকা আছে, জীবনচরিতে তার তথ্যগত প্রমাণ আছে। উপরোক্ত মন্তব্য দুটির সাহায্যে বোঝা যায় ইংলণ্ডে যাবার সুবিধে হিসেবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বক্তব্য এ বিষয়ে অসম্পূর্ণ (কারণ নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রসঙ্গ তিনি সঙ্গত কারণেই গোপন করেছেন) হলেও প্রণিধানযোগ্য,

> "He called one day and introduced himself to me as a religious inquirer almost persuaded to be a Christian. After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely, greater than his desire of a voyage to England."

তিন। হিন্দুধর্মসংক্রান্ত কোন দৃঢ় সংস্কার তাঁর ছিল না। তাই মনের দিক থেকে কোন বিশেষ বাধাও তিনি অনুভব করেন নি।

কিন্তু মধুসূদন তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের এই মনোবাসনা অন্তত গৌরদাসকেও চিঠিতে জানাতে পারতেন, কেন জানালেন না সেটি প্রশ্নের বিষয়। প্রথমত, আমরা বাহিরের লোক যত স্পষ্ট করে কারণটি আজ বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি, কবির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে আমরা যাকে বুঝবার সুবিধের জন্য তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে বিভক্ত করে দেখেছি কবির মনে তারা সব মিশ্রিত আকারে জটিলতার সৃষ্টি করে বসেছিল। দ্বিতীয়ত, মধুসূদনের পিতা খুব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। কবি যদি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় না নিতেন পিতার লাঠিবাজিতে তাঁর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বাসনা বিলুপ্ত হত। তাই পূর্ব থেকে নিকটতম বন্ধুর কাছেও মনোভাব প্রকাশ করা তিনি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন নি। আর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য বন্ধুদের কাছে কৈফিয়ৎ

দেবার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না, তাঁর ব্যক্তিগত অহমিকার প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত।

মধুসূদন অকস্মাৎ কেন মাদ্রাজ চলে গেলেন জানা যায় না। গৌরদাসকে লেখা চিঠিতেও কবি তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করেন নি। যে দুটি কারণের কথা তাঁর জীবনীকার জানিয়েছেন তা পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না। এক। পিতা তাঁর উপরে বিরক্ত হয়ে মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দুই। ইংলণ্ড যাবার ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের কাছ থেকে কোন সাড়াই আর পাওয়া গেল না। নিঃসন্দেহে এ দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু পিতার কাছ থেকে অর্থসাহায্য না পেলে বা ইংলণ্ড-গমনের কামনা বিনষ্ট হলে অপরিচিত বন্ধুহীন সুদূর মাদ্রাজে চলে যেতে হবে কেন? এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পরে বিশপস কলেজে পাঠ কালেও কবির সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। গৌরদাস বসাক স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

> "While Modhu was at the Bishop's College, I used to see him every now and then. He was then in the congenial and charming company of the Revd. K.M. Banerjee and his wife and daughters, with all of whom he had been intimate before his conversion."

কৃষ্ণমোহন শেষ পর্যন্ত কি কারণে মধুসূদনকে কন্যা দান থেকে বিরত হলেন? নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে মধুসূদনের মদ্যাসক্তির অতিরেকই এর কারণ। প্রত্যক্ষ কারণ তা হতে পারে, কিন্তু মূল কারণ সম্ভবত অন্যত্র। কবির পিতার অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণমোহনের ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে পিতার সম্পত্তি থেকেও তিনি ভবিষ্যতে বঞ্চিত হবেন। কপর্দকহীন ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার বিবাহদানে তাঁর আপত্তি ঘটাও খুব স্বাভাবিক। আমার এই ধারণা একান্ত কাল্পনিক নাও হতে পারে। যাই-ই হোক পিতার অর্থসাহায্য বন্ধ, কৃষ্ণমোহনের প্রত্যাখ্যান এবং ইংলণ্ড-গমন সম্পর্কে চূড়ান্ত হতাশা প্রায় একই সময়ে কবিকে আহত করল। অন্য ঘটনার ফলে তাঁকে বাঙ্গলাদেশ পরিত্যাগ নাও করতে হতে পারত। জীবনে কখনও নীরবে পরাজয় স্বীকার করা কবির চরিত্রের কোথাও ছিল না। দেবকীকে লাভ না করতে পারার পরাজয় কলকাতার বন্ধুদের জানানো বা তারপরে তাদের সামনে মাথা উঁচু করে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তিনি অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন তিক্ত ও বেদনাদীর্ণ চিত্ত নিয়ে। পরের এক চিঠিতে সে সংবাদ কবি দিয়েছেন, "When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety." (পত্র সংখ্যা ৩৬)। মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কবির জীবনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটল।

কবির জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় কেটেছে মাদ্রাজ প্রবাসে। অধ্যাপক বিশী এই পর্বের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন,

> "ট্রাজেডির পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক নানা কারণে গৌণ, তাহার জলুস কম, তৃতীয় অঙ্কের দিকে ঘটনাবলীকে ঠেলিয়া দেওয়াই তাহার কাজ, নিজস্ব মহিমা তাহার অল্পই। এ সমস্ত লক্ষণই আছে তাঁহার মাদ্রাজ অবস্থান পর্বে। রীতিমত ইংরেজী কাব্য রচনা ও প্রকাশ, শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ, দারিদ্র্য, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় নূতন আগ্রহ প্রভৃতি উপাদান নাটকে তীব্রতর বেগ সঞ্চার করিয়াছে। এমন সময়ে অদৃশ্য প্রযোজক আবার হস্তক্ষেপ করিল। রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু ঘটিল, পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিদের হাত হইতে উদ্ধারের আশায় হঠাৎ তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। যেমন অতর্কিতে তিনি মাদ্রাজ চলিয়া গিয়াছিলেন; তেমনি অতর্কিতে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।"
>
> —[মাইকেল রচনা সম্ভার : ভূমিকা]

মাদ্রাজ থেকে কবির লিখিত চিঠির সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু এই পর্বের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়া এই চিঠিগুলিতে প্রতিফলিত। এই পর্বের চিঠিগুলিতে যে-সব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় (মধুসূদনের চরিত্রের কিছু পরিচয়ও এখানে প্রকাশ পেয়েছে) তা বিবৃত হল।

এক। জীবনের প্রথম অধ্যায়ের চিঠিতে প্রথম যৌবনের বস্তুহীন যে ভাবোচ্ছ্বাস ছিল তার মধ্যে ধনীর আদুরে দুলালের দায়িত্বহীন জীবনচর্চা ও ভোগপ্রাচুর্যের পরোক্ষ ছায়াপাত ঘটেছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চিঠিতেও কবির বন্ধুপ্রীতি বারংবার প্রকাশিত। কিন্তু তা তারল্যসর্বস্ব নয়। কবির মন যেন কঠিন বস্তুভূমিতে পদার্পণ করেছে। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ও দুঃখবরণের ছাপ উচ্ছ্বাসের ফেনাকে অনেকটা অন্তর্হিত করেছে। আবেগ আছে, কিন্তু তা সংহত হয়েছে।

দুই। কবি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য মাদ্রাজের এডভোকেট

জেনারেল নর্টন সাহেবকে উৎসর্গ করলেন (পত্র সংখ্যা ৩৭)। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, তাই কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কবির কাব্যটি যখন মাদ্রাজে Circulator পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করল, কবি Joseph Richard Nailor নামক তাঁর সহকর্মী শিক্ষককে এটি উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময়ে মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্মকর্তার নামে এটি উৎসর্গীকৃত হল। এর বীজ মধুসূদনের চরিত্রে পূর্বেই ছিল। একেবারে অনুরূপ ঘটনা প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জীবনে ঘটেছে। গৌরদাসকে বিলাতি মাসিকে প্রেরিত একটি কবিতা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন "I havn't dedicated them to you as I intended, but to William Wordsworth, the poet." (পত্র সংখ্যা ১১)। কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ করা কবিতাগুচ্ছ ব্লাকউড এডিনবরা রিভিউতে স্থান পেলেও পেতে পারে। জীবনের বাস্তব লাভালাভ বিবেচনা করে সাধারণ স্তরের মানুষেরা এরূপ ক্ষুদ্র আচরণ করতে পারেন, কিন্তু মধুসূদনের মত বীরত্বের সাধনা যাঁর সমগ্র জীবন ও কাব্যে, তাঁর চরিত্রের এই সামান্যতা আমাদের ব্যথিত করে। কবি বার্ণসের পত্রাবলীর সঙ্কলনের ভূমিকায় J. L. Robertson যে মন্তব্য করেছেন মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তা যথার্থ বলেই মনে হয়,

> "...his letters reveal more than his other writings the failings and frailties of the man."
>
> —[The letters of Robert Burns.].

তিন। মধুসূদনের বহুভাষার সাধনা এবং মাতৃভাষার প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ একই পত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। "Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a School boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?" (পত্র সংখ্যা ৪২)। বেথুনের অভিমত বা গৌরদাসের পুনঃপুনঃ অনুরোধ মাতৃভাষার প্রতি প্রকাশিত প্রীতির পশ্চাতে কিছু পরিমাণ সক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু কবি পূর্বেই গৌরদাসের কাছে মাদ্রাজ থেকে লেখা প্রথম চিঠিতে (৩৬নং) শ্রীরামপুর সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা ভুলতেই এককালে এঁরা চাইতেন।

না ভোলার এই সাধনার কি প্রয়োজন ছিল? গৃহে, কর্মস্থলে, সমাজে-মাদ্রাজে কোথাও তো বাংলা কথার স্থান ছিল না। সাহিত্য পাঠ—বিশ্বের বহু শ্রেষ্ঠ ভাষায়, সাহিত্য রচনা—তাও ইংরেজীতে। তবু কবির এ আকুতি কেন? আর ৪২নং পত্রের বক্তব্যের অর্থ কি? কবি নিজেও কি জানতেন এই বিচিত্র বিশ্বভাষার চর্চা কি করে তাঁরই মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে নবজীবনরসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করে তুলবে?

চার। পিতার মৃত্যু সংবাদে মধুসূদন একটিমাত্র বাক্যে সংযত অথচ গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন (পত্র সংখ্যা ৪৪)। ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে মূক হয়ে গিয়েছে। আবার নিজের কঠিন দারিদ্র্য বিষয়ে কবি কিছু গোপন করার চেষ্টা না করলেও প্রকাশভঙ্গিতে আভিজাত্যের পরিচয় রেখেছেন। নানা চিঠিতে এর চিহ্ন আছে।

পাঁচ। প্রথম প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে কবির উৎসাহ, মাদ্রাজের বুদ্ধিজীবী মহলের প্রশংসায় উল্লাস কবির চরিত্রের পরবর্তী পর্বের সাহিত্যচর্চার উল্লাস-উত্তেজনার পূর্বাভাস বহন করে। কিন্তু কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের নিরুৎসাহ তাঁকে নিরতিশয় ব্যথিত করেছিল। কবির প্রশংসালোলুপ চিত্ত অধরে উৎসাহের পানপাত্র গ্রহণে প্রস্তুত থাকলেও সমগ্র হৃদয় দিয়ে এই সৃষ্টিকার্যের জন্য গৌরব বোধ করতে পারে নি। এর সামান্যতা কি অচেতন মনে তাঁর জানা ছিল? তা না হলে এ কথাগুলি লিখে তিনি আত্মপ্রসাদ বোধ করতে পারতেন না,—"You seem to consider the 'Captive' a failure, but I don't. For look you, it has opened the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honour to know." (পত্র সংখ্যা ৪১)। বিশেষ করে নর্টনের সঙ্গে পরিচয় এবং চাকুরী প্রভৃতি সুবিধার কথা বলেছেন কবি। সাহিত্যিক অভিমান তীব্রতর হলে এ কথা তিনি বলতে সঙ্কুচিত হতেন। এই একটি ক্ষেত্রে তিনি কতদূর দৃঢ়চেতা এবং সর্ববিধ সন্ধিবিমুখ ছিলেন তার প্রমাণ আছে পরবর্তী পর্বে। সাহিত্য-চেতনার কাম্যলোক এখনও দূরে।

ছয়। মাদ্রাজ প্রবাসকালে মধুসূদনের জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর ঘটনা তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। তিনি নিজে খুব সংক্ষেপে এবং সংযমের সঙ্গে এই ঘটনা-চাঞ্চল্যের বর্ণনা দিয়েছেন, "Mrs. D. is of English Parentage. He was an indigo-planter of this

Presidency ; I have great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against this match." (পত্র সংখ্যা ৩৬)। বিজয়ীর কণ্ঠে তিনি উল্লাস প্রকাশ করেছেন, "...I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale." (ঐ)। কিন্তু সেনাপতি জীবনসংগ্রামের এই বিশেষ দিকেও (দাম্পত্যজীবনের প্রশ্নে) বিজয়ীর বেশে ঝঞ্ঝা-উত্তীর্ণ শান্ত বন্দরের আশ্রয় পায় নি। কিছুকাল আশ্রয়ের ভ্রান্তি জন্মেছিল এই মাত্র। মধুসূদন-রেবেকার দাম্পত্যজীবনে শান্তি কি পরিমাণ ছিল বলা কঠিন। তাঁর চিঠিপত্রে কোন সিদ্ধান্ত করার মত প্রমাণ বা ইঙ্গিতও মেলে না। কিন্তু কবি তৃপ্ত ছিলেন না। কবির অন্তরে শান্তির যে কেন্দ্রটি ছিল তার আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত জীবনে প্রবল উত্তেজনা ও শৃঙ্খলাহীন চাঞ্চল্য প্রতিনিয়ত তরঙ্গিত হচ্ছিল। তিনি হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁকে পেতে চাইলেন। মধুসূদনের সঙ্গে হেনরিয়েটার আইনত ও ধর্মসঙ্গত বিবাহ হয়েছিল কিনা এ-বিষয়ে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নূতন কথা শোনাতে চেয়েছেন। রেবেকার সঙ্গে কবির নিয়মমত বিবাহবিচ্ছেদ যেমন ঘটে নি। তেমনি হেনরিয়েটার সঙ্গেও কবির আইনানুমোদিত বা ধর্মানুমোদিত বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। তাঁর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তা আমাদের আলোচ্য নয়। কবির চিঠিপত্র এ-বিষয়ে বিস্ময়কর নীরবতা অবলম্বন করেছে। ১৮৫৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর তিনি গৌরদাসকে লিখেছেন,"...I have a fine English wife and four children. (পত্র সংখ্যা ৪৪)। ১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি কলকাতায় পৌছলেন। অর্থাৎ ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসের শেষদিকে তিনি মাদ্রাজ থেকে জাহাজে উঠেছেন। ১৮৫৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৫৬ সালের জানুয়ারীর শেষভাগের (অর্থাৎ তাঁর রওয়ানা হবার তারিখের) মধ্যে রেবেকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে, হেনরিয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে [১২]। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ এবং নূতন বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়। ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে কবি কলকাতা রওয়ানা হবার সঙ্কল্প করেছিলেন (পত্র ৪৪ নং)। ষ্টীমারে তিনি 'মিঃ হোল্ট' নামে পরিচিত ছিলেন (পত্র সংখ্যা ৪৫), সম্ভবত ঐ নামেই তাঁর আসন সংরক্ষণ করা ছিল। এই দুটি ঘটনায় মনে হয় কবির জীবনে কিছু দুর্যোগ এসেছিল এবং পরিচয় গোপন করার প্রয়োজন

হয়েছিল। ঘটনাটির প্রকৃত স্বরূপ কি জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু জীবনের যে গুরুতর পরিবর্তনটি ঘটল, অর্থাৎ রেবেকা কোথায় হারিয়ে গেল, সেখানে এল হেনরিয়েটা—তা সর্বজ্ঞাত। কবির চরিত্রে কামনার প্রবলতা, নীতিজ্ঞানকে অনায়াসে অবহেলা করবার মত দৃঢ় উচ্ছৃঙ্খলতা কত প্রবল ছিল এই ঘটনা তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মধুসূদনের চরিত্র ইন্দ্রিয়লোলুপ ছিল না। কিন্তু কামনার লক্ষ্য নারীর জন্য তিনি একবার ধর্মত্যাগ করেছেন, অন্যবার করেছেন পত্নীত্যাগ।

কিন্তু হেনরিয়েটায় এসে কবি চরম প্রশান্তি লাভ করলেন কি করে? এ কি শুধুমাত্র হেনরিয়েটার সত্যকার চরিত্রগুণ, না তাঁর মধ্যে কবির সত্যকার দোসর খুঁজে পাবার ফল? হেনরিয়েটার শান্ত স্বভাবের কথা সকলেই বলেছেন, কবিও পত্নীকে উদ্দেশ্য করে সনেটটিতে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। কবিচিত্তের ইন্দ্রিয়কামনামূলক তীব্র অস্থৈর্য প্রকৃত পক্ষে জীবনের তৃতীয় পর্বে এসে জীবনের নূতন মূল্য আবিষ্কারের ফলে অকস্মাৎ প্রশান্তি লাভ করল। এর কারণ আমরা পরে অনুসন্ধান করব।

কবি মাদ্রাজ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুচল সেই অজ্ঞাতবাস যেখানে নিজে জেনে এবং না জেনে ভবিষ্যৎ কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কবি প্রস্তুত হয়েছিলেন; কবির ব্যক্তিগত প্রেমজীবনেরও বহু গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা এই পর্বে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে (কলকাতার পরিচিত জনসমাজের অজ্ঞাতে) সংঘটিত হল। তারা অজ্ঞাতই থেকে গেল।

তৃতীয় অধ্যায় মধুসূদনের জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব। সৃষ্টির মহাযজ্ঞে তিনি উৎসবমত্ত। কবির এই পর্বের চিঠিগুলি প্রধানত সাহিত্যবিষয়ক—সাধারণভাবে সাহিত্য সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ এবং বিশেষভাবে নিজসৃষ্ট রচনাবলী সম্পর্কিত মন্তব্যে চিঠিগুলি পুর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনের অন্য কথা এই পর্বের চিঠিপত্রে বড় স্থান পায় নি। কবি অন্তরে অন্তরে নিজেকে সব কিছু থেকে সংহরণ করে নিয়ে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছেন। অন্য যে সব প্রসঙ্গের উল্লেখ এই পর্বের চিঠিপত্রে আছে তা যেমন অকিঞ্চিৎকর তেমনি একান্ত গৌণ। এ দেখে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত করা যায়, কবিচিত্ত এই পর্বে এসে একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত হয়েছে। বাহিরের বিচিত্রমুখী উত্তেজনার প্রগলভতাকে সংহত ও ঘনীভূত করে সাহিত্যজিজ্ঞাসার তীর্থে পোঁছে গিয়েছেন কবি। এই সংযম ব্যতীত কোন মহাকর্ম সাধন সম্ভব নয়।

মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিতীয় পর্বে যে অসংযত অধৈর্য, ঘটনা তথা মানসউত্তেজনা গুরুতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় পর্বে তার অবসান ঘটেছে। এবং কবি সাহিত্যসৃষ্টির মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছেন। জীবনে ও কর্মে প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গোদ্বেলতা মধুসূদনের ব্যক্তিস্বভাবের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষণ। কিন্তু যতবড় প্রতিভাবানই তিনি হোন না কেন সৃষ্টির সোনার ফসল ফলাতে হলে সংযমের কেন্দ্রে চিত্তকে স্থির করা চাই। প্রবৃত্তির উদ্বেলতাকে সৃষ্ট চরিত্রে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি। স্রষ্টা আপনাকে বাঁধতে পেরেছেন কঠিন সংযমে। যে ব্যক্তির প্রেমবাসনা যেরূপ দ্রুততায় দেবকী সংক্রান্ত বিফলতা থেকে রেবেকাতে সাফল্য পেয়েছে এবং আবার সে সাফল্যের প্রাত্যহিককে অস্বীকার করে হেনরিয়েটাকে আশ্রয় করেছে তা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে তৃতীয় পর্বে এসে।[১৩] কবি তাঁর ভাবমোক্ষণের উপযুক্ত স্থান পেয়েছেন কাব্যের রাজ্যে—সৃষ্টির প্রাচুর্যে। সৃষ্টির উত্তেজনায় তিনি মগ্ন হলেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী খুঁজতে বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন, বিশ্বকাব্য মন্থন করতে লাগলেন, করলেন অসাধ্য সাধন। জীবন থেকে সব উত্তেজনা বিদায় নিল। এমন কি কাব্যসৃষ্টির কালে তাঁর মত মদ্যাসক্ত লোক মদ্যপান থেকে বিরত থাকলেন। মেঘনাদবধ রচনাকালে রাজনারায়ণকে এক পত্রে (৫৯নং) কবি বলেন, "Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry; for if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a wild thing as a glass of rosy sherry or beer." অর্থসংক্রান্ত প্রশ্নেও তিনি তাঁর কামনার অতিরেককে কোন এক (তাঁর নিজেরও) অজ্ঞাত মন্ত্রবলে এই কালপর্বে খর্ব করে রেখেছিলেন। গৌরদাসকে তিনি লিখেছেন, "You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view my mind is quite at rest just now; our noble friends—noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money." (পত্র ৫৪ নং)। পরবর্তী জীবনে মানসিক

দেড়হাজার টাকা বেতন পেয়েও তাঁর এই মনোভাব (অর্থসংক্রান্ত নিশ্চিন্ততা) ফিরে আসে নি।

কবির পত্রগুলি সাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাবের ভিন্নতা চমৎকার ভাবে নির্দেশ করে। সাহিত্যে নূতন ভাব ও রূপকল্পের প্রবর্তনায় কবি ছিলেন দ্বিধাহীন। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি নাট্যশালার প্রভাবশীল ব্যক্তিদের প্রতি নির্ভরশীলতা দেখিয়েছেন। তিনি নাটকের ভাষার ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় তাতে হাত দেন নি। কৃষ্ণকুমারীর অংশ প্রয়োজন মত বদলে নেবার জন্য কেশববাবু এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে অনুরোধও করেছিলেন। মধুসূদনের মত ব্যক্তির পক্ষে এই দীনভাব বিস্ময়কর। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভাবে নাটকীয় প্রতিভা কিভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তাঁর নিদর্শন এখানে মিলবে। তাঁর নাট্য-বিষয়ক পত্রাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেন নাট্যসাহিত্যে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন নি, কি তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সে-সব রহস্য[১৪] জানবার একমাত্র উপায় এই চিঠিগুলি।

মধুসূদনের কবিজীবনের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কালপর্ব। কিন্তু এরই মধ্যে কবি যেন আপন কবিজীবনের স্বল্পস্থায়িত্ব মনে মনে অনুভব করেছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে নিজেকে উপমিত করেছিলেন ধূমকেতুর সঙ্গে। কবি এই পর্বের শেষে যখন য়ুরোপ যাবার মনস্থ করেছিলেন তখন যেন আসন্ন ভবিষ্যতে আপনার কাব্যসৃজনক্ষমতার নিশ্চিন্ত অবসান মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। সৃষ্টিক্ষমতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে সেই অনুভূতি নাটকের ক্লাইম্যাক্সে চরম ট্রাজেডির ছায়াপাতের কথা মনে আনে।"...I suppose my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse! ...No more Modhu the 'কবি', old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple, Barrister-at-law !! Ha !! Ha !!" (পত্র সংখ্যা ৭৪)। এই অট্টহাস্যে (এবং আর্তক্রন্দনে) মধুসূদন কাব্যজীবন থেকে বিদায় নিলেন। চতুর্দশপদীর কবিতাগুচ্ছ সেই বিদায় পথের পদচিহ্ন।

চতুর্থ পর্বের সূচনায় পূর্ব পর্বের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। কবি কাব্য-জগৎ থেকে স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন বরণ করেছেন। এতদিন যে সংযমের

ভিত্তিতে অবিচল ছিলেন কবি তাতে ভাঙন ধরেছে। কবির এই সময়কার মানস-পরিস্থিতি বুঝবার ব্যাপারে একমাত্র পত্রাবলীর সাহায্যেই কতকাংশে সাফল্য লাভ সম্ভব। কবি যখন প্রতিষ্ঠার শীর্ষে, প্রতিভার বহুবিচিত্র বিচ্ছুরণে যখন বাংলাদেশের সাহিত্যাকাশ ভাস্বর তখনই কি ভাবে তাঁর অন্তরের গভীরে ভবিষ্যতের কাব্যসৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব অনুভব করলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। তৃতীয় পর্বের প্রসঙ্গে তার পরিচয় আমরা গ্রহণ করেছি। চতুর্থ পর্বে সেই অস্পষ্ট অনুভূতি বাস্তবের তীব্রতা নিয়ে দেখা দিল।

চতুর্থ পর্বের পত্রগুলির বেশির ভাগ কবির দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার সংবাদে পূর্ণ। এই চিঠিগুলি বিদ্যাসাগরকে লেখা। এদের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতি কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং বিদ্যাসাগরের পরুষ মূর্তি এদের মধ্যে যেভাবে প্রতিবিম্বিত তার পরিচয় আমরা এ আলোচনারই অন্যত্র নিয়েছি। এই পত্রগুলির মধ্য থেকে কবির মন এবং চরিত্রের যে বিশিষ্টতার সাক্ষাৎ লাভ করি তা হল—

এক। বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে কবির বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি চিত্তচর্চায় ও কাব্যসাধনায় প্রবৃত্তি মার্গের পথিক। সে পথ ঝঞ্ঝাসঙ্কুল এবং বীর্যবানের কাছেই মাত্র উন্মুক্ত। শুধুমাত্র ভাব ও মননের দিক থেকেই তিনি একে গ্রহণ করেন নি। বাস্তব জীবনেও তিনি এই আদর্শের অনুসরণ করতেন। সতর্ক লোক্ তিনি হয়ত খুব ছিলেন না। আয় এবং ব্যয়ে ক্ষুদ্রতাকে তিনি সমভাবে ঘৃণা করতেন। কিন্তু এই সমুন্নত চিত্তের সঙ্গে পার্থিব বস্তুবিষয়ক যে ঔদাসীন্য সচরাচর জড়িত থাকে তা তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি নিজেও জমি-জমার বিলিবন্দোবস্ত, অর্থাদিসংক্রান্ত হিসাবপত্র ব্যাপারে যে দক্ষ ছিলেন পত্রাবলীতে তার প্রমাণ আছে। এবিষয়ে তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধি হয়ত আরও বাস্তবমুখী ছিল (পত্র সংখ্যা ৯৭),[১৫] কিন্তু কবিও সংসার ব্যাপারে একান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

দুই। য়ুরোপে গিয়ে কবি অর্থাভাবে যে অসুবিধায় পড়েছিলেন, যেসব গ্লানিকর অবস্থার মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছিল, বিবিধ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণে তাঁকে যে অবমাননার তীব্র-জ্বালা অনুভব করতে হয়েছিল তার পরিচয় পত্রগুচ্ছে আছে। কিন্তু ভীষ্ম-অপমান-শয্যা তাঁকে ক্ষুদ্রতায় অবনমিত করতে পারে নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং চরিত্রবীর্যের চিহ্ন এর মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। ট্রাজিক নায়কের মত তার অবক্ষয়মুখী মহিমা, শুধুমাত্র করুণা বা সহানুভূতি সেখানে

স্তম্ভিত হয়ে যায়। লক্ষণীয়; কবি বিদ্যাসাগরের কাছেই মাত্র সাহায্যের ভিখারী হয়েছেন। বিস্ময়কর ভাবে নীরব থেকেছেন মনোমোহন ঘোষের কাছে, এমন কি প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে একটি চিঠিতে আর্থিক দুর্যোগের সংবাদ জানালেও, কাতর ক্রন্দন সেখানে ধ্বনিত হয় নি।

তিন। কবি প্রত্যক্ষভাবে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরবার বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন (পত্র সংখ্যা ৯৪), ঋণের দায়ে ফরাসী জেলে বন্দী হবার আশঙ্কায় আর্ত হয়ে উঠেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা বহু সংখ্যক পত্রে ঐ কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রগুচ্ছে কবি-জীবনের ট্রাজেডি সামগ্রিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। সে জন্য অবশ্য মনে করবার কারণ নেই যে এই দুঃখ কবির পার্থিব জীবনের বেদনা মাত্র, গভীরতর সত্তার সঙ্গে এর সম্পর্কমাত্র নেই। মধুসূদনের জীবনে অর্থের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিবৃত্তি মার্গের সাধক নন। জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করতে চেয়েছেন। অর্থ সে ক্ষেত্রে প্রধানতম উপকরণ তাঁর কাছে। বছরে চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার করার কামনা তিনি করেছেন। ইংলণ্ড গমন, ব্যারিষ্টারী পাশ এবং প্রভূত অর্থোপার্জন তাঁর কাছে একই সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছিল। ইংলণ্ড গমন এবং মহাকবি হবার মত দুটি একান্ত সম্পর্কহীন বিষয়কে প্রথম তারুণ্যে দুর্বোধ্য এক যুক্তিবলে তিনি একবৃন্তে বিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড আগমনের পূর্বেই তিনি মহাকবি হিসেবে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর ইংলণ্ড আগমনের পিছনে খুব স্পষ্ট কারণ ব্যারিষ্টার হওয়া। তার পিছনে আবার উঁকি দিচ্ছে প্রভূত অর্থোপার্জনের আশা। প্রত্যক্ষভাবে ব্যারিষ্টার হবার উদ্দেশ্য থাকলেও আসল লক্ষ্য অর্থের উপরে অধিকার স্থাপন। আর ইংলণ্ড গমনের একটা নিজস্ব আনন্দ তো আছেই। কবির কাছে কামনার স্বর্গলোক এই য়ুরোপ। কিন্তু য়ুরোপে এসে দারিদ্র্যের যে ভীষণ অভিজ্ঞতা কবির জীবনে এল তা একটা তীব্র দুঃখের অভিজ্ঞতা মাত্র নয়, কবির কাম্যলোকের ভিত্তিকে তা নাড়িয়ে দিল। অর্থের এই নিদারুণ অভাব তাঁর কাছে জীবনাদর্শের চরম বিনষ্টির সমতুল্য। কবি এক পত্রে লিখেছেন,—"I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together." (পত্র সংখ্যা ১২১)। এর চেয়ে চিত্তদীর্ণকারী তীব্র আর্তনাদ মধুসূদনের পক্ষে আর কি হতে পারে? বিপর্যস্ত নায়কের অবশ্য এখনও ভাঙেনি আশার স্বপ্ন, "I wish to leave my

children behind, they being to go backwards and forwards and I want them to be thoroughly Europeanised." (পত্র সংখ্যা ৯৯)। এই দুটি পত্রাংশ মিলিয়ে পড়লেই কবির আশাভঙ্গের তীব্রতা, তথা জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ ধ্বংসের জন্য আর্তনাদ অনুভব করা যায়।

চার। কবি এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও আপন মহিমাকে নিঃশেষিত হতে দেন নি, এ কথা আগেই বলেছি। ভগ্নপ্রায়, লতাগুল্মাচ্ছাদিত হয়েও এই ব্যক্তিত্বের জয়স্তম্ভ পত্রগুচ্ছের সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। বিদ্যাসাগরের কাছে আপনার চরম অর্থকষ্ট এবং অন্নের জন্য ফরাসী কারাগার এড়িয়ে যাবার কাহিনী যে পত্রে বিবৃত করেছেন তারই অন্যত্র আছে, "Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of languages,—if not Spanish and Portugese before I leave Europe." (পত্র সংখ্যা ৯৩)। কবির এ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি, পরবর্তী চিঠিগুলিতে তার প্রমাণও আছে।

পাঁচ। কবির পত্রগুলিতে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মিত্র এবং কদাচিৎ দিগম্বর মিত্র সম্বন্ধে কটূক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও কখনও তীব্র ক্রোধকে যথোচিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ভদ্রতার মুখোস রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিদ্যাসাগর এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কবি কিন্তু চিত্তোত্তাপকে কিছুমাত্র প্রশমিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[১৩] আবার বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও কবির সমগ্র প্রাণ আবেগাপ্লুত। মধুসূদনের হৃদয় শোকে আনন্দে প্রীতিতে ঘৃণায় ও ক্রোধে তরঙ্গিত হয় প্রবলভাবে, মরুভূমির মত অনুভূতির তারল্যকে আত্মসাৎ করে ফেলে না।

ছয়। বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থাভাব ব্যতীত ক্বচিৎ অন্য কিছু কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা কবি করেছেন। পূর্বে সে বিষয়ে আলোচনা আমরা করেছি। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে যেন আপন অর্থাভাবের একঘেয়ে বর্ণনার মধ্যে স্বরের ও বিষয়ের পরিবর্তনের ক্লিষ্ট চেষ্টামাত্র আছে, স্বচ্ছন্দ পদচারণা নেই। ইংলণ্ডের প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করে তীব্র শীতকষ্টের কথা বারবার বলেছেন, রমণীয়তার কথা তো একবারও আসে নি। অথচ সারা বছর ঘুরেই তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখেছেন। যে ইংলণ্ডের তীরভূমির জন্য তিনি

আকৈশোর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তা আজ কবির কাছে তীব্র শীতের মতই মর্মান্তিক পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

কবি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ইংলণ্ডের তুলনায় ফরাসীদেশের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন, এই চিঠিগুলি একটু সতর্কভাবে অনুসরণ করলে তা বোঝা যায়। সাধারণভাবে য়ুরোপের প্রতি অবিশ্বাসকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বের সঙ্গে এ বিশ্বাস জড়িত। কবির নব জীবনাদর্শ ও যুগচেতনার সঙ্গে এই প্রত্যয় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু য়ুরোপ তাঁকে কঠিন আঘাত দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কবির লক্ষ্য ইংলণ্ড থেকে ফরাসীদেশে স্থান পরিবর্তন করেছে। ইংলণ্ডে আছে গ্রেস ইন্—সেখানে ঋণের দায়ে পড়া বন্ধ, এর শীত কবির কাছে অসহ্য, এখানে দ্রব্যমূল্য তাঁর কাছে মনে হয়েছে আকাশস্পর্শী। ফরাসী দেশে গিয়ে বাস্তবের আঘাতকে এড়িয়ে গিয়েছেন। দারিদ্র্যকে এড়ানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু পরিচিত সমাজে অবস্থানের লজ্জা থেকে দূরে থাকতে পেরেছেন।

মনোমোহন ঘোষের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে কবি হাল্কা হতে চেয়েছেন। তার মনে সমকালীন জীবন যে গুরুতর ভার এবং বেদনা চাপিয়ে দিয়েছিল তাতে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিগুলি ভারাক্রান্ত। মনোমোহন ঘোষকে লেখা চিঠিতে ভার নেই, দায়িত্বের কথা নেই। হ্যাম্পটন কোর্ট ভ্রমণের কথা আছে, কিউয়ের রাজোদ্যানের বর্ণনা আছে, ফরাসী সম্রাটকে দেখে উচ্চকণ্ঠ উল্লাস প্রকাশের সংবাদ আছে আর জার্মান সাহিত্যরাজ্যে বিচরণের আনন্দও কচিৎ প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাভাবের গ্লানি থেকে পলায়নকামী চিত্ত এখানে ধরা পড়েছে।

গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলি পলায়নকামী নয়, যদিও, অর্থাভাব প্রসঙ্গ একটি পত্রে স্থান পেয়েছে মাত্র, প্রাধান্য পায় নি। ১০২ নং চিঠিটি আকারে দীর্ঘ কিন্তু কবি অর্থক্লিষ্টতার সংবাদটিকে যেন সম্পূর্ণ গোপন করে গিয়েছেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে। গৌরদাসকে কিন্তু লিখেছেন, "I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that it is not to be regretted at all. I wish I would live here all the days of my life..."। এই বিলম্বের কারণ যে অর্থাভাব তাও গৌরদাসকে

জানান নি। কিন্তু ১১০ নং চিঠিতে তিনি মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার, তাঁর নিদারুণ দুরবস্থা, বিদ্যাসাগরের সাহায্যে আংশিক বিপন্মুক্তির কথা প্রকাশ করেছেন। তবে বারংবার গৌরদাসকে এ বিষয়ে জানান তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। কারণ গৌরদাসের পক্ষে তাঁকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে কবিআত্মা সমগ্রত আত্মপ্রকাশ করেছে। কবিপ্রাণের ট্রাজেডির যে সুর বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে দেখা গিয়েছে এখানে তা তীব্রতর হাহাকার তুলেছে।

প্রথমত, কঠিন অর্থাভাবের প্রতিক্রিয়া বারবার ধরা পড়েছে কবির কথায় (পত্র সংখ্যা ১১০) [১৭]। কবির কাছে দারিদ্র্যই তাঁর কাব্যচর্চার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার সংবাদ দিয়ে বন্ধুকে তিনি বলেছেন, "Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such as us, owing to early defective education[১৮] know little of it, and have learnt to despise, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but as we know, I have not sufficient means to lead a literary life..."। ঐ একই চিঠির অন্যত্র তিনি বলেছেন, "Make money, my boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done." (পত্র সংখ্যা ১১০)। য়ুরোপে প্রবাসকালীন অর্থাভাবের ভয়ানক রূপ তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবি যে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না তাঁর প্রধানতম কারণ অর্থাভাব নয়। দারিদ্র্য একটা সাধারণ ব্যাপার। মধুসূদনের দারিদ্র্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ তথা চরিত্রের ফলশ্রুতি। তিনি সামান্যে তুষ্ট থাকেন নি। রাজকীয় জীবনসম্ভোগ কামনায় তাঁর চিত্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। কিছুকালের জন্য বহির্গামী মনকে সংযমে বেঁধেছিলেন, সৃষ্টির ফসলে তা ধন্য হয়েছে। সেই সংযম- কেন্দ্র বিচ্যুত হয়েছে কবির য়ুরোপ আগমনে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও অর্থসম্পদের

স্বর্ণলঙ্কায় কাব্যযশের সিংহাসনে আসন পেতে চেয়েছেন। কাব্যযশ এসেছে ভাগ্যে অর্থসম্পদ জোটে নি। এই মানসদ্বন্দ্বে কবিচিত্ত অবক্ষয়িত। যতদিন দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ থাকতে পেরেছিলেন ততদিনই মাত্র সৃষ্টি, সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, কবি নিশ্চিন্তভাবে অনুভব করতে পারছেন যে তাঁর কাব্য-সৃষ্টি ক্ষমতার অবসান ঘটেছে—"I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again." (পত্র সংখ্যা ১০২)। ক্ষুদ্র একটি সংবাদের মত মনে হলেও আসলে এক বিরাট প্রাণশক্তিপূর্ণ কবি-ব্যক্তিত্বের নিঃসংশয়িত অবসানের উপলব্ধি এই কথাগুলিকে ট্রাজিক হাহাকারের মহিমা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের কাছে লিখিত চিঠিতে কবিত্ব-শক্তির অপচয়জনিত বেদনা প্রকাশিত হয় নি।

তৃতীয়ত, কবির অর্থাকাঙ্ক্ষা এবং য়ুরোপীয় জীবনযাত্রাকে আয়ত্ত করার পিছনকার যে মূল মনোভাব (যাকে বলা যেতে পারে কবির ভোগমার্গের জীবনাদর্শ) গৌরদাসের কাছে খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সুতীব্র আবেগের স্পর্শে এই অংশটি কাব্যিক সৌন্দর্য নিয়ে কবির চিঠিতে আত্ম-প্রকাশ করেছে—"This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of ; I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India." (পত্র সংখ্যা ১০২)। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে শুধু সাহিত্যিক আদর্শের মধ্য দিয়ে নয়, জীবনাদর্শের মধ্যেও কবি গ্রহণ

করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় চিন্তা ও মনোভাবে যে বৈরাগ্য, ভোগমুক্ত নিবৃত্তিপ্রধান হয়ে উঠেছিল নবযুগ নিয়ে এল তার বিরুদ্ধে এক উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ। জীবনকে ভালবাসা, ও পার্থিব ভোগবাসনাকে মূল্য দেওয়া জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে গণ্য হতে লাগল। আমাদের পরাধীন দেশে এই জীবনাদর্শ চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের কাছে য়ুরোপ ছিল সেই কামনার মোক্ষধাম। এই কামনা যুগসত্যজাত। যুগ-জীবনকে কবি ব্যক্তিকামনার সঙ্গে যে ভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কবির জীবনের পঞ্চম পর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক বিশী বলেছেন,—

> "মধুসূদনের অনায়ত্ত আর কিছুই নাই। মহাকাব্যও রচিত হইয়াছে, ব্যারিষ্টারও তিনি হইয়াছেন। তবে কেন এমন ট্রাজেডি? এ দুটি কাম্যবস্তু আয়ত্ত করিতে যে ঋণ (একাধিক অর্থে আর্থিক ঋণ তন্মধ্যে মুখ্য নয়) তাঁহাকে করিতে হইয়াছে এবার তাহা শুধিবার পালা। সেই ঋণের দায়ে সর্বস্ব (আর্থিক অর্থে শুধু নয়, এমন কি অর্থটা মুখ্যও নয়) বিকাইয়া গিয়া ট্রাজেডির নায়কের পতন ঘটিল। সাফল্যের এমন নিষ্ফলতা একান্ত দুর্লভ। অদৃষ্টের কি নিদারুণ irony! মানুষের জীবন যে এমন গ্রীক ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"

কবির এই পর্বের চিঠিগুলিতে এই প্রচণ্ড হাহাকার মুদ্রিত নেই। তবে মহাপ্রস্থানের পরোক্ষ চিহ্ন অনেক ছড়িয়ে আছে।

এক। প্রথমেই চিঠির সংখ্যাল্পতা এবং আকৃতিগত ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জে, রবার্টসন বার্ণসের চিঠির অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,

> "There is a sad falling off in Burns's ordinary correspondence in the last three years of his life. The amount of it scarcely touches twenty letters per year. ...Burns was loosing hope and health...."
>
> —[The Letters of Roburt Burns.]

কবির যেন সমস্ত কর্মের সমাপ্তি ঘটেছে। চিঠি লেখার আর তেমন উৎসাহ নেই। দীর্ঘ পত্র লিখবার বাসনাও নেই।

দুই। মাদ্রাজ প্রবাসকালীন পত্রের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। কিন্তু পত্রের দৈর্ঘ্য ছিল, আলোচ্য বিষয়ের অভাব ঘটে নি। এ পর্বের দু তিনটি চিঠি ছাড়া অন্যগুলিতে দু-একটি ছোটখাট সংবাদ আদান-প্রদানই মাত্র করা হয়েছে। কবির হাইকোর্টে প্রবেশের প্রশ্নে যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছিল একটি চিঠিতে (১২৪নং) সে প্রসঙ্গে সামান্য উত্তেজনার ভাব আছে। অন্যগুলি স্তিমিতপ্রাণ প্রাত্যহিকতার চিহ্নবাহী। একটি চিঠিতে কবি যেন এই পর্বের মূল সুরটির উল্লেখ করেছেন, "I have scarcely any news to give you. We are very dull here, tho' I have nothing to complain of the goddess whom poets have called 'Fickle." (পত্র ১৪০নং)। জীবনের সব কাজই যেন হয়ে গিয়েছে বলে কবির মনে হচ্ছে। গৌরদাসকে লেখা চিঠির মধ্যেও সেই উত্তাপ নেই যা এমন কি চতুর্থ পর্বের পত্রেও আমরা দেখেছি। কবির জীবনের একটি মূল প্রত্যয় মুক্ত-প্রাণের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য। প্রথম পর্বে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বা অপরিচিত মাদ্রাজ গমনে তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় পর্বে বর্ণাভিমানী ইংরেজ আত্মীয়দের পরাভূত করে রেবেকাকে বিবাহ করায় বা রেবেকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের অব্যবহিত পরে হেনরিয়েটাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করায় উত্তেজনা তীব্রতর হয়েছে। তৃতীয় পর্বে ঘটনাগত উত্তেজনার স্থানে সৃষ্টির আবেগে কবি মত্ত। সে সৃষ্টিও শান্তিবারি বর্ষণ নয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার—অন্তরে তার শিল্পগত যে সংযমই থাক না কেন। চতুর্থ পর্বে চরম দারিদ্র্য-দুঃখবহনে সমগ্র সত্তা তরঙ্গিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম পর্বে দারিদ্র্য আছে সেই সংগ্রাম নেই, সেই উচ্চকণ্ঠ আর্তনাদ নেই। ধীরে আত্মসমর্পণ করেছেন কবি।

বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা কয়েকটি চিঠি ধারশোধের পরিকল্পনায় পূর্ণ।

তিন। এ পর্বের কিছু চিঠিতে মৃত্যু ছায়া ফেলেছে। অকারণেই কবি এক চিঠিতে লিখেছেন, "I shall be at the Registrar's office by 12 O'clock tomorrow unless something happens in the course of the day to terminate my mortal career." (পত্র সংখ্যা ১৩০)। "I was nearly dead some weeks ago...." (পত্র সংখ্যা ১৪২)। কবির জীবন যে দ্রুত সমাপ্তির দিকে চলেছে মনের গভীরতম প্রদেশে সে অনুভূতি অস্পষ্টত হলেও জেগেছে বলে মনে হয়।

চার। কবির এই পর্বের চিঠিতে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার চিহ্নমাত্র নেই। চিঠিগুলির অভ্যন্তরে এমন কোন প্রসঙ্গ নেই যা থেকে প্রমাণ করা

যেতে পারে 'কবি' মধুসূদন এগুলি লিখেছেন। 'মায়াকানন' নাটক, 'হেক্টর বধ' নামক অনুবাদধর্মী গদ্য-আখ্যান এবং আরও অনেকগুলি খণ্ড কবিতা লিখেছেন। কবি যেন তাঁদের সম্বন্ধে সঙ্কুচিত। গতপ্রতিভা লেখক তাঁর এই সামান্য চেষ্টাগুলিকে আলোচনার বিষয় করে তুলতে চান নি। তেমনি তাঁর অহমিকায় আঘাত লেগেছে পুর্বতন কাব্যকৃতি নিয়ে সোল্লাস আলোচনার সূত্রপাত করতে। শুধু তাই-ই নয় সমকালীন বাংলার সাহিত্য-জীবনের কোন প্রতিফলন তাঁর চিঠিতে নেই। কবি যেন নিজ হাতে তাঁর সাহিত্যিক জীবন তথা সাহিত্যরসিক মনের উপরে যবনিকা টেনে দিয়েছেন। 'মধুস্মৃতি'তে নগেন্দ্রনাথ সোম ছোটখাট নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাতে কখনও কখনও কবিকে সাহিত্যালোচনারত দেখা যায়। কিন্তু অন্তর পর্যন্ত সে সব আলোচনার প্রবেশপথ খোলা ছিল না। তাহলে পত্রগুচ্ছে কোথাও কিছু প্রতিফলন পড়তই।

মহাকবি মধুসূদনের কবিমন সত্যই জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের অভিমুখে যাত্রা করেছে এই পর্বে।

॥ ছয় ॥

মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের এক সন্ধিকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুগের মৌল স্বভাবকে আপনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত করে কবি তাকে সমগ্রত আয়ত্ত করেছিলেন। কবির যুগজীবন সম্পর্কে স্পষ্ট চেতনাকে জানবার প্রধানতম পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর চিঠিগুলি। কবির চিঠির সাহায্যে জানা যায় যে মাদ্রাজ প্রবাস কালে তিনি একাধিক ইংরাজী সংবাদপত্রের সঙ্গে লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, কোন কোনটির সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদক পর্যন্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনাও তিনি কিছুকাল করেছিলেন। কিন্তু এসব পত্র-পত্রিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে[১৯]। কবি নবযুগের জীবনদর্শনকে আপন শিল্পী-চেতনার মধ্যে কতটা কি ভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে কবির কাব্য ও নাট্য রচনাবলীতে। কিন্তু সচেতনভাবে তিনি নবযুগকে কি ভাবে দেখেছেন তা জানতে হলে আমাদের কবির চিঠিপত্রের দিকেই ফিরতে হবে; অন্য উপায় প্রায় নেই।

প্রথম পর্বের চিঠিগুলি রচনাকালে কবির বয়স সতেরো থেকে চব্বিশের মধ্যে। এই কালে কবির জীবনাদর্শে পাশ্চাত্ত্য ভাব-ভাবনা অনেকখানি

প্রবেশ করেছে। দেশীয় আচার-আচরণ, হিন্দুয়ানী, সংস্কৃত শিক্ষা, বালিকা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন বিরুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্চায়। তাঁর চিঠিপত্রেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতেও কবিকে দেখেছি। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান গৌরদাসকে নিষিদ্ধ খাবারের কথা বলে তিনি কটাক্ষ করেছেন, "The eatables I intend to take with me to-morrow shall be (if you like) Biscuit and mutton-patees (mutton-patees are made of flesh remember.)" (পত্র সংখ্যা ৮)। নিজের বিবাহের প্রস্তাবে তিনি যে মন্তব্য করেছেন এদেশে প্রচলিত বিবাহরীতির সমালোচনার ইঙ্গিত সেখানে আছে।—"You don't know the weight of my afflictions ; I wish (oh ! I really wish) that somebody would hang me ! At the expiration of three months from hence I am to be married ;—dreadful thoughts ! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine !" (পত্র সংখ্যা ২১)।

দ্বিতীয় পর্বে কবির সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর হয়েছে। শুধু নিজ জীবনচর্চায় নয়, নানাবিধ রচনায় তার ছায়াপাতও প্রত্যাশিত। কবি নিজে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর সচেতন মতামতের অনেক প্রমাণ রেখেছিলেন, একথা অবশ্যই মনে করা চলে। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে এর কতটা চিহ্ন আছে? স্ত্রী-শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক বেথুন সাহেবের প্রতি তিনি উচ্চকণ্ঠে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁকে একখানা Captive Ladie উপহার দিয়েছেন, "as a humble token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country." (পত্র সংখ্যা ৪১) এ বিষয়ে পূর্বোক্ত একটি মাত্র উদাহরণ ছাড়া কবির নীরবতা খুবই বিস্ময়কর।

তৃতীয় পর্বের চিঠিতে সাহিত্য-বিষয়ই মুখ্য। নব্য সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি কোনমুখীন হওয়া উচিত এ-বিষয়ে কবির স্পষ্ট ধারণা ছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-রীতির পক্ষে তিনি মত দিয়েছিলেন। সাহিত্যে মানবমূল্যের স্বীকৃতি দেবার বাসনা তাঁর ছিল। কবির সাহিত্যবোধ তথা যুগচেতনার সমন্বিত ফল এই মতামতের মধ্যে প্রতিফলিত। কবি জাতীয় সাহিত্য ও মনুষ্যত্বের নবজাগরণ সম্পর্কে অবহিত। তার পরিচয় নানা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে

প্রকাশ পেয়েছে। কবি জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। চারদিকে সখের নাট্যশালা গড়ে উঠলেও তারা নাট্যশালার প্রয়োজন সম্পূর্ণত মেটাতে পারে না এ-বোধ তাঁর ছিল। নব অভ্যুত্থিত জাতির এই কামনা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ১৮৬০ সালেই, জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হবার অন্তত বারো বৎসর পূর্বে (৫৬নং ও ৭৯নং পত্র)।[২০] বাংলা দেশ নবজাগৃতিতে সর্বাপেক্ষা স্বর্ণফল ফলিয়েছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। চারদিকে সাহিত্যসৃষ্টির এক নবীন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে কবি সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "What a vast field does our country now present for literary enterprise !" (পত্র সংখ্যা ৫৭)।

কবি অবশ্য কাব্যরাজ্যে বিচরণ করতে করতে নবযুগের রস নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন, প্রবহমান ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন নি। তাঁর মতে "I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish" (পত্র সংখ্যা ৫৭)। তবে নবযুগের সমাজসংস্কার কর্মাদির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। "I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the promoter of widow-remarriage." (পত্র সংখ্যা ৬২)। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সাহসী সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ও সমর্থন ছিল। মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন মানসিকতার অগ্রদূত হিসেবে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, "They say poor Hurrish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of independence of mind and thought." (পত্র সংখ্যা ৬৭)। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a 'scholarship'. Fie! why not a statue? However I shall subscribe. I loved and valued the man." (পত্র সংখ্যা ৭০)। মানবের চিন্তার ও হৃদয়াবেগের মুক্তিতে কবির বিশ্বাস ছিল আন্তরিক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্যায়ও এই বিশ্বাসের

পূর্ণ প্রতিবিম্বন ঘটেছে। আমাদের সমাজে নারীর পরাধীনতা বিশেষ করে তাঁকে ব্যথিত করেছে। অন্য একটি প্রসঙ্গে কবি এ সম্পর্কে তীব্র মনোভাব প্রকাশ করেছেন, "The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describe a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step," (পত্র সংখ্যা ৭৯)। জাতীয় স্বাধীনতার বোধ স্পষ্ট ভাবে সেকালের কোন বুদ্ধিজীবীই অনুভব করেন নি। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুর কবির মাতৃভাষার উন্নতি করার[২১] প্রতিজ্ঞায় (পত্র সংখ্যা ৫৬) বা 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতা রচনায় (পত্র সংখ্যা ৭৫), অথবা জাতীয় মহাকাব্য রচনার প্রশ্নে[২২] (পত্র সংখ্যা ৫৬) আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কবি সচেতন নন। লক্ষণীয় ; ১৮৫৭ সালের সারা ভারতব্যাপী সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘটনা হিসেবে খুব বৃহৎ এবং উত্তেজনাকর হলেও কবির কোন চিঠিতে কিছু মাত্র সাড়া তোলে নি।

চতুর্থ পর্বে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে কবির স্বজাতিপ্রীতি আত্মপ্রকাশ করেছে, বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাতও আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করার খবর দিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন তিনি একটি চিঠিতে—".. Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before." (পত্র সংখ্যা ১০১)। ঝড়ের খবর প্রকাশের ব্যাপারে কলকাতার পত্রিকাগুলির একদেশদর্শিতা তাঁর কাছে নিন্দার্হ বলে মনে হয়েছে। পত্রিকাগুলি য়ুরোপীয়ানদের ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ দিলেও, দেশীয় লোকদের সংবাদ পরিবেশনে তারা অমার্জনীয় কার্পণ্য দেখিয়েছেন, বলে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। (পত্র সংখ্যা ১০৫)।

চতুর্থ পর্বের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ১১০নং চিঠিতে কবি নূতন সমাজে যে মানস উৎকর্ষের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত অর্থকৌলীন্য স্থাপিত হয়েছে তার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন। এর মধ্যে সমালোচনা ও ধিক্কারের তীব্র সুরটি শোনা যায়। এই পর্বের চিঠিতে একটি ঘটনার উল্লেখ একাধিকবার কবি করেছেন। তিনি ফরাসী সম্রাট

ও সম্রাজ্ঞীকে পথিমধ্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রাজতন্ত্রের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল। ফরাসী বিপ্লববাদীদের তিনি সমর্থন করতেন না। এদিক দিয়ে পূর্ববর্তী রামমোহন রায়ের রাজনৈতিক চেতনা যে অনেক পরিচ্ছন্ন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের প্রতি তাঁর কবিচিত্তের আকর্ষণ এই রাজনৈতিক বিশ্বাসকে কতকাংশে প্রভাবিত করে থাকবে।

শিক্ষাবিষয়েও কবি য়ুরোপীয় পদ্ধতির ভক্ত ছিলেন। আপন সন্তানদের আচার-আচরণ শিক্ষাদীক্ষায় য়ুরোপীয়দের সমতুল্য করে তুলবার বাসনা তাঁর ছিল। গৌরদাসের পুত্রকেও বাল্যাবধি য়ুরোপে রেখে 'Europeanised' করে তুলতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। আবার গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে নিজেদের যৌবনকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কথা বলেছেন, প্রথম বয়সে তাঁদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে কবির চিন্তা খুব পরিচ্ছন্ন ছিল কিনা বলা কিছু কঠিন।

পঞ্চম পর্বেও মধুসূদনের ব্যারিস্টার হিসেবে হাইকোর্ট প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে দেশীয় এবং য়ুরোপীয় মহলের মধ্যে এক মর্যাদার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে এক চিঠিতে কবি লিখছেন, "Sumbhonath said এ বিষয়ে না জিতলে আর মান থাকবে না।" (পত্র সংখ্যা ১২৪)।

সামগ্রিক ভাবে বলা চলে যে কবির যুগচেতনা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তার আকারে মাত্র চিঠিপত্রের মধ্যে ধরা পড়েছে। কবি আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে যুগকে যে ভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন, তার সমকক্ষ উদাহরণ কমই মেলে।

॥ সাত ॥

মধুসূদন বাংলাগদ্যে 'হেক্টরবধ' ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। ইংরেজীতেও গদ্যপ্রবন্ধের সংখ্যা তাঁর বেশি নয়। 'Indian Field'-য়ে য়ুরোপ যাত্রা-কালীন অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল। "Anglo Saxon and the Hindoos" নামে একটি বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। সাংবাদিক হিসেবে অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন; কিন্তু এগুলিকে অবশ্যই সাহিত্যিক রচনা বলে গ্রহণ করা চলে না। অথচ কবির চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্যবোধের যে তীক্ষ্ণ পরিচয় মিলছে তাতে বলা যেতে পারে এদেশীয় সমালোচনা-সাহিত্যের ভিত্তি তাঁর নিজের হাতে রচিত হলে বাংলা প্রবন্ধের এই ধারাটির চমকপ্রদ উন্নতি সেই প্রথম যুগেই ঘটত।[২৩]

একজন প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের পক্ষে যে সুগভীর রসদৃষ্টি, দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-গ্রন্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সমালোচনায় অগ্রসর মতবাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন তা যে কবির একটু বেশি মাত্রায় ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[২৪] কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মন ছিল কি? কিছু পরিমাণ বিশ্লেষণ-প্রবণতা না থাকলে সমালোচক হিসেবে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় না। মধুসূদনের মত আবেগপ্রবণ শিল্পীর মনের একপ্রান্তে যে বিশ্লেষণ-ধর্মী সমালোচক আসীন তার প্রমাণ কবির পত্রাবলীতে রয়েছে।

কিন্তু তবুও মধুসূদন সমালোচক হয়ে ওঠেন নি, চেষ্টাও করেন নি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখবার। তার কারণ দুটি—

প্রথমত, কবি বাংলা গদ্য লেখায় কিছু বাধা বোধ করতেন। নাটক রচনার সময়ে কবি গদ্য-সংলাপের স্থানে কাব্যসংলাপ ব্যবহারের জন্য কি পরিমাণ আকুতি বোধ করতেন তার পরিচয় আছে কবির চিঠিতে। বাংলায় চিঠি লিখতে না পারার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিদ্যোৎসাহিনী-সভায় বাংলায় বক্তৃতা দেবার কথা ভেবে তিনি অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। বাংলা গদ্যে সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখবার একটি বাধা এখানে।

দ্বিতীয়ত, সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ভিত্তিতেই মাত্র জন্ম নিতে পারে। কোন জাতির ভাষায় উল্লেখযোগ্য সৃজনধর্মী রচনা না থাকলে, সে ভাষায় প্রকৃত সমালোচনার উদ্ভব সম্ভব নয়। মধুসূদনের কাব্য রচনার পুর্বে বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অনেকখানি বিকাশ ঘটেছিল, নানা ধরনের প্রবন্ধও লিখিত হচ্ছিল, সমালোচক-মনও কিছু কিছু তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু তাঁদের সে-সব চেষ্টার অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষণীয়। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের জনপ্রিয়তা, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা, প্রথম পর্বের বাংলা গদ্যের জড়তা নিয়ে মন্তব্য করার মধ্যে বাংলা সমালোচনা পথ খুঁজছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনায় বা বাংলা কবিতার মূল্য ঘোষণায় (স্বভাবতই পুরাতন বাংলা কবিতার) যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা-সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। অতীত-পরিক্রমা ও পুরাতন সাহিত্যের নব মূল্যায়ন সমালোচনার একটি প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য হলেও বর্তমান সাহিত্যের উৎকর্ষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাণবন্ত সমালোচনাই মাত্র সে-কর্তব্য পালন করতে সমর্থ। মধুসূদনের কাব্য-নাটকাদি প্রকাশের মধ্যেই বাংলা সমালোচনা সেই প্রাণবীজের সন্ধান পেল। সেখানে সমকালে যে

চাঞ্চল্য জেগেছিল তা বিস্ময়কর। মধুসূদন বাংলা সমালোচনায় হাত দিলে তাঁর নিজের রচনার বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তাঁকে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে নিজের রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করা এক কথা, নিজের রচনার প্রকাশ্য সমালোচকরূপে দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

সমালোচকের সর্ববিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে ঐ পথে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তাই সম্ভব ছিল না। সমালোচকরূপেও যে কবি সমকালীন প্রধান লেখকদের (অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি) শীর্ষে আপন আসন করে নিতে পারতেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কবির চিঠিপত্রে তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে।

তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলি ব্যক্তিগত পত্রাবলী। অখণ্ড সমালোচনা এর মধ্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। চিঠি লেখার ছলে কবি সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করেন নি। কবির বিচ্ছিন্ন মন্তব্য থেকেই এখানে আমরা তাঁর সমালোচক মনোভাবের একটি পূর্ণ পরিচয় নেবার চেষ্টা করব। বহুক্ষেত্রে কবির সিদ্ধান্তটুকুই মাত্র রয়েছে, নেই যুক্তিপূর্ণ কারণ বিশ্লেষণ। সে-সব অপূর্ণতা স্বীকার করেই এ আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে।

য়ুরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের উপরে কবির অধিকার ছিল সুগভীর। একখানি চিঠিতে কবি সমালোচনাকার্যে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য রাজনারায়ণ বসুকে য়ুরোপীয় প্রধান সমালোচকদের সঙ্গে পরিচিত হতে আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন—"I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus· Quintilian, the Sahitya Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel." (পত্র সংখ্যা ৫৭)। এই লেখক তালিকায় য়ুরোপীয় বিভিন্ন স্কুলের সমালোচকদের নামই স্থান পেয়েছে। কবির বিশেষ প্রবণতা কোনদিকে তা বোঝা সহজ। কিন্তু সমালোচককে বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। তবে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ব্যতীত অপর কারও সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে তিনি বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণের' নামোল্লেখ করেছেন। তবে এই তালিকা থেকে বোঝা যায় 'Sublime'-এর তত্ত্ব বা মহাকাব্য কিংবা মিলটন বিষয়ে লেখা গৌণ রচনার সঙ্গে পরিচিত

স্থবার প্রবণতাও তাঁর ছিল। পূর্বোক্ত তালিকায় কোন কোন অপ্রধান সমালোচকের স্থান হয়েছে শুধুমাত্র ঐ সব বিষয়ের আলোচনা করবার জন্য।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। একাধিকবার তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ তথা বিশ্বনাথের মতামতকে অস্বীকার করার কথা ঘোষণা করেছেন—"...it is my intention to throw off the fetters forged for us by servile admiration of everything Sanskrit." (পত্র সংখ্যা ৫২); "I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan." (পত্র সংখ্যা ৫৭)। 'রস' প্রভৃতি আলঙ্কারিক পরিভাষা সম্বন্ধেও কবি তীব্র আনুগত্য বোধ করেন নি। রসসৃষ্টি বিষয়ক অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেন নি। সাধারণ ভাবে 'রস' কথাটিকে আমরা সাহিত্যিক আস্বাদ এই অর্থেই ব্যবহার করি। কবিও সেইভাবেই করেছেন।[২৫] সমকালীন সংস্কৃতানুসারী সমালোচনারীতি স্বভাবতই কবির সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়েছে। কবি ব্যঙ্গমিশ্রিত সুরে তাঁদের সমালোচনার উল্লেখ করে বলেছেন, "Some other pundits, literary stars of equal magnitude, say—'হ্যাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।" য়ুরোপীয় সমালোচনারীতির সুরে যাঁর মনের তার বাঁধা তিনি পুরাতন সংস্কৃতরীতির বিরুদ্ধাচারণ করবেনই। বঙ্কিমচন্দ্রও নব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলেই প্রাচীন আলঙ্কারিক পদ্ধতির বিরুদ্ধতা করেছিলেন—

> "এ-দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ স্থায়ীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোন স্থান নাই,..."
>
> —[উত্তর চরিত : বিবিধ প্রবন্ধ]

(এই মন্তব্যের যাথার্থ্য এক্ষেত্রে বিচার্য নয়, বক্তার মনোভাবই লক্ষণীয়।) সংস্কৃতরীতির বাঁধা উপমা ও মামুলী চিত্রকল্প রচনার সমর্থনও কবি জানাতে পারেন নি, "In the present work you will see nothing in the shape of 'Erotic similies', no silly allusion to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings."

(পত্র সংখ্যা ৬১)। যদিও কবি এই পদ্ধতি থেকে কোন কালেই সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

সাহিত্যে বিদেশী বিশেষ করে য়ুরোপীয় সৌন্দর্য সঞ্চারিত করবার পক্ষে চিরকালই তিনি মত দিয়েছেন। তাঁর নিজের রচনায় বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব আছে, একথা তিনি স্বীকার করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে সেই আদর্শকে সমর্থন জানিয়েছেন, "I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama, but if the language be not ungrammatical, (কবির প্রথম নাটক সম্পর্কে এই চিঠি লেখা। এই ত্রুটিটিকেই তিনি তখন সর্বাধিক ভয় করতেন।) if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanisn? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds are more or less imbued with western ideas and modes of thinking..." (পত্র সংখ্যা ৫২)। এই পত্রাংশটি স্পষ্টভাবে কবির সাহিত্যচিন্তার কয়েকটি দিককে প্রকাশ করে। এক। ভাষাসৌকর্য (ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির প্রশ্নটি এসেছিল আলোচ্য নাটক 'শর্মিষ্ঠা' তাঁর প্রথম বাংলা রচনা ছিল বলে), ভাবগত সমুন্নতি এবং ঔজ্জ্বল্য, কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীগঠন, চরিত্রনির্মিতির সুসঙ্গতি তাঁর মতে নাটকের সাফল্যের ন্যূনতম সত। দুই। বিদেশীয় রস-সৌন্দর্যকে আত্মস্থ করে সাহিত্যে প্রয়োগ করার সম্পর্কে তিনি উচ্চকণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। তিন। বাঙালি কাব্যপাঠকদের মধ্যে যে নূতন এক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ভাব-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ সে বিষয়ে কবির স্পষ্ট ধারণা ছিল। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত যে ঐ পথ ধরেই উৎকর্ষের স্বর্ণশীর্ষে উঠবে সে বিষয়েও কবির মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকাল সাহিত্য সম্বন্ধে মধুস্থদন চিরকালই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। প্রথম তারুণ্যে বায়রণের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। বায়রণের জীবনী (টমাস মূ্র রচিত) তরুণ বয়সে কবির অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ ছিল। পোপ, কাউলে, ক্যাম্পবেল, বার্নস্, ক্র্যাব প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ছিল। চিঠিপত্রে এঁদের উল্লেখ আছে, কোথাও এঁদের রচনার সামান্য উদ্ধৃতি সহজভাবেই এসেছে। ব্যাপক পরিচয় ব্যতীত এরূপ উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সম্ভব হত না। সেক্সপীয়রের সঙ্গে খুব ভাল পরিচয়ই ছিল, বিশেষ করে সেক্সপীয়রবিষয়ক সুখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের কাছে পড়ার ফল ফলেছিল বলেই মনে হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রসঙ্গও আছে। পরিণত বয়সে কবির সাহিত্যরুচি একাগ্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। প্রথম তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে বায়রণকে প্রিয় বলে মনে হলেও পরবর্তীকালে কবিমন সেখান থেকে সরে এসেছে। কবিদের মধ্যে মহাকাব্যের ক্লাসিক রচয়িতাদের প্রতি তাঁর প্রীতি স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে। রঙ্গলালকে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি নিজের সাহিত্যবিচারের সিদ্ধান্তই জানিয়েছেন, "He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better." (পত্র সংখ্যা ৬৪)। "Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his (অর্থাৎ রঙ্গলাল) estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on" "Alps arise !" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton." (পত্র সংখ্যা ৫৮)। দেশীয় কবিদের প্রসঙ্গে পরে প্রবেশ করা যাবে। বিদেশীয়দের মধ্যে উল্লিখিত মহাকবিদের দ্বারা তিনি নিজেও কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এঁদের সম্পর্কে কবির আরও কিছু বিচ্ছিন্ন মন্তব্য তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে।

ভার্জিলের ছন্দের সঙ্গীতধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে ৬৩নং চিঠিতে ; ৬৪নং চিঠিতে মূল ইতালীয় ভাষায় টাসোর কবিতা পড়ে কবির সোল্লাস উল্লেখ লক্ষণীয়, "Oh ! What luscious poetry." কিন্তু মিল্টনের তুলনায় এঁদের মূল্য কবির কাছে সামান্য। মিল্টন খুবই উচ্চস্তরের কবি, কিন্তু অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে কবির উপলব্ধি সমালোচকের বিচারককে ছাপিয়ে একটা গভীর ভাবাবেগে পরিণত হয়েছিল, "Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton ; many say it licks Kalidas ; I have no objection to that.

I don't think it is impossible to equal Virgil, Kalidas and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets ; Milton is divine." (পত্র সংখ্যা ৬৫)। মিল্টন সম্বন্ধে কবি অন্যত্র যা বলেছেন তাতে পূর্বোক্ত পত্রাংশের ব্যাখ্যা আছে, "Look at the sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these ; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence ? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings ; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest." (পত্র সংখ্যা ৬৯)। মিল্টনের কাব্য প্রসঙ্গে এই সমালোচনা যেমন যথার্থ তেমনি সমালোচকের চোখে যে কবির অন্তর্দৃষ্টি আছে তারও প্রমাণ বহন করে। পেত্রার্কা, গ্যেটে, শীলার সম্পর্কেও সশ্রদ্ধ উল্লেখ য়ুরোপ প্রবাসকালে লেখা চিঠিতে কবি করেছেন। তবে সে সব উল্লেখ সমালোচনাত্মক মন্তব্য হয়ে ওঠে নি।

সাহিত্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে কবির অপর একটি মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, "When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias." (পত্র সংখ্যা ৭৩)। কবি অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলেন নি। অথচ সাহিত্যকে নীতি ও ধর্মপ্রচারের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার মনোভাব এক শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে সমকাল থেকেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কবি যাঁর কাছে এই চিঠি লিখেছিলেন সেই রাজনারায়ণ বসুই স্বয়ং কবির কাব্যের সমালোচনায় ধর্ম-বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাব্য-সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন।

নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় যখন কবি অগ্রসর হয়েছেন তাঁর মুক্ত মন কিছু সঙ্কুচিত হয়েছে, বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গনকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায়

এনে ফেলতে চেয়েছেন। সেক্‌সপীয়রকে সেরা নাট্যকার বলে অভিহিত করেও তাঁর নাটকের আদর্শে নিজের রচনাকে বিচার করতে নিষেধ করেছেন। য়ুরোপের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের জীবনপদ্ধতির পার্থক্যের কথা তুলেছেন, দর্শকের রুচির কাছে নতি স্বীকার করেছেন।

প্রথমত, কবির বিশ্বাস ছিল অভিনয়ই নাটকের লক্ষ্য, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে তার গৌরব নেই। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে এই মনোভাব বারবার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখছেন, "There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk." (পত্র সংখ্যা ১৮), "I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted ." (পত্র সংখ্যা ১৯)।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত নাটক ও য়ুরোপীয় নাটকের মূল পার্থক্যটি তিনি স্পষ্ট করে ধরেছিলেন, সেকালের অপর কোন বাঙালি সমালোচকের পক্ষেই তা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passions, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairy lands. The genius of the Drama has not yet received even moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this." (পত্র সংখ্যা ১৯)। কিছু পরে রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সেক্‌সপীয়র ও কালিদাসের নাট্য-প্রতিভার তুলনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন।—

> "সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দন-কাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই

> এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োথিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ ; দুরন্ত রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত, ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্মিলীলা—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছন্দ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদুগীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।"
>
> —[শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা : বিবিধ প্রবন্ধ]

তৃতীয়ত, নাটকের ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলি স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। সম্পূর্ণ কবিতায় 'কাব্যনাট্য' রচনার ঝোঁক তাঁর ছিল। তা ছাড়াও অন্যান্য নাটকে ভাষাব্যবহারে দ্বৈতরীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন কবি। ডঃ জনসনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কবি মানুষের সহজ আলাপ-আলোচনার ভাষাকেই উৎকৃষ্ট নাটকীয় সংলাপ বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। অবশ্য সে সব ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমের পক্ষে "where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction..." (ঐ)। এইসব ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা ব্যবহার কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। 'সুভদ্রা' নামক তাঁর একটি কাব্যনাট্যের (অসম্পূর্ণ এবং লুপ্ত) ভাষা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন "The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression." (পত্র সংখ্যা ৭৬)। মধুসূদনের এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য অবশ্য প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু রোমান্টিক কবি-প্রাণের সঙ্গে ক্লাসিক সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠার দীর্ঘকালব্যাপী চর্চার প্রতিফলন এখানেও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

চতুর্থত, ট্রাজেডি ও কমেডির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতামত এ দেশের পক্ষে একেবারে নূতন। যে দেশে ট্রাজেডিবিষয়ক কোন সাহিত্যিক সংস্কার মধুসূদনের পূর্বে গড়ে ওঠে নি, সে দেশে ট্রাজেডির মধ্যে লঘু হাস্যরসাত্মক অংশের অবকাশ কতটা থাকা সঙ্গত তা নিয়ে মধুসূদনই প্রথম আলোচনা করলেন, "...never strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important

scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespear's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is, studiously comic." (পত্র সংখ্যা ৮৩)।

পঞ্চমত, সেক্সপীয়রের নাট্য-প্রতিভার উপরে কবির অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে সেক্সপীয়রকে তিনি মনে করতেন, চিঠিপত্রে তার নানা পরিচয় ছড়িয়ে আছে। একস্থানে কবি বলেছেন, "The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible ; such an aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespear ; and even he would suffer considerable damage" (পত্র সংখ্যা ৮৩)।

দেশীয় প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাল্মীকি-ব্যাসের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাল্মীকির বিরুদ্ধে অবশ্য একটি ক্ষেত্রে তিনি অনুযোগ করেছেন রামচন্দ্রের কতকগুলি বানর সহকর্মী দেবার জন্য। ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালিদাসের প্রতিভার সমুচ্চতা তিনি স্বীকার করতেন। অপরাপর কবি ও নাট্যকারদের বড় গ্রাহ্য করতেন না। কালিদাসের শকুন্তলার রোমান্টিক চরিত্র সম্পর্কে তিনি একস্থানে মন্তব্য করেছেন, মেঘদূতকে বলেছেন তাঁর প্রিয় কাব্য। অন্যত্র য়ুরোপীয় নাটকের সঙ্গে দেশীয় নাটকের তুলনা করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, বিশেষ করে কালিদাসের রচনাকে মনে রেখেই তা লিখিত। কালিদাসের কাব্য-নাটকে আদিরসের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন বলেই তিনি এই কথাগুলি লিখতে পেরেছেন, "You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras ? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa and that I think is quite enough for me."(পত্র সংখ্যা ৬০)। কবি কালিদাস ব্যতীত অন্যান্য ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যিকদের গণনার মধ্যেও আনেন নি। এই মনোভাব হঠকারিতার

পরিচায়ক। কিন্তু সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষে এই হঠকারিতা বোধ হয় অপরিহার্য ছিল।

বাঙালি কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে তিনি স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর অনুসরণকারীদের কবি উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করেছেন।— "...that will teach the future poets to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar, the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius". (পত্র সংখ্যা ৫৬)। ভারতচন্দ্রের অনুকরণকারীদের (সম্ভবত কবিওয়ালাদের) লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, "The Namby-Pamdy-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder —our Pope, who has—

Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart !"

(পত্র সংখ্যা ৭৬)।

কবিওয়ালা-পাঁচালীকারদের ভাষাভঙ্গির কৃত্রিমতা সম্পর্কে এই মন্তব্য যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অভ্রান্ত। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কবি একাধিক স্থানে আলোচনা করেছেন। একস্থানে তাঁর উপরে স্কট, ম্যুর ও বায়রণের প্রভাবের আধিক্যের কথা বলেছেন। অন্যস্থানে রঙ্গলালের কাব্য-কল্পনার মূল ত্রুটির দিকে সযত্নে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, "My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable." (পত্র সংখ্যা ৫৭)।

মধুসূদনের য়ুরোপ প্রবাসকালে ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে; ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হলে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে তার চমৎকার উল্লেখ আছে।[২৬] মধুসূদন তখন য়ুরোপে ছিলেন। কিন্তু ১৮৬৭ সালে য়ুরোপ থেকে তিনি প্রত্যা-বর্তন করেন। ১৮৭৩ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত উপন্যাসাদি প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৬৫—দুর্গেশ নন্দিনী, ১৮৬৬—কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৬৯—মৃণালিনী। ১৮৭২ সাল থেকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। মধুসূদনের মত কবি ও

সাহিত্যবোদ্ধার দৃষ্টিতে এ ঘটনা এড়িয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু কবির শেষ পর্বে লেখা চিঠিপত্রে সাহিত্যপ্রকাশের এই নব ঔজ্জ্বল্যের কিছুমাত্র প্রতিফলন ঘটে নি এ ব্যাপার বিস্ময়কর। মনে হয় জীবনের শেষ পর্বে চারপাশের চিত্তোন্মেষকারী ঘটনায় সাড়া দেবার মত মন আর কবির ছিল না। বিদ্রোহী কবির মৃত্যুমুখী এই সর্বস্বান্ত জীর্ণতা বেদনাদায়ক।

মধুসূদনের পত্রাবলীতে তাঁর নিজ কাব্য ও নাটকাদি সম্পর্কে বিস্তর মন্তব্য ছড়ানো আছে। এই সব মন্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি খবরমাত্র, কতকগুলি আলোচনাত্মক। প্রথম তারুণ্যে লেখা কবিতাসম্পর্কিত উচ্ছ্বসিত সংবাদ আদানপ্রদান বা মাদ্রাজে থাকাকালীন সাহিত্যচর্চার খবরাখবরকে যথার্থ সাহিত্যিক মন্তব্য বলা চলে না। কবির বাংলা কাব্য ও নাট্যবিষয়ক মন্তব্যাদির উল্লেখই এখানে করা হবে। কবির চিঠিতে কোন গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উল্লেখের কথা নিম্নলিখিত তালিকায় বলা হয় নি; সেখানে কোন আলোচনা, মন্তব্য বা আত্ম-উদ্ঘাটন থাকলেই মাত্র তা নির্দেশ করা হয়েছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—৫৬নং, ৫৭নং, ৫৮নং, ৫৯নং, ৬০নং, ৬১নং, ৬৩নং, ৬৭নং, ৭৪নং।

মেঘনাদবধ কাব্য—৫৬নং, ৫৭নং, ৫৯নং, ৬০নং, ৬২নং, ৬৩নং, ৬৪নং, ৬৫নং, ৬৬নং, ৬৭নং, ৬৮নং, ৬৯নং, ৭০নং, ৭১নং, ৭৩নং।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—৫৬নং, ৬০নং, ৭০নং, ৭১নং, ৭৪নং।

বীরাঙ্গনা কাব্য—৭৪নং, ৭৪ক নং।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—৬৪নং, ১১০নং, ১১২নং।

শর্মিষ্ঠা নাটক—৫২নং, ৫৩নং, ৫৪নং, ৫৫নং, ৫৬নং, ৫৮নং।

পদ্মাবতী নাটক—৫৫নং, ৫৬নং, ৫৮নং।

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ—৭৬নং, ৮৪নং

কৃষ্ণকুমারী নাটক—৬৩নং, ৬৪নং, ৬৭নং, ৬৮নং, ৭৭নং, ৭৮নং, ৭৯নং, ৮০নং, ৮১নং, ৮২নং, ৮৩নং, ৮৪নং, ৮৫নং, ৮৬নং, ৮৭নং।

মায়াকানন—কোন পত্রে উল্লেখ নেই।

কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের দিকে এই তথ্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক। মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক সম্বন্ধে কবি সর্বাধিক পত্র লিখেছেন। এদের ভাষা, ছন্দ, চরিত্র, প্লটগঠন, ভাবানুভূতি, সব কিছু

সম্পর্কেই কবি তাঁর নিজের মনোভাব এই পত্রগুলিতে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। এই পত্রগুলি ছাড়াও কবির উক্ত রচনাদুটির যথার্থ সাহিত্যমূল্য নির্ণয় করা যায়, কিন্তু এই চিঠিগুলির অস্তিত্ব সমালোচকদের পক্ষে এদের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য করে তুলেছে। সব দিক থেকে বিচার করলে এরাই কবির কাছে সবচেয়ে প্রত্যাশা-সম্ভাবনাময় (ambitious) রচনা ছিল। সমকালীন বাঙালি পাঠকদের কাছে অনভ্যাসের জন্য এদের অভিনবত্ব যথেষ্ট মর্যাদা নাও পেতে পারে—এই ভয়ে যাঁকে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান সমালোচক বলে মনে করেন সেই রাজনারায়ণ বসুকে সব দিক থেকে সজ্জিত করে তোলাই ছিল কবির অভিপ্রায়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের মত নূতন বিষয়, সুর ও রীতির নাটক অভিনয়ের জন্য কোন সখের থিয়েটার দলকে রাজী করানো সেকালে ছিল সুকঠিন। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে এর যথার্থ মূল্য বোঝাবার পিছনে তাঁর মাধ্যমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য কবির ছিল। তাছাড়া এই দুই রচনায় উপস্থাপিত ট্রাজিক হাহাকারের মধ্যে কবির আত্মপ্রতিফলন ঘটেছে। কবির সেই ব্যক্তিগত ভালবাসা সর্বদা রচনার নৈর্ব্যক্তিক আবেদনে প্রকাশ নাও পেতে পারে। কিন্তু এই দুটি গ্রন্থেব চেয়ে প্রিয়তর গ্রন্থ কবির আর নেই। এই সব কারণেই এদেব বিষয়ে এত বেশি চিঠি কবি লিখেছেন।

দুই। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য এবং শর্মিষ্ঠা নাটক যথাক্রমে কবির প্রথম কাব্য ও প্রথম নাটক। পত্র সংখ্যার দিক থেকে এদের স্থান দ্বিতীয় স্তরে। কবি তিলোত্তমাসম্ভব প্রসঙ্গে বিশেষ করে নূতন ছন্দের কথা বলেছেন। একবার মাত্র এ কাব্যে 'human interest'-এব অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, একবার দেববাজ ইন্দ্রকে ভাগ্যাহত বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে নব ছন্দ-সঙ্গীতে মুগ্ধ কবি, কাব্যের এই নবীন এবং বাঙালি পাঠকদের নিকটে অপরিচিত বিষয়টিকে বোঝাতে বার বার যত্ন করেছেন। এই ছন্দের সঙ্গীত যার কানে বাজে না, কাব্যটির সামগ্রিক আবেদন তাঁর কাছে ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রথম কাব্য লেখার উন্মাদনাও এতগুলি চিঠিতে এ কাব্যের উল্লেখের অন্যতম কারণ। শর্মিষ্ঠা নাটক সম্পর্কে লেখা চিঠিগুলিতে কবির সংস্কৃতরীতির প্রতি বীতরাগ এবং যতটা সম্ভব ইংরেজীরীতি প্রবর্তনের চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। এই চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে এখানে তা আলোচ্য নয়। কিন্তু এই নবত্ব বিষয়ে নিকট বান্ধবদের সচেতন করে তোলার বাসনা তাঁর থাকা সম্ভব।

তিন। ব্রজাঙ্গনা কাব্য বা পদ্মাবতী নাটক সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে পত্রে। রচনা হিসেবে এঁরা উচ্চস্তরের নয়, প্রথম রচনা হিসেবে কবিচিত্তের বিশেষ প্রীতিরসে পুষ্টও নয়। বিশেষত পদ্মাবতী নাটক শেষ হতে না হতেই তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার নব উৎসাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। পদ্মাবতীর কথা তাঁর মনকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। আবার তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধের মাঝখানে তিনি ব্রজাঙ্গনা রচনা করেছেন। তিলোত্তমার ছন্দ-স্রোত থেকে মেঘনাদবধের জীবন-জিজ্ঞাসার সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন। ব্রজাঙ্গনাকাব্যরূপ মোহনার ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে কবি যেন ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম করেছেন। তারপরে মেঘনাদবধের সমুদ্র-নিশ্বাসে প্রাণ ভরে নিয়েছেন।

চার। বীরাঙ্গনা কাব্য এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনার উৎকর্ষে মেঘনাদবধের পরেই স্থানলাভের যোগ্য। কিন্তু এদের বিষয়ে এত অল্প সংখ্যক চিঠিতে আলোচনা করা হল কেন? বীরাঙ্গনার পরিকল্পনাটি একটি মাত্র চিঠিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্দশপদী-বিষয়েও যে সব উল্লেখ আছে তা একান্ত ভাবেই প্রাসঙ্গিক। সম্ভবত বীরাঙ্গনা কাব্য থেকে কবি আপনাকে অনেকটা সংহরণ করে নিয়েছেন। সৃষ্ট চরিত্রকে বা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের স্বতন্ত্র জীবন-জিজ্ঞাসাকে কবি নিজ মতামত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চান নি। সাধারণ ভাবে কবির বোধের পটভূমিটি, কাব্যটির সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং রচনারীতি ও ছন্দের বিশিষ্ট ভঙ্গি ব্যতীত কবি এ কাব্যে অনুপস্থিত। কবি কাব্যকে তার নিজের কথা বলতে দিয়েছেন। জগৎস্রষ্টার মত তাঁর সৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে চলবার অধিকার দিয়েছেন। নিজে যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন তার খোঁজ নেই। কাজেই চিঠিপত্রে এ বিষয়ে আপন মনোভাব ব্যক্ত করে কবি এ কাব্যের বিশিষ্টতার হানি ঘটাতে চান নি বলে মনে হয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমস্যাটি একেবারে বিপরীত। এই কবিতাগুচ্ছে সর্বত্র কবি আপনাকেই প্রকাশ করেছেন। এত প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশ কবির অন্য কোন রচনায় ঘটে নি। এদের বিষয়ে চিঠিতে আর কিছুই লেখার ছিল না কবির। তা ছাড়া তখন য়ুরোপে যে অবস্থায় দিন কাটছিল তাতে অন্তরের কবিপ্রকৃতির সত্যকার অপ্রতিরোধ্য তাগিদে সনেটগুলি লিখেছেন, কিন্তু পত্রাবলীর প্রধান অংশ ব্যয়িত হচ্ছিল বিদ্যাসাগরকে লিখে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। কবিতার এই নব্যরীতিকে বিদ্যাসাগর সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন বলে যদি তিনি মনে করতেন তাহলে ঐ সব চিঠির ফাঁকে ফাঁকে হয়ত চতুর্দশপদী সম্বন্ধে দু'চার কথা পাওয়া যেত।

পাঁচ। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ কবির দুটি বিশিষ্ট রচনা। দ্বিতীয়টি প্রহসন হিসেবে অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু এদের বিষয়ে কবি প্রায় কিছুই বলেন নি। প্রহসন দুটির বক্তব্যের স্পষ্টতা এবং উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের স্বভাবধর্মানুযায়ী রচনা দুটির অভ্যন্তরে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনের অভাবের জন্যই এরূপ ঘটেছে বলে মনে হয়। প্রহসন দুটিকে তিনি নিজের কথা বলতে দিয়েছেন, তারা সাফল্যের সঙ্গে সে দায়ীত্ব পালন করায় কবিকে পৃথক করে চিঠিতে আর কিছু বলতে হয় নি।

ছয়। মায়াকাননই কবির একমাত্র পুর্ণাঙ্গ রচনা যার বিষয়ে সামান্যতম উল্লেখও কবি করেন নি। মায়াকানন রচনাকালে সাহিত্যিক হিসেবে কবি অন্তরে অন্তরে নিঃশেষিত হয়েছেন, এই সম্পূর্ণ নীরবতা তার প্রমাণ।

সাত। কবির জীবনে তৃতীয় পর্বই সৃষ্টির মহাযজ্ঞে ধন্য। এই পর্বের চিঠিগুলিতে সাহিত্যালোচনা বিষয়ে কবির পুর্ণ প্রাণের উচ্ছ্বাস ও ঔজ্জ্বল্য, আবেগের প্রবলতা ও মননের গভীরতা যেন শতধারায় উৎসারিত হয়েছে। চতুর্থপর্বে য়ুরোপ প্রবাসকালে কাব্যরচনায় উজান বয়েছে, সাহিত্যিক উত্তেজনাও অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে এসেছে; কিন্তু এখনও এর নির্বাণ ঘটে নি। পঞ্চম পর্বে তাঁর চিঠিপত্রে সাহিত্যপ্রীতির চিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই।

আট। কবির নিজ রচনাবিষয়ক চিঠিগুলি গুরুত্বপুর্ণ আরও একটি কারণে। এই রচনাগুলির সৃষ্টিশালায় যে ভাব-ভাবনার আন্দোলন চলেছে তার গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত করে ধরে চিঠিগুলি। এদের সাহায্য ব্যতীত নেপথ্য সাজঘরের কোন সংবাদই আমরা পেতাম না।[২৭]

নয়। নাট্যবিষয়ে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চিঠিতে নাটক-গুলি অভিনয় করাবার জন্য এক ধরনের কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। এ-বিষয়ে কবির পরনির্ভরশীলতা এতদূর বর্ধিত হয়েছিল যে তাঁর মত আত্মাভিমানী কবি কেশববাবুর মতানুসারে আপন প্রিয় নাট্যবিষয় ও ভাবভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করেছেন, এমন কি কেশববাবু ও যতীন্দ্রমোহনকে আপন রচনার উপর কলম্ চালাবারও অনুমতি দিয়েছেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দবিষয়ে অনেকগুলি পত্রে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা কবি করেছেন। ৫৬ নং চিঠিতে এই ছন্দের দুরূহতার কথা বলেছেন; ৫৮ নং-য়ে বাংলা ছন্দের 'accent' এবং 'quantity'-ঘটিত অভাব এবং তার পুরণে নব ছন্দের সাফল্যবিষয়ে মন্তব্য করেছেন, ৬৩ নং-য়ে এই ছন্দে যতিপাতের

অকুণ্ঠ স্বাধীনতা উদাহরণসহ বুঝিয়েছেন; ৭১ নং-য়ে শব্দ প্রয়োগের তারতম্যে ছন্দের সঙ্গীতধর্মের উন্নতির বিষয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন; ৭৬ নং চিঠিতে নাটকে অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কবির আলোচনা দেখে বোঝা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্ববিধ রহস্য তিনি বুদ্ধি দিয়েও বুঝেছিলেন, শুধুমাত্র অনুভূতি ও শ্রুতিসৌকর্যের উপরে নির্ভর করে উৎকর্ষের শীর্ষে তিনি আরোহণ করেন নি।

তাঁর কবিতার ভাষা-বিষয়ে কবির একটি মন্তব্য তাঁর ভাষাচেতনার চমৎকার নিদর্শন রূপে গ্রাহ্য, "The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you." (পত্র সংখ্যা ৬৭)। অন্যত্র কাব্যবিচারে ভাষা, শব্দচিত্র, প্রভৃতির গুরুত্ব নিয়ে কবি যে মন্তব্য করেছেন তার বিশিষ্টতাও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, "In reading over my poem you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect. Time will look to that" (পত্র সংখ্যা ৭৬)। এক্ষেত্রে কবিকে একালীন রূপবাদী সমালোচকদের সমকক্ষ বলে মনে হয়।

॥ আট ॥

মধুসূদনের চিঠিপত্রের ভাষা ইংরেজী। বাংলা সাহিত্যের সীমায় তাই একে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ ঘটনা দুঃখের। কবির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি দুর্ভাগ্যের কারণ বহু বিচিত্র ও নব্য সাহিত্যধারার পথিকৃতের ন্যায় বাংলা পত্রসাহিত্যেরও প্রথম শিল্পী হিসেবে তিনি তাহলে মর্যাদা পেতেন। পত্রসাহিত্য হিসেবে চিঠিগুলির অসামান্য মূল্য আছে। একদিকে চিঠির ব্যক্তিগত সহজ সুরটি কোথাও ব্যাহত হয় নি। অন্যদিকে সংবাদ আদানপ্রদানের শুষ্ক সামান্যতায় তারা পরিসমাপ্ত নয়। চিঠি সব মানুষই লেখে। একালে কচিৎ কোন কোন লোক চেষ্টা করে চিঠির ভাষাকে মার্জিত করে তোলে, তার গায়ে নানা অলঙ্কার ও প্রসাধনের চড়া রঙ্ লাগায়, ভাবানুভূতিতে রোমান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবার অনর্থক চেষ্টা করে। বিশেষ করে প্রণয়পত্র রচনার ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত

ভাবব্যাকুলতাকে চিঠির ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা না থাকায় তরুণ মন কৃত্রিম শব্দবিন্যাস ও প্রথাসিদ্ধ 'রোমান্টিক' ভাব ও প্রসঙ্গের বর্ণনার আশ্রয় নেয়। এ সব চিঠিতে আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যের সৌন্দর্যের চিহ্ন প্রকট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কৃত্রিম চেষ্টা না হয় সত্যকার চিঠি, না হয় প্রকৃত সাহিত্য। অবশ্য বয়ঃসন্ধিকালের লেখা চিঠিতে যেন স্বাভাবিকভাবেই ভাবের ফেনা লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবালুতা, উচ্ছ্বাসের আধিক্য, মাত্রাজ্ঞানহীন আত্মপ্রচারবাসনা, মৃদুকণ্ঠে গুঞ্জরণযোগ্য অনুভূতিকে কম্বুকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলা বিশেষ বয়সের ধর্ম—এটা কৃত্রিম নয়, চেষ্টাকৃতও নয়। সাহিত্য হিসেবে এদের স্বতন্ত্র মূল্য না থাকলেও খাঁটি চিঠি বলে এদের গ্রহণ করতে বাধা নেই। আবার প্রয়োজনীয় তথ্যের আদানপ্রদান, কুশলজিজ্ঞাসা, ব্যবসায়িক আলাপ-আলোচনাই পৃথিবীর সর্বভাষায় লেখা অধিকাংশ চিঠির বিষয়। এরা চিঠি, সাহিত্য নয়। সাহিত্যিক যখন চিঠি লিখতে বসেন তখন চিঠির আকারে প্রধানত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা বা দার্শনিক চিন্তাবিশিষ্ট প্রবন্ধ রচনাই কখনও কখনও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে। চিঠির ভঙ্গিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' বা 'পশ্চিমযাত্রীর পত্র' আসলে প্রবন্ধের গুচ্ছ।[২৮] তবে চিঠির চেহারা নেওয়ায় প্রবন্ধের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিশিষ্ট দায়িত্ব এখানে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। চিঠি লিখতে বসে 'রচনা সাহিত্য' বা 'আত্মগৌরবী প্রবন্ধ' লেখার তাগিদ অনেক সাহিত্যিক মনে মনে অনুভব করেন—বিশেষত একালে যখন পত্রাবলী সঙ্কলন ও প্রকাশের দিকে আলোচক-গবেষকদের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। মনের যে অন্দরমহলে চিঠির উৎস সেখানে লেখক অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গে ডাবা-হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে খেতে অত্যন্ত তুচ্ছ গৃহকর্মের তত্ত্বাবধান করতে পারেন। কিন্তু মুদ্রণ-প্রকাশন জনসাধারণকে যে কোন মুহূর্তে এই ভিতর প্রাঙ্গনে আহ্বান জানাতে পারে, এই চিন্তা লেখককে ভব্য সেজে থাকায় প্ররোচিত করছে। এর ফলে চিঠির আকারে এক একটি রসরচনার শিথিলবদ্ধ অংশগুলি পাওয়া যাচ্ছে, খাঁটি চিঠি হয়ে সেগুলি উঠছে না, উঠছে না পত্রসাহিত্য হয়ে।

সাহিত্যিকের লেখা চিঠি হলেই তা সাহিত্য হয় না। শরৎচন্দ্রের যে চিঠিগুলির সঙ্কলন শ্রদ্ধেয় ব্রজেনবাবু করেছেন সেগুলি ঔপন্যাসিক মনের নানা সংবাদ বহন করেও ঠিক সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। আবার কোনরূপ সাহিত্য-সৃষ্টিতে দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত নয় এমনি ব্যক্তির লেখা উৎকৃষ্ট পত্র-সাহিত্যের উদাহরণও য়ুরোপে অল্প নেই। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পরবর্তীকালে

প্রকাশিত হয়ে এঁদের সাহিত্যজগতে আসন দিয়েছে। জীবৎকালে এ আসনের কথা হয়ত তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মধুসূদনের চিঠিগুলি সাহিত্য হয়ে উঠেছে, চিঠির লক্ষণ থেকেও চ্যুত হয় নি। কবি যতই উচ্চ আশা পোষণ করুন তাঁর চিঠিপত্র সযত্নে সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হবে একথা ভাবতে পারেন নি, অন্তত একথা ভেবে তিনি চিঠি লেখেন নি। তাঁর পরিণত বয়সের অধিকাংশ চিঠি বস্তুমূল। তারা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনের দিকে একাগ্র গতিতে ধাবমান। শুধু প্রথম তারুণ্যের কতকগুলি চিঠি মনের ফেনায়িত উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করবার জন্যই লেখা। প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ছাড়া আরও দু-চারটি চিঠি যা লেখা হয়েছে কবির মানসিক স্থিতির দিক থেকে তারও পরোক্ষ প্রয়োজন ছিল। পূর্বের আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। সাহিত্য করার জন্য কবি চিঠি লেখেন নি। এগুলি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত পত্র। প্রধানত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লেখা। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় পত্রগুলি পর্যন্ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এর সাহিত্য-লক্ষণ দুটি—এক। কবির ব্যক্তিত্ব এদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে; দুই। ভাষারূপে এরা সাহিত্যিক সিদ্ধির নৈকট্য পেয়েছে। পূর্বেই বলেছি ইংরেজী ভাষা কবির দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতই ছিল। এ ভাষায় তিনি কবিতাও লিখেছেন, স্বপ্নও দেখেছেন। দীর্ঘকাল ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করেছেন। তরুণ বয়সে কবিতা লিখেছেন ইংরেজীতে। মাদ্রাজ প্রবাসে বহু কবিতা এবং একটি মাঝারি আকারের পূর্ণাঙ্গ আখ্যানকাব্য কবি লিখেছেন এই ভাষায়। পরবর্তীকালে অপরের নাটকের (রত্নাবলী-নীলদর্পণের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে) ইংরেজী অনুবাদ যেমন করেছেন, নিজের নাট্য-কাব্যাদির ইংরেজী অনুবাদেও হাত দিয়েছেন। সাংবাদিক হিসেবে ইংরেজী ভাষাকে সুন্দর এবং স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন। এইসব সময়েই (১৮৪১-৬২) সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিঠি তিনি লিখেছেন। পরবর্তী-কালেও (১৮৬২-৭২) বহু চিঠি তাঁকে লিখতে হয়েছে। কবির ইংরেজী ভাষা-চর্চার প্রকৃত সৃজনধর্মী সাফল্য যদি কোথাও ঘটে থাকে তবে তা এইখানে—পত্রাবলীতে, যেখানে তিনি সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি—প্রয়োজনেই চিঠিপত্র লিখেছেন, কিন্তু যেখানে তাঁর শিল্পীমন সেই প্রয়োজনকে হয় সাহিত্যের আনন্দভোজে রূপান্তরিত করেছে কিংবা শুষ্ক প্রয়োজনের চারপাশে প্রাণের ও ভাষার রঙ দিয়েছে।

কবি চিঠিপত্রে কখনও কখনও স্থানকালের বর্ণনা করেছেন। তবে তা

প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিকভাবে আসে নি, এবং কখনও প্রাধান্য পেয়ে চিঠির বিষয়কে আচ্ছন্ন করে নি। ইংলণ্ডের তীব্র শীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তুষারপাত দর্শনের মুগ্ধতাকে প্রকাশ করেছেন দুগ্ধ সাগরের উপমা দিয়ে, হ্যাম্পটনপ্রাসাদ ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন সোৎসাহে, রাজ-উদ্যানে অবসরযাপনের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, "I go sometimes to the king's garden and think of you, when I feed the fish and swans that come like a band of pirates." (পত্র সংখ্যা ১০৩)। কিন্তু কবি মধুসূদন অন্তরের সমগ্রতা নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন না। তাঁর চিঠিগুলি নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করে। তবে ফরাসী দেশের রাজকীয় ভোগসমৃদ্ধ জীবনের বর্ণনায় কবির ভাষা আবেগকম্পিত এবং বর্ণনা বর্ণময় হয়ে উঠেছে (পত্র সংখ্যা ১০২)। এই পত্রাংশের ভাষা কবি-আত্মাকে যেমন প্রতিফলিত করে, ভাষা-সৌন্দর্যের সিদ্ধিতে তেমনি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক নৈপুণ্যের প্রমাণ দেয়।

য়ুরোপ থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে বস্তু কিছু অধিক। কিন্তু এর মধ্যেও ভাষায় আছে অসাধারণ উত্তাপ যাতে আপন বেদনা যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে প্রাপক বিদ্যাসাগরের করুণা এবং কঠিন ব্যক্তিত্বের একটি চমৎকার চিত্র। এ চিঠিগুলিও সাহিত্যিকের হাতের স্পর্শ থেকে প্রায় কোথাও বঞ্চিত হয় নি। শুধু নিজের অভাবের সংবাদে এরা পূর্ণ নয়, একটি প্রতিভাবান উচ্চহৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তির দারিদ্র্য-জনিত তীব্র হাহাকার ও ক্রোধকে কবি ভাষার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সঞ্চারিত করেছেন। আমরা কবির অভাবের শুধু সংবাদ পাই না আমরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করি। এখানেই এদের সাহিত্যিক মূল্য। কচিৎ কৌতুক-রসের সংযোগ ঘটেছে পত্রে, কচিৎ ব্যঙ্গের ঝাঁঝ প্রকাশ পেয়েছে—ফলে এদের আস্বাদ বর্ধিত হয়েছে।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে লেখা চিঠিগুলি বিষয়-প্রধান। বিষয়ের মধ্যে উল্লসিত নৃত্যের আনন্দ কবি অনুভব করেছেন। এদের ভাষায় কবি যে পরিমাণ উত্তেজনা ও উল্লাসের অট্টহাস্য ধ্বনিত করেছেন তা বিষয়কে বুদ্ধির অনুগত মাত্র করে রাখে নি, তাকে আবেগের এবং কর্মলোকের সাহচর্য দান করেছে। রামের প্রতি ঘৃণায় (I despise Rama...), রাবণ বা ইন্দ্রজিতের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় বিচারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে কবির চিত্তোদ্বেলতা। এ ভাষা কবির ভাষা। এর তীব্র আবেগ পাঠক-অন্তরে

তীরের মত বিদ্ধ হবেই। এরূপ উদাহরণ আরও সংগ্রহ করা যেতে পারে। কালিদাসের কাব্য-নাটকের রোমান্টিক সৌন্দর্যের বর্ণনায়, কিংবা জার্মান ভাষার কঠিন বাধা লঙ্ঘন করে গ্যেটে, শীলারের কাব্য-সৌন্দর্যের পরুষ আস্বাদের চমৎকার উপমাত্মক চিত্রাঙ্কনে ("An Amazon my friend is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf.") এবং সর্বোপরি মিলটনের কাব্য-সৌন্দর্যের ব্যাখ্যানে কবি কখনও সৃজনধর্মী সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কখনও আবার শুধুমাত্র আনন্দটুকুকে যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন তার সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য।

কবির চিঠিপত্রের ভাষা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সব চিঠিগুলি পড়লে প্রথমেই মনে হবে যে এ ভাষারীতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একরূপ থাকে নি, এর মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন এসেছে। প্রথম জীবনের পত্রে যে ভাষাভঙ্গি লক্ষণীয়, উত্তরজীবনের চিঠিতে তা থেকে কবি বহু দূরে সরে এসেছেন। প্রথম তারুণ্যের পত্রে ভাষায় উচ্ছ্বাসের অত্যধিক প্রবলতা ও তরলতা লক্ষণীয়। মধ্যপর্বে (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে) কবির ভাষার উচ্ছ্বাস ঘনীভূত হয়েছে, আবেগানুভূতি গভীর হওয়ায় তার ফেনময় ভঙ্গি সংহত হয়েছে, আবেগের সঙ্গে মননের সংযোগ ঘটেছে। এর মধ্যে বিশেষ করে তৃতীয় পর্বে কবির ভাষা সৌন্দর্যের শীর্ষে উঠেছে। শেষ পর্বের চিঠিগুলিতে ভাষা প্রায় উত্তেজনাহীন, আবেগের স্রোত যেন রুদ্ধপ্রায়, নদীগর্ভ নুড়িপ্রস্তরের করোটিহাস্যে শ্মশান-শোভা ধারণ করেছে।

কবির ভাষায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য আছে, তবে তার মধ্যে লেখকের স্বতোৎসারিত সৌন্দর্যচেতনা এবং ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে মধুসূদনের ভাষায় রোমান্টিক আবেগ ও আকুলতার সঙ্গে পুরুষোচিত দৃঢ়তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। গদ্যভাষাও যে নিজের জাত না খুইয়ে একটা অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত ছন্দ-সঙ্গীত পাঠকের কানে ধ্বনিত করতে পারে কবির চিঠিগুলির ভাষা তার প্রমাণ দেবে। এই ভাষা যাঁর কলমের তিনিই বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা একথা বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মূল জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

॥ সাত ॥

মধুসূদনের কাব্য-নাটকগুলির প্রকাশকাল পাঠকের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এদের প্রকৃত রচনাকাল জানবার একমাত্র উপায় কবির চিঠিগুলি। এ বিষয়ে চিঠির সাক্ষ্যগ্রহণে যতটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব তার ফল আমি এখানে বিবৃত করছি—

	প্রকাশকাল[২৯]	রচনাকাল
শর্মিষ্ঠা নাটক	জানুয়ারী, ১৮৫৯	১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের পূর্বে রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৬ই জুলাইয়ের পূর্বে অনেকটা লেখা হয়। ঐ বৎসর শেষ হবার আগেই রচনা সমাপ্ত হয়।[৩০]
একেই কি বলে সভ্যতা ?	১৮৬০	প্রহসন দুটি ১৮৫৯ সালের ৮ই মের পরে অল্পকালের মধ্যে লিখিত হয়।[৩০ক]
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬০	
পদ্মাবতী নাটক	এপ্রিল (?) ১৮৬০	মে, ১৮৫৯-য়ে অনেকখানি (৪র্থ অঙ্ক পর্যন্ত) লেখা হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাসে লেখা শুরু হয় এবং মে মাসের পরে লেখা শেষ হয়।[৩১]
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	মে, ১৮৬০	১৮৫৯-এর জুলাইয়ের পূর্বে শুরু এবং সম্ভবত ১৮৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে শেষ হয়।[৩২]
মেঘনাদবধ কাব্য ১ম খণ্ড	জানুয়ারী, ১৮৬১	১৮৬০-য়ের এপ্রিল মাসের পূর্বে আরম্ভ হয়েছে।[৩৩]
২য় খণ্ড	১৮৬১	১৮৬১-য়ের ফেব্রুয়ারীর পরে সমাপ্ত।[৩৪]

	প্রকাশকাল	রচনাকাল
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	জুলাই, ১৮৬১	এপ্রিল, ১৮৬০-য়ের মধ্যে সমাপ্ত।[৩৫]
কৃষ্ণকুমারী নাটক	শেষ ভাগ, ১৮৬১	১৮৬০ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর।[৩৬]
বীরাঙ্গনা কাব্য	ফেব্রুয়ারী (?), ১৮৬২	সম্ভবত ১৮৬১-য়ের শেষ ভাগে কিংবা ১৮৬২ সালের একেবারে প্রথম দিকে সমাপ্ত।[৩৭]
চতুর্দশপদী কবিতাবলী	আগষ্ট, ১৮৬৬	১৮৬৫ সাল।[৩৮]
হেক্টরবধ	সেপ্টেম্বর, ১৮৭১	—
মায়াকানন	১৮৭৪ (মৃত্যুর পরে)	—

এ তালিকা সন-তারিখ সর্বদা সুনির্দিষ্ট করে ধরে দিতে পারে নি, কিন্তু কবির মনের অল্লাধিক কম্পন-এর সাহায্যে অনুধাবন করা একেবারে অসম্ভব নয়।[৩৯]

১ "Perhaps there is nothing the public enjoys so thoroughly as getting behind the scenes. To sit on the front benches and admire the net result of genius is tame work as compared with the exciting sensation of penetrating into the green room, and seeing with your own eyes how commonplace after all are the materials by which the most striking effects have been obtained."
—Mathilde Blind : Introduction to the letters of Lord Byron.

২ "বহু দূর-দেশান্তর হইতে হয়ত প্রিয়জনকে পত্র লিখিতেছি,—লিখিতেছি কত দেশের কথা,—তাহার প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা—সে দেশের লোকজন, আচার-ব্যবহার, সমাজ-শিক্ষা, রাষ্ট্র-ধর্মের কথা; কিন্তু তাহাদিগকে কখনই শুধু সংবাদের মত করিয়া লিখি না,—তাহার সকলের ভিতরে মিলাইয়া মিশাইয়া বিলাইয়া দিই আপনাকে।" —শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের একদিক

৩ Mathilde Blind : Introduction to the letters of Lord Byron

৪ সম্প্রতি পূর্ব বাংলায় আবদুল কাদের সম্পাদিত 'নজরুল রচনাসম্ভারে' কবির একগুচ্ছ-পত্রসঙ্কলন উপস্থিত করা হয়েছে। তাতে কবির অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্ব (সৌন্দর্যসাধনা তথা উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক মুক্তবক্তৃতার মধ্যেকার) চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৫ আমি 'মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্পে' তাঁর কাব্য-আলোচনায় এবং 'নাট্যকার মধুসূদনে' তাঁর নাট্য-সমালোচনায়-চিঠিপত্রের প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি।

৬ এ বিষয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সুন্দর মন্তব্য করেছেন, "নবযুগের বাংলার আদি কবি মধুসূদন 'আমাদের মধ্যে প্রধান মানুষ' ও 'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী' পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ অনুরাগীরাও তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণে আংশিক ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের দুজন শ্রেষ্ঠ কবিই কেবল বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন, এটা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কবির দৃষ্টিপথেই মানুষের সত্তার 'সমগ্রতা' ফুলের মতন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। একজন সাধারণ মানুষের চরিত্র বুঝতে হলেই কিছুটা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। কেবল বাস্তব বুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় একটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মাপা যায় না। যাঁরা অনন্যসাধারণ তাঁদের চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে হলে কল্পনাকে বহুদূরে প্রসারিত করতে হয়। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে তাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের দিগন্ত পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।"

এই প্রসঙ্গে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর' নামক প্রবন্ধ ('দেশ' পত্রিকা, ১৪ই মাঘ ১৩৬২) দ্রষ্টব্য।

৭ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'।

৮ 'মধুস্মৃতি'।

৯ 'মাইকেল মধুসূদন'।

১০ 'মাইকেলের একটি বিস্মৃত গ্রন্থ', 'প্রেস ইনয়ে মাইকেল', 'মাইকেল ও নীলদর্পণ', 'মাইকেল ও বিদ্যাসাগর' ('দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ১৩৬১ ও ১৩৬২ সালে প্রকাশিত)।

১১ বায়রনের জীবনী কবির এই কালের বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

১২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মধুসূদনের জীবনী-গ্রন্থেও এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখায়ও তিনি কিছু গোপন করতে চাইছেন বলে মনে হয়।

১৩ হেনরিয়েটাকে কবি প্রথমবার মাদ্রাজে রেখে কলকাতায় চলে আসেন, দ্বিতীয়বার কলকাতায় রেখে য়ুরোপে যান এবং তৃতীয়বার য়ুরোপে রেখে কলকাতায় ফিরে আসেন। নানা বাস্তব কারণ এই কার্যের পিছনে থাকা স্বাভাবিক। মধুসূদন দায়িত্ব-পালনে অস্বীকার করেছেন এমনও নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভালবেসেছেনও খুব।

কিন্তু বারবার এরূপ আচরণ কি কবিমনের অচেতনপ্রান্তবাসী মুক্তিকামী চিত্তের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে না?

১৪ 'নাট্যকার মধুসূদনে' এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৫ "Just fancy,—what a fellow that M. C.—is. He owes me upwards of, 3000 Rs. yet and would have cheated me out of it but for my wife's careful management of my affairs; for I was under the impression that the man had paid me everything he would; but her books, showed his r-y."

১৬ "Though I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with reference to M-b, I felt certain that you would soon find out the real nature of the man, he is mean, avaricious and faint-hearted... And for D—, he is as you say rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him, not to the hangman, but to silent contempt." (পত্র ১০৭)

১৭ "I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. If you have money, you are 'বড়মানুষ', if not nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the বড়মানুষ among us? The nobodies of Chorebagan and Barabazar!"

১৮ যে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নেই তা নিন্দার্হ। মধুসূদনাদির ছাত্রজীবনের শিক্ষায় এই ত্রুটি ছিল। কিন্তু এত স্পষ্ট করে কবির পক্ষে তার সমালোচনা করা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

১৯ আমার 'মধুবিচিত্রা'র 'সাংবাদিক মধুসূদন' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সম্ভবমত বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

২০ "as yet we have not established a National Theatre."

২১ "to give our national poetry a good lift."... "I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias."

২২ "The subject you propose for a national epic is good—very good indeed."

২৩ বর্তমান লেখকের 'মধুবিচিত্রা' নামক গ্রন্থের 'মধুচর্চার এক শতাব্দী' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

২৪ ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মাইকেলের কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

('আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬২)

২৫ কয়েকটি 'রস' নিয়ে তিনি সনেট লিখেছেন। সেখানে abstract-কে দেহরূপে বদ্ধ করাই সম্ভবত কবির লক্ষ্য ছিল, রসতত্ত্বে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটি সেখানে আসল নয়।

২৬ "আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে 'বিজয় বসন্ত', 'কামিনী কুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরনের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, 'হংসরূপী রাজপুত্র',

'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোটগল্প এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটি নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

২৭ নাটকের সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের বাসনার কথা তাঁর চিঠি না পড়ে জানার উপায় নেই। অথচ এই বাসনা এবং এর চরিতার্থতার অভাব তাঁর নাটকীয় অসাফল্যের একটি প্রধান কারণ। শুধু নাটক পাঠ করে এই মূল রহস্যটি ভেদ করা যায় না।

২৮ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র বিচিত্রা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৯ প্রকাশকাল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' থেকে গৃহীত।

৩০ মধুসূদন জানুয়ারী ১৮৫৯-য়ের একেবারে প্রথম (৯ই জানুয়ারী যে রবিবার তার পূর্বের কোন এক রবিবার) অথবা ১৮৫৮-এর একেবারে শেষে শর্মিষ্ঠার রামনারায়ণকৃত সংশোধন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। নাটকটি নিশ্চয়ই তার পূর্বে লেখা শেষ হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, পত্র ৫২ নং।) ১৮৫৮-য়ের জুলাই মাসে গৌরদাসের কাছে এক চিঠিতে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কবির ঐ নাটকটির রচিত অংশ দেখতে চান।

৩০ক ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ই মে কবির কাছে প্রহসন লিখবার অনুরোধ পাঠান এবং দ্রুত লিখে দিতে বলেন।

৩১ পত্র সংখ্যা ৫৫

৩২ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৫৯-য়ে এই কাব্যের প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হয়। ২৪শে এপ্রিল ১৮৬০-য়ে রাজনারায়ণকে লেখা কবির পত্র (৫৬ নং) দেখে বোঝা যায় বহু পূর্বে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে, মুদ্রণও সমাপ্তপ্রায়।

৩৩ পত্র সংখ্যা ৫৭

৩৪ পত্র সংখ্যা ৬৭ এবং ৬৮

৩৫ পত্র সংখ্যা ৬০

৩৬ "Begun 6th August, finished 7th September rather quick, work, old fellow." [—কবির পত্রাংশ]

৩৭ পত্র সংখ্যা ৭৪

৩৮ পত্র সংখ্যা ১১০

৩৯ আমি 'মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্পে' ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিচার প্রসঙ্গে যথার্থ রচনাকাল জানার তাৎপর্য কিছু পরিমাণ আলোচনার চেষ্টা করেছি। এই কাব্যটি কবি খুব serious মন নিয়ে সৃষ্টি করেন নি। তিলোত্তমা ও মেঘনাদের মাঝখানে এর রচনা-কাল। কবির মনের ক্ষণিক বিশ্রাম-কামনায় এর জন্ম। প্রকাশকাল দেখে এ সত্য বোঝা যায় না।

আমার 'নাট্যকার মধুসূদনে'ও প্রকৃত রচনাকালের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত হলেও 'পদ্মাবতী'র বেশির ভাগ রচিত হবার পরে প্রহসন দুটি রচিত হয়। কবির নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্রমবিকাশের দিক থেকে এ তথ্য উল্লেখযোগ্য।

কবির সবচেয়ে পুরানো যে চিঠিগুলি পাওয়া যাচ্ছে তা ১৮৪১ সালের আগের লেখা নয়। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত কবির জীবনের প্রথম পর্ব। এই সময়ে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি মধুসূদনের জীবনব্যাখ্যাতার পক্ষে এক বড় সমস্যা। নিকটতম বন্ধুর কাছেও কবি এর প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করেন নি। অন্তত প্রাপ্ত পত্রগুলিতে তার কোন প্রমাণ মেলে না। এই কালসীমার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জী—

১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

১৮৪৪ সালের নভেম্বর মাস—বিশপস্ কলেজে প্রবেশ

১৮৪৮ সালের প্রারম্ভ—মাদ্রাজগমন

[1][১]

My dear friend[২],

You are such a boy that you scarcely deserve any favour at all. You see how many times you have disappointed me, but, however, I should be glad to see you at any time you please. Give my compliments to Babu B. N[৩]. I have got my medal[৪] sent me yesterday by Mr. Kerr[৫]. Excuse me, Gour, I can't write anything else, today being Sunday. Yours as ever,

By the bye, I am writing a long poem[৬].

[2]

My dear Gour, Well, if you can't bring B.[৭] and M.[৮], don't come this evening—I mean to my dinner, but you are welcome to come and see me. *To come.* My medal is with my father—I am very busy about sending to press *a poem* (not for publication, but merely to have a proof copy for myself.)[৯]

My respects to Boloy.[১] If you don't come this evening, I will be sadly disappointed. I have many things to tell you. On the other side of this paper there goes a note to B. Yours.

[3]

My dear Gour, I was too busy when your man called for the walking stick. What have you decided upon ? Yea or nay ? Kindly get the accompanying posted. I believe it double. Ever yours.

[4]

My dear Gour, I have been *very* unhappy and unfortunate since I wrote to you last. In the first place my poor mother is ill—in the second one of my best friends in College is lying almost on his *death-bed.* I haven't had a wink of sleep for the last 4 days. What can I do ? Do have patience with me, my dear Gour, all shall be right soon. Yours affectionately.

[5]

You ought to know, Baboo, that I have no longer 50 people under me ready to do anything and to go anywhere I like. Your cap has lain with me from time immemorial. I had no one to send it to you through. Now I send it with apologies for this delay,—and the assurance that (though you have forgotten me) I love you with the same zeal and affection that I had for you once. I am, Truly yours.

[6]

The Baboo M. S. Dutt's compliments to the Baboo G. D. Bysac, and begs to inform him that he called here at sacrifice of time—and some money too—to have the pleasure of the Baboo G's company. The Baboo G. it should seem is now peculiarly fond of being 'not at home.' The Baboo M. wants Language to express the keenness of his disappointment :—but, as it is, the Baboo M. has no alternative but to make his 'exit.' He can't sit alone.

[7]

My dear Gour, I can't deny that I have given you cause of complaint; but the thing is—I have been most woefully off with regard to health—Head-aches etc. etc.—my old tormentors have been bothering me for the last month; besides my time is *too-much* engaged. I am also preparing for Examination ! ! ! What say you to that, 'O tempus !—O mores' as the Latin Poet[১১] says—that is in plain English—'Oh ! the times ! Oh ! the manners !' By the Bye—I called at your place some evenings back, I fear your infernal servants didn't apprize you of it. You were out, Well, I fear *you are giving way to the vices too prevalent amongst our Indian youths of education.* But, hang me, I don't know what I am writing—my head is not at all steady; now don't think I am drunk,—but I have a horrible attack of rheumatism, gout now grinding my poor bones. Yours in pain and Rheumatically.

[8]

Kidderpore.

Your thundering letter of Saturday last came over me like a thunderbolt: Oh ! with what a beating heart I read it ! In every line, in every word there were Rage—Fury—Hell—and Death !—Well, I was guilty.—and I offer many apologies for it: your friends, if they are gentlemen—"a set of liberal creatures" as I am sure they are,—since they are your friends,—will, I hope, readily admit of my apology:—Tomorrow,—Depend upon it,—nothing earthly shall hinder me from retrieving my honour;—the boat shall be kept at Juggennauth's—and I will be with you at 10, 11, 12, 1, 2 or any hour you please, and will embark together, for it will be very inconvenient for me to go (from here) at once with the boat:—By the Bye,—to-day is a glorious day,—How do you like to see the Tamasha[১২],—if you please, I can be with you at 7 in the evening, and then sally together.

Dear Friend, I entreat you do not disappoint me in this. The eatables I intend to take with me to-morrow shall be

(if you like) Biscutis and mutton-patees,[১৩] (mutton-patees are made of flesh remember,)—

Your Harkaru[১৪] and Shakespeare are returned with thanks: I hope you will not write an *angry answer* to this letter.

Be gentle, or rather—be Gourdass "an," as I used to call you long ago—"amiable gentleman." My cousin is much better. Yours.

[9]

Perhaps you won't see *me* this evening —If I go—as I hope I will— I will be in the upper hall where you cannot go without a pass.—D. L. R.[১৫] has given me one. I didn't ask him for it,—because I didn't know any such thing should be required—What pity I didn't ask him for another for yourself. If you go—go early. Stand at D.L. R's gate, I will meet you there and if possible procure a pass. Yours.

[10]

True too, true my dearest Gour ! The storm has at last hurls upon me ! I am ordered to depart from own this very night for our country-house. But Oh ! where shall I go ? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings ! Language cannot point them ! To leave the friends I love,—particularly ONE,—(imagine, who that 'one' could be) my poor heart cann't but break ! Well, may I exclaim in the language of the poet,—'Oh ! insupportable, Oh ! heavy grief !'—I wish I could see you ;—but Oh ! that cannot be !—I am not allowed ! dear, dear, Gour !—dearest friend ! do not forget me !

If I do not start to-night, I shall see you tomorrow at the College. As I am to embark at Balliaghata, I shall once step into the College when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Fare-well ! I don't know when I shall return from our

country-house. When you go to the Mechanic's[১৬] give my compliments to Harris.[১৭] "FAREWELL FOREVER".

Khidirpore
Sunday 7th August 1842,

I remain as I have been Dearest Gour your ever obed't and devoted, but unfortunate friend.

P. S. The accompanying copy of 'Forget me not' is a present to you. I had no time to get it bound. Pray, get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfortunate giver's respect, esteem and love.

[11]

My ever-beloved Friend,

Don't condemn me because I wrote to you without any very important cause. Don't say—"your man came to me overpowered by the Sun" and so forth, and never as that cutting, wounding, piercing, killing and keen style you got in once. So far for a poem,—preface,—preamble, —exordium—or whatever you please :—Dear Gour ! I have not seen you for a long time,—long time, I say, it is,—and perhaps will not have the pleasure [Oh ! it is something more exquisite than the vulgar word 'pleasure'] of seeing you for some days more. I am going away, not to Jessore, man ! but to a noble friend of my Father's. The Rajah of Tumlook.—Wednesday last I did go to the Mechanic's —not to learn Drawing :—"Oh ! no 'twas for something more exquisite still !! " that is to see you :—but the door was shut. By the Bye—I have not yet received the 'Gleaner.'[১৮] The beggar Carrey[১৯] hasn't sent it to me tho' I have written to him : I write to him to-day again : Have you received the "Blossom"[২০] (I haven't). Pray, send it to me : Good Heavens—what a thing have I forgotten to inform you of—I have sent my poems to the Editor of the Blackwood's[২১] Tuesday last : I haven't dedicated them to you as I intended, but to William Wordsworth[২২], the Poet : My dedication runs thus : "These Poems are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esq, the

Poet, by a foreign admirer of his genius—the author." Oh! to what a painful state have I committed myself. Now, I think the Editor will receive them graciously, now I think he will reject them.

Shall I see you at the Mechanic's to-morrow? O! come for my sake!—By the Bye!—dull fellow! stupid creature, thou hast forgotten thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet! When will you do that?—If you do not do it, my last calling on at yours or rather Raj Kristo's,[২৩] would be the last.—What a long letter have I written! but I cannot help doing so when I seize my pen with the intention of writing to you:—Where is B. B. D?[২৪] Is the Beggar gone home:—Where is my Eutropius? (Roman History in Latin)[২৫], Gour, if you do not call on me pere, someday or other during this vacation; you will break my heart:—nay, never shall I set my foot on the ground where stands a Bysac's house. With compliments, thanks, respects, tenderings of love, affection I remain, most beloved Bysack truly yours.

Kidderpore, *7th Oct. 42.*

P. S. Your Byron Vol. *2nd* Crabbe[২৬] with thanks are hereby returned.

[12]

To

The Editor of Bentley's Miscellany[২৭]

London.

Sir,

It is not without much fear that I send you the accompanying productions of my juvenile Muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage the aspirants to 'Literary Fame' induces me to commit myself to you. 'Fame', sir, is not my object at present; for I am really conscious I do not deserve it;—all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Public like the British-discerning generous

and maganimous will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu College in Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of your land, Cowley.[২৮] "in learning but not in age."

Calcutta, Khidirpore
Oct. 1842.

I remain &c.

[13]

Kidderpore, 13th October 1842.

I am sorry, really sorry to inform you my dearest Gourdass, that cause, an unheard of—an unthought of, an undreamt of cause has disconcerted all the plans we formed the other day. A cousin of mine is ill,—most dreadfully ill—in short,—on the last stage of illness : Poor fellow ! I am really affected by his sufferings : Well ;—on the Bhesan-day of the approaching Kartic-Poojah, depend upon it ;—nothing earthly shall prevent us. If you take any friend of yours with you that day,—(Monday next) mind, it must be a *liberal* set of friends. Because I intend on that day, most noble Gour, to worship 'Bacchus'[২৯] *with you*, a pleasure, which I have not yet enjoyed. I am sure you won't disappoint me. On that day—on that eventful day—we shall have a dinner from Mars and Stone. On the Budgerow I will only take with me one friend—a man [I mean a youth] that is dying to be introduced to you. *He is my companion,* —*my associate.* From this you must judge of his character. Write to me fully on this subject : By the Bye, shall we not meet to-day at our "blest assignation ?" "Perspective drawing" I hate ; but who the devil can resist the temptation of going to where such glorious "points of vision" as *thy* eyes ! are disclosed to his sight !—Not I—upon my word,—not I.—Shakespeare and the Harakaru you cannot have to-day ;—To-morrow you will :—They are both out with friends :—Perhaps you will have them at the Mechanic's (our "assignation"—blest place !). But no more of *Jesting*

and *Joking*. Let me be *serious* and with an "Owlish gravity" assure you that I am truly yours.

P. S. For Lavendar, I have told the man :—I hope you will read this letter with "pleasure."

[14]

Tumlook 3rd Kartic 1249 Tuesday Morning.

My ever-beloved friend,

I write you this letter from a distance of 50 miles ;—I left Calcutta with my father on the day—or rather—night of the Saptami Poojah and reached this place on the morning of Navomi. We were welcomed with the greatest cordiality. Here was a fine Jattra[৩০]....Believe me my dear Gour,—Tho' treated here with the greatest respect, cordiality and honour,—I am dying for Calcutta ; all my dreams of pleasure,—that is—about your visiting my house, —and my visiting yours, have vanished like Alnaschar's 'Castle !'—How truly doth Burns[৩১] says.

"The best laid scheme o' mice an'men"
—Are often disconcerted—

(I do not remember the second line)—I here do nothing but sleep and eat, and now and then read a little out of Campbell.[৩২] and a book called "Letters from Italy."

You need not write to me here ;—I will be with you on Monday next at the College ;—well,—in this vacation you haven't honoured my house with your "Royal presence"—but, others are fast approaching—Kartick Poojah—Shama Poojah —Jagut-Dhatree. I had here a little love affair ;—thus, you see, from an anchorite and monk, I am becoming a decided Rake : If B. B. D. is there, give him my compliments and remember me to your dear uncle. I hope I will take you by surprise one day at yours before our school commences again.

I am, as I have been, and ever shall be, Truly yours.

[15)

My dear Gourdass.

Here's the last letter I shall have to write you from Tumlook ;—Perhaps we will leave this nasty place to-night ; well, we will meet very soon, Good bye. Yours.

Tumlook,
20th October 1842.

[16]

Tumlook, Friday.

My dear Friend,

Last Friday, I wrote a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter I will start to-night but I have not : nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow; but I have no power to fly to Calcutta. Now do I curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far : what a number of ships have I seen going to England ![৩৩] But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from whom we receive no answer. And why is the task awkward ? Because the writer may not know whether the person he writes to, is vexed at his writing or pleased. Well I do not —nay, Gour Dass, I cannot give way to such an idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am Truly yours.

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot peruse what I have written for want of time.

[17]

Tumlook,
28th October 1842.

My dear Gour Dass,

Do you receive the letters I write you?—'pon my word,—a most tormenting,—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault. I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you,—I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you that the little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifying is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more*. Don't think my "Day is over". I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing from *i. e.* Tomlook.[৩৪] But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or to-morrow. Well, Monday next at the College we will meet. Be sure of that, as well as that I continue truly, eternally, and most affectionately yours.

[18]

Khidirpoor,
25th November, 1842, Night.

My Dear Friend,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from College

during D. L. R's absence. Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to College until D. L. R's return, be it of whatever duration, I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians except a few souls who love me, and whom I love ;—and I hate the d—d fellow K—r ! This will do me no harm—none whatever—

> A fig for your scholastic fame,
> Your Scholarships and Prizes :—

except one—a mighty one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am *of you*. This sounds like flattery *but it is not so*. It is *truth*. There is not in this wide world a soul I prize so much as *thine* : You have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and what not ? God bless you, my lad ! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of *true friendship* as yours, in this "deceitful" world of ours. As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered and that with the tenderest feelings of friendship ! When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course.[৩৫] This is what I have been thinking of to-day : I must do it. If circumstances allow, I intend taking one, even before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy *sweet* self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery—don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next ? If you do, bring Moti[৩৬] with you : and let me know that I may be prepared (poor as I am), to receive so *beautiful* a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but *inclination* to honor my "humble shed" with your handsome presence !! This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father is going to a noble friend of his to-morrow. We won't have the Jatra (যাত্রা). When you go to College,

remember me to Moti and Madhub[৩৭] and Boncu, if the beggars come to College. Don't forget. I am reading Tom Moore's[৩৮] Life of my favourite Byron—a splendid book upon wy word ! Oh ! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be a great poet—Which I am almost sure I shall be, if I can go to England.[৩৯]

Believe me, your most affectionate friend.

P. S. An answer shall be very, very, very pleasing, my Gour !

2nd. P. S. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write—write—write !!!

[19]

Kidderpore
26th Nov., 1842, Sunday

My dear friend,

There's a bottle (or whatever you please to call it) of Pomatum for you. I don't require your thanks, but you must praise my readiness in obeying you ; I am sorry, I am not yet able to procure Lavender for you ; you must excuse this ; I am very much importuning the man, the d—d shopkeeper who supplies me with these things. To-morrow I won't go to college, this is my resolution. I hate college, I hate K-r, I hate B ! I am now plotting against my own parents. [I won't explain this, understand it yourself] [৪০]. By the bye, last evening you had impudence to tell me (at the M. I.'s) that you will inform my father about my intention of running away to E-d and thereby prevent me from doing so ! If these are what really you think, you are *no friend of mine*, I can assure you. If these are your sentiments, you be d-d ! Perhaps, you think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah ! my dear ! I know that, and I feel for it. But "to follow Poetry," (says A. Pope,[৪১]) "one must leave father and mother." Too much of this. You are wise, think on it. I intend to write you a long letter but unfortunately a host of friends (acquaintances) are

sitting round me. I am called away to play the chess, my favourite chess[৪২]. Write as long a letter as you please. I like to read long letters from *you.* The answer of this will, I believe, begin, "Surely you are loading me with presents, etc" How acute my memory! I read your letters with so much attention that I can repeat them (each of them) word per word, tho' you couldn't recollect something of a letter of mine last evening at the M. I.'s!

Excuse this shameful scrawl. My pen is bad and I don't know how to mend one! Mind, I won't go to college to-morrow. I intend writing a note to the d-d fellow K-r for leave of 2 months. I hope he will grant it. If he won't I don't care: but I will absent, I will, I will.

This is not a long letter! Write one exactly as long (longer if you can) as this, and believe me. Yours ever affectionately.

[20]

27th Nov. Night.

There!—I begin this with a critique on the pigmy letter you sent as an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—"to stumble at the threshold is no good omen"—mind you begin—I send you *the* "Shakespeare." Had you been my pupil, Gour,—depend upon it—I would whip you to death or do something worse. "The article 'The' (A, too) is never used before a proper noun"—&c, &c. Again, "The Moore's Poem"!!! etc. etc. Be careful for the future.[৪২] "You like my letters"—eh?—I'm flattered—very much flattered—and gratified—I have done with Tom's "Life of Byron."—The chapter wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree[৪৩]. But who the d—l can read that part of Tom (excellent fellow!) without shedding tears? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) *that you should read this book thro' at the expense of anything it might cost you.* It belongs to M. Here is a letter for him; give it him when you see him at College. By the Bye—how

are you getting on, ye Collegians ! H. C. is an earthly "Pandi-monium" with his d—d Satanic majesty K—r at the head of its vile occupants; (*you* and a few others excepted, of course). But to depart from this, are you coming to the M. I. this evening ? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I. and believe (as usual) Yours ever.

P. S. Send me Tom's Byron's life. I can assure you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least *to me* than its pages;—full of every thing to make the reader—gay—sad—thougtful and so forth.

P. S. 2nd. My resolution (of not going to College during D. L. R's absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying *your campany* there. But that is foolish—is n't it—eh !—what do you say ?

P. S. 3rd. I intended to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time, quite disgusted with my long ones ; but so Fate wills and let her will be done.

[21]

Kidderpore,
27th Nov.. Midnight

My dear Gour,

It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love-inspiring. But, alas ! the heart that "Melancholy marks for her own" imparts its own morbid hues to all around it : and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love letters or gay letters ? You don't know the weight of my afflictions ; I wish (Oh ! I really wish) that somebody would hang me ! At the expiration of three months from hence I am to be married ;—dreadful thoughts ![88] It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine ! My betrothed is the daughter of a rich zemindar ;—poor girl ! What a deal of misery is in store for her in the

ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more, I must, either be in England or cease "to be" at all—*one of these must be done*! You are my friend, Gour! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light: *You are a gentleman.* Hitherto I kept these secrets even from you. But now I cannot; I want sympathy—and to whom am I to look for it? I won't go to College to-morrow; excuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved and honoured and ever shall be so. I will show you my wretched-self, now and then; —but to College—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the Bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"—? Upon my word, I don't understand it; you really *mistify* me; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps I might give a call on you—but if you have nothing of importance to keep you away, pray *do go.* Don't absent for my sake, that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom Moore, and that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one volume, send me the two that contain them: and believe me.

Yours affectionately.

[22][৪৫]

O Gour! Doodeen char deenataye ato !!!

(ও গৌর দুদিন চার দিনেতেই এত !!!)

Now, if you are really desirous to see me, come here, Old Church, Mission Row. You will say, you have no conveyance; well, hire a Palkee[৪৬], do, I will pay. I will. I have plenty of money. If you say you have no paper for writing to Mr. Kerr for giving you permission to come away, here's

a bit. I conjure you by the ties of friendship to come and see me here, (O. C.).

Come, brightest Gour Dass, on a hired Palkee.
And see thy anxious friend M. S. D.

Please to request Shib of the first class to return my Eutropius. Let him keep my Eton Grammar. I have got one, but let him return my Eutropius as soon as he can. Let him read this note.

[23]

My dear Friend

Many, many apologies for this delay in answering your kind, sweet, and *balmy* letter. It came to hand just as I was preparing myself for dinner. I am extremely gratified at the friendly feelings you evince towards me. But I cannot help pitying you for some mistakes you seem to labour under, (I mean, unfortunately labour under). Why should the hour that brought Mr. Dealtry[81] here be stigmatised as *inauspicious* ? Do you think that he persuaded me to embrace Christianity ? You are miserably, pitifully mistaken. I am so happy to think that I shall see *sweet you* in our "Old assignation." But why not come and see me here today ? Come, take Mr. Kerr's permission ; hire a Palkee, I will pay.

[24]

Ever beloved Friend,

"Can I cease to love thee ! No !"—said the poet to his mistress, but so say I to a dearer being, a friend, a true (which is very rare), a true friend ! I plead myself guilty for not answering your affectionate letters. I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father : I am not going to England with Mr. Dealtry ; my father won't allow that. I saw D. L. R. no less than 50 times before his departure and was one of the first persons that knew of his intention.

I saw him a few hours before his setting off. Well, how are you getting on ? Don't fear that I should ever forget you ; but do not forget me yourself. I have bought four beautiful books from D. L. R. at 26 Rs. I have written very little poetry ever since my baptism ; I am plotting something though. They will appear, where do you think, Boy ? in no less a place than London itself. Do you see Bany Bose ? I wonder I can't forget the fellow, tho' he has been never, at least for the last two years, a friend to me. Remember me to Bhoodeb[৪৮], Buncoo etc. Yours ever the same.

Post Scriptum. Who is going to be the Principal ? Kerr, I suppose.. D. L. R. told me so. Has Bhoodeb got his medal ?

[25]

My dear Gour Dass,

"He is a friend indeed.—who helps you in need" says the Proverb. Well I'm "in need" and if you are my "Friend indeed" show it now. Do you think I want to borrow money from you ? Do you think I want to tease your interest with friends to procure me anything.—No. No. No. Nothing of the sort—Don't startle. Alas ! I am *Alone !* and am "in need" that is I want company. Well ! will you come and pass this day with me ? *I am almost sure you won't,* but still as you profess to be my *friend* I think it something like duty in me to inform you that I am dreadfully "in need."

Old Church 1843. Yours very, very affectionately

(26)

Belovedest,

Most dearly-loved and much-valued Friend. What's the matter with you ? Can't you write a few lines to me ? Do not forget me, for by that you break a most solemn and

oft repeated promise. There are some copies of my hymn. Give one to Mr. Kerr with my respects. If you like to write to me send your letter to the care of the Revd. K. M. Banerjea,[২৯] Christ Church. Give my compliments to Bholanath if you see him.

1843

P. S. Excuse haste. Yours as ever the same.

[27]

My dear Friend,

I am sorry to say that I did not read your very kind letter (of this morning) till many hours after your man left it here, I was fast asleep when it came to hand. What a pity my dear fellow ! However here are 3 tickets for you, I ought to have had 16 but they've sent me 8. Wait, I will not let it pass with silence. What treachery—what falsehood ! what abomination ! Yours.

P. S, You write on the back of your letter "To Christian M. S. Dutt from G. D. B." *I do not like it.*

[28]

My dear Friend,[৩০]

Thank you for your kind note. Just drop me a line or two in the morning previous to your and friend Madhub and Gour's honouring me with a visit, I would beg of you three to come in *full dress.* Id est (?) quite *Mirza-like*, (Hindustanee dress I mean) as the place we shall have to go is a European's. Don't fear publicity, it is as private as the inmost core of old Nick's heart.

Remember me to M and believe to remain yours eternally.

P. S. Excuse paper, haste and all.

[29][৫১]

My dear Gour,

It is very lucky that our *Michaelmas vacation* commences from 9 o'clock to-morrow. I shall be most happy to do anything for you. If you want me, just let a carriage wait for me either at Baboo's or the Kidderpore ghaut precisely at 9 o'clock,—the latter place would be more convenient. As it is Sunday, I cannot write to you at any length, so good bye.

Bishop's College,
17th August.

Yours ever the same.

[30]

My dear Friend,

Here's the pamphlet which contains (not "Mr. George Thomson") but an article about him. I am very much obliged to all your friends. I would be very glad to see them at any time you would appoint, except Sundays and Thursdays. Yours.

I do not like "My dear Christian Friend M. etc."

[31]

Bishop's College, 27th January 1845

My dear Friend,

It is a matter of regret to me that I haven't been able to answer your two *very* kind letters ere this ; but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would excuse me. However, at anytime that is convenient to you, I should be extremely happy to see you as well as the friends you intend to bring with you. By the bye, you ought to address me in the following manner.

"M. Dutt Esqr. or Baboo" (if you please) Bishop's College ; and nothing more. I must beg pardon for this

short letter, but upon my word, I can't afford a minute more ; so good-night.

Yours ever the same.

[32]

My dear G.—

Come by all means, if you can ; but make up your mind to remain to a late hour, as I cannot exactly be at your service the whole day. I am very busy just now, but come by all means. If you don't find me in my room when you come, sit down and amuse yourself. Come in your *proper* dress[৬২], as you may see people in my room to whom I would wish to introduce you. What a cool and splendid day !

Bishop's College
13th October

Yours in haste,

[33]

My dear Gour,

It's very unfortunate that your letter should reach me just at *this* time. I am about to dress to go out to a party. Altho' I cannot fully reply to your kind and *affectionate* note, or rather, letter just now, I hope to do so *soon*. I am sure, I am a great *villain* not to mind more those who really *love* me and do not suffer the all-destroying hand of time to work any change in their hearts towards me. Soroop was here the other day. More by and by. Good evening, my beloved friend.

7th January 1846.

Yours as ever.

[34]

My dear Gour,

I am really sorry to say that for various reasons I have suffered our last vacation to pass without giving you a

call. I cannot, of course, call on you now, as it is term-time with us. I shall be most happy to see you whenever you come down. We will talk over the subject of your examination as soon as you come down to see me. As for your Sircar, I dont know Mr. C. C. Dutt at all. I only saw him once 3 years ago. However, I know others who know him well, and if I can manage to procure him a letter, will try my best to do so. Come over as soon as you can, and you will know the result of my interference on behalf of your Sircar. By the bye, if you still possess a book called 'Sohorab' or some such thing—a translation from the Persian of 'Ferdouse Toosee' by a Mr. Robertson of the Bengal Civil service, send it to me as soon as you possibly can. I hope I have given you a correct description of the book. If not, you must try to find it out yourself.

As it is already past seven, I must go to dress. Come over as soon as you can and don't disappoint.

20th July, 46 Yours as ever

P. S. I once sent a man to your house but he could not find it.

[35]

My dear Gour,

Since I last heard from you I have been almost half dead with all manner of troubles. I shall be happy—very happy indeed to see you. Come to-morrow at 11 o'clock. It's the only day I can promise you for several weeks to come. If your business is urgent, come by all means. Is it true that Buncoo[৩] is dead ? Poor fellow ! I heard of it only the other day ! If you come to-morrow, send your man with a note by 5 o' clock in the morning that I may be prepared to receive you. How are you, old fellow !

Bp's Coll : Yours as ever
19th May, 47

১ ১ থেকে ৯ সংখ্যক পত্রে লেখার তারিখ নেই। পত্রগুলি ১৮৪১-৪২ সালের মধ্যে লেখা।

২ মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাককে এই চিঠি লেখা। গৌরদাস বসাক মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন। তাঁদের প্রথম পরিচয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গৌরদাসবাবু স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "My acquaintance with Modhu began in 1840, when we were in the 6th class (1st class, Junior Department) of the Hindu College. It soon ripened into warm friendship. After that we were all along together (with Bhoodeb, Sham and Bancoo) in every class, in every promotion even in the long leap that we (five) had from 5th to 2nd class, Senior Department."

প্রসিদ্ধ বসাক বংশের সন্তান গৌরদাস বসাক হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপন করে বহুদিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করেন। বাংলা দেশের সমকালীন নাট্য ও নব্যসাহিত্য আন্দোলনের তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি কলকাতার অন্যতম অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

৩ নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর ব্যবহার করা মধুসূদনের পত্রাবলীতে সর্বদাই দেখা যায়। এখানে ভোলানাথ চন্দ্রের কথাই সম্ভবত বলা হয়েছে। তিনি Travels of a Hindu নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

৪ "It is right here also to mention, that a Native gentleman having offered a Gold medal for the best, and Silver medal for the second best Essay on Native Female Education, considered especially with reference to its effect on children of the next generation, Mr. Cameron, the Examiner, awarded the prizes thus—the 1st to Modoosoodun Dutt, and No. 2 to Bhoodeb Mookerjee of the 2nd class. The First class were unwilling to compete for these honours." —(Hindu College Annual report for 1842)

৫ Mr. Kerr…ইনি একজন কৃতবিদ্য শিক্ষক ছিলেন। কবি বিরক্ত হওয়ায় পত্রাদিতে তাঁর সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কার প্রকৃতপক্ষে খারাপ লোক ছিলেন না। ইনি প্রথমে মাদ্রাজের "বিশপ করিস্ গ্রামার স্কুল"-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি "Domestic life of the Natives of India" নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৬ মধুসূদন হিন্দু কলেজে পাঠকালেই ইংরেজী কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রায়ই কবিতা রচনা করে কলেজে নিয়ে আসতেন, অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবের কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করতেন। গৌরদাস বসাক তাঁর স্মৃতিকথায় এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, "Modhu used to keep us in a perpetual stir, in a literary ferment, as it were, by surprising us every day, with a new sonnet or a fresh poem." সহধ্যায়ী বঙ্কুবিহারী দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "He commenced to write poetry very early, and as his verses were freely published in the weekly and monthly periodicals of the day, he flattered himself with hope of one day becoming an author."

তাঁর এই সময়ে লেখা দীর্ঘ কবিতার মধ্যে "The upsori (a story from Hindu Mythology)", এবং অসম্পূর্ণ "Night" (১৮৪২) প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা চলে।

৭ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিংবা বঙ্কুবিহারী। এঁরা উভয়েই মধুসূদনের সহপাঠী এবং বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদন সম্পর্কিত তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁদের প্রথম পরিচয়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত।"

৮ মতি কিংবা মাধব। মধুসূদনের সহপাঠী। অন্য কোন কোন পত্রেও এঁদের নামোল্লেখ আছে।

৯ মধুসূদনের রচনাদি তখন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। মুদ্রিত রচনা দেখবার কিশোরসুলভ উৎকণ্ঠা আর থাকার কথা নয়। কিন্তু সম্ভবত "very busy about sending to press a poem" এই কথা বলার মধ্যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকারী গ্রন্থকার রূপে নিজের চিত্র আঁকবার স্বপ্ন রূপ পেয়েছে।

১০ সম্ভবত বলাই, মধুসূদনের অন্যতম সহপাঠী। বাংলা নামের ইংরেজী বানানের ব্যাপারে মধুসূদন এ জাতীয় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন বহুক্ষেত্রে।

১১ লাতিন ভাষার সঙ্গে মধুসূদনের সেই বয়সেই পরিচিতি ঘটেছিল। তাঁর সহপাঠীরা কেউ কেউ এ ভাষা হয়ত জানতেন, কিন্তু সবাই নয়। গৌরদাস এ ভাষা জানতেন না। মধুসূদন সে-কারণেই লাতিন পংক্তিটির ইংরেজী অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। মধুসূদন যে শুধু মুখস্থ করে পংক্তিটি উদ্ধার করেছিলেন এরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। য়ুত্রোপিয়াস রচিত লাতিন ভাষায় রোমের ইতিহাস সেই বয়সেই তিনি পড়তেন। (১১নং পত্র দ্রষ্টব্য)

১২ তামাসা—তৎকালে প্রচলিত নানাবিধ দেশীয় আমোদানুষ্ঠান। তখনও এদের প্রতি মধুসূদন বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন নি।

১৩ মাংসজাত নব্য (সাহেবী) খাদ্যাদির প্রতি মধুসূদনের আগ্রহ লক্ষণীয়। গৌরদাস বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। সেইজন্যই এখানে এ-বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। গৌরদাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "It was the first time I partook of Kidpollau food forbidden to a genuine Vaishnava." মধুসূদনের খিদিরপুরের বাড়িতে ভোজ প্রসঙ্গে ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন, "His Pilau was the czar of dishes."

১৪ হরকরা—কলকাতার সমকালীন যে কয়টি ইংরেজী সাময়িকপত্র খ্যাতি অর্জন করেছিল তার মধ্যে এটি অন্যতম। অন্যান্য বিখ্যাত ইংরেজী সাময়িকপত্রের মধ্যে নাম করা চলে হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার, ক্যালকাটা রিভিয়ু প্রভৃতির।

১৫ ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। "কাপ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগের কর্ণেল ডি. টি. রিচার্ডসনের পুত্র। তিনি ১৮১৯ সালে বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৮২৪ সালে স্বাস্থ্যের জন্য ইংলণ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বৎসর

আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন ; তাহাতে দেশে বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি বাহির হয়। ১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিয়া তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বারা আরও খ্যাতিলাভ করেন। তৎপরে এদেশে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি হিন্দু কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ...সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আর সে কথা জীবনে ভুলিবেন না।"—

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী।)

রাজনারায়ণ বসু রিচার্ডসন সাহেব সম্পর্কে তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "কাপ্তেন সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপীয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপীয়ার আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare.' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্সপীয়ার বুঝাইয়া দিতেন।"

১৬ Mechanic's Institute—অঙ্কনবিদ্যা-শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানে মধুসূদন এবং গৌরদাস সহ বহু তরুণ যোগ দিতেন।

১৭ এই হরিশ নিশ্চয়ই 'হিন্দু পেট্রিয়টের' বিখ্যাত হরিশ মুখোপাধ্যায়। মনে হয় ১৮৪২ সালে এই পত্র লেখার সময়ে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না।

১৮ "Literary Gleaner"—সেকালীন একটি ইংরেজী মাসিক পত্র। মধুসূদন প্রথম বয়সের কবিতাদি প্রকাশের জন্য এখানে পাঠাতেন।

১৯ Lt. Kaye এবং Richardson ছিলেন "Literary Gleaner"-এর পরিচালক। কবি Carrey বলেত কাকে বুঝিয়েছেন বলা যায় না।

২০ "Blossom" সেকালীন আর একখানি বিশিষ্ট সাময়িক সাহিত্যপত্র। কবির রচনাদি এখানেও প্রকাশিত হত। "Commet"-ও কবির কবিতায় পুষ্ট হয়ে প্রকাশ পেত। একটি কবিতায় মধুসূদন লিখেছিলেন—

Return, before our "monthlies" all
The "Gleaner"—"Blossom"—"Commet" tempt
Me, to scribble for them all.

২১ Blackwood's Edinburgh Magazine—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক ছিলেন জন উইলসন।

২২ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ—(১৭৭০-১৮৫০)। "English poet throughout whose long life, from primal lyricism to septuagenarian reflectiveness, the poetic impulse never failed." (Encyclopaedia of Literature). "Wordsworth's creative originality among English poets remains linked to his intimate contact with the revolutionary faith...It is of little consequence that his poetic vocation and art should have developed after the disappointment of his social hopes, and as a reaction against them. The essential initiative which he then takes in the order of art implies an inner certitude, a clearness of

vision, which English poetry had been expecting for half a century, and which a writer could find only in the regenerating power of great faith. In order to renew so thoroughly the inspiration and language of poetry, to destroy one imperious tradition and to break a spell, the utmost moral courage was required. Blake had possessed this courage, which he owed to his mysticism ; but he was not fully aware of what he did. Wordsworth has this knowledge, and the more certainly, as his literary reform is connected by a close analogy with his recent political zeal."

—[L. Cazamian (History of English Literature)]

২৩ সম্ভবত মধুসূদনের কোন সহপাঠী বন্ধু।

২৪ বঙ্কুবিহারী দত্ত। একাধিক পত্রে এঁর উল্লেখ আছে।

২৫ য়ুত্রোপিয়াস—"Eutropius, Roman historian, served with Julian (363) and high posts under Valens (364-78) at whose command he wrote 'Breviarium ab Urbe Condita', a digest of Roman history upto 364".

[—Encylopaedia of Literature Vol I]

২৬ ক্র্যাব (১৭৫৪-১৮৩২)। ইংরেজ কবি। "...his poetry has an originality quite its own, and of the rarest flavour. The inspiration is new ; it lights up so vividly the most familiar aspects of daily life, those which literature had least fondly dwelt upon, that it seems to reveal them for the first time. The village, the borough, their inhabitants, the stages in their fate, their labours, their temptations, their falls, and occasionally their virtues are drawn for the first time with a minute, accurace brush."

—[History of English Literature : Cazamian]

২৭ Bentley's Miscellany—লণ্ডনের এই সাহিত্যপত্রিকাটি অবশ্য Blackwood's Edinburgh Magazine-এর ন্যায় অত উচ্চস্তরের ছিল না। তবে সমকালীন ইংলণ্ডের এটিও একটী বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র। এই দুটি পত্রিকায়ই কবি ইংরেজী কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সে কবিতাগুলি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।

২৮ কাউলি (১৬১৮ ?-৬৭)। ইংরেজ কবি ও প্রাবন্ধিক। সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য "The Guardian", "Cutter of Coloman Street", "Davideis." প্রভৃতি। তাঁর কবিতার দেহগত মার্জনা এবং শ্রুতিসুখকরতা কোন কোন সমালোচকের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছে।

২৯ Bacchus—গ্রীক পুরাণের দেবতা। তিনি মদ্যাদি নেশার অধিদেবতা রূপে কল্পিত। এঁর প্রাচীনতর নাম Dionysus। ইনি Zeus এবং Semele-এর সন্তান। হোমর ইলিয়াড মহাকাব্যে দুবার মাত্র এঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এঁকে মদ্যের অধিদেবতা বলেন নি। তিনি বলেন মানুষকে প্রমোদ পরিবেশনের জন্যই এই দেবতার উদ্ভব। পরবর্তীকালে ইনি মদ্যের দেবতায় পরিণত হন, এবং এঁর উৎসবকে কেন্দ্র করেই গ্রীক ট্রাজেডির জন্ম হয়।

৩০ যাত্রাকে মধুসূদন তখনও 'fine' বলছেন। এটি লক্ষণীয়। শিক্ষিত সমাজে এইকালে যাত্রা প্রভৃতি পুরাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, "খেঁউড় ও কবি যে কি পর্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই ......গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা নগরে অনেকস্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন, ও অভিনয়ের নির্মল রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়—প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড় প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দুরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ...... ।"

৩১ বার্ণস (১৭৫৯-৯৬)। স্কটল্যাণ্ডের বিশিষ্ট কবি। ..."as a satirist, love-lyrist and narrative poet in Scots he has no equal. He learned much from the balladry and popular traditional poetry of Scotland and from his predecessors Ramsay and Fergusson; and gave new and exquisite life to innumerable old songs and airs...Burn's strength lies in destructive, vivid, hammer-blow satire, in his praise of independence of character and native worth, in his poetic response to nature, in all her moods,and his warm sympathy with the life of field and wood; in his robust, often coarse, but exuberant humour: and above all in the sweetly, strongly direct lyrical expression of human love." —[James Kinsley]

৩২ ক্যাম্পবেল (১৭৭৭-১৮৪৪)। স্কটল্যাণ্ডের কবি এবং সাংবাদিক। আখ্যানমূলক কবিতা রচনায় তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। অপর একজন জন ক্যাম্পবেল জীবনীকার হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু কবি এখানে সম্ভবত প্রথমোক্ত ব্যক্তির কথা বলতে চেয়েছেন।

৩৩ মধুসূদনের ইংলণ্ড যাবার বাসনা এই প্রথম তমলুকে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর জীবনের একটি প্রধান সূত্রের গ্রন্থি পড়ল এখানে।

৩৪ কবি তখন ইংরেজীতে কবিতা লিখতেন। তমলুক তাঁর ভাল লাগে নি। একাধিক পত্রে এই মফঃস্বল সহরকে তিনি নোংরা এবং কুৎসিৎ বলে ধিক্কার দিয়েছেন। ইংরেজী কবিতা লেখার প্রেরণা তমলুকে এসে তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে এ ব্যাপার সাময়িক। তমলুকে এসে কিন্তু তাঁর ইংলণ্ডে যাবার বাসনা তীব্র হয়ে উঠল। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন য়ুরোপে গেলেন, কাব্য-রচনার ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে তাঁকে ত্যাগ করতে লাগল। এই যোগাযোগ সম্ভবত একেবারেরই কাকতালীয়।

৩৫ মধুসূদনের ভাবাবেগপূর্ণ তীব্র বন্ধুপ্রীতি এখানে প্রতিফলিত।

৩৬-৩৭ মধুসূদনের সহপাঠী বন্ধু।

৩৮ সম্ভবত আয়র্ল্যাণ্ডের কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা টমাস ম্যুরের (১৭৭৯-১৮৫২) কথাই বলা হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত "Byron's letter and journals" এবং "Byrons'

works" এর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। ম্যুরের প্রসঙ্গ কবি অন্যান্য পত্রেও উল্লেখ করেছেন, এবং "Captive Ladie" কাব্যের একটি সর্গের শীর্ষে ম্যুরের "Lallah Rookh" নামক কাব্য থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধারও করেছেন দেখা যাচ্ছে।

৩৯ মধুসূদন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত ছিলেন। বন্ধুকে তাঁর জীবনী লিখবার জন্য এই বয়স থেকেই বলতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে শুধু কবির বলিষ্ঠ উচ্চাশা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'স্ববারি'ও (অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ব্যাখ্যাত) প্রতিফলিত বলে মনে হয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর, কবি তাঁর ইংলণ্ড গমন এবং কবি হিসেবে খ্যাতিলাভকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তিনি কবি হিসেবে উচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, ইংলণ্ডেও গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে ইংলণ্ড-গমনের পূর্বেই তাঁর জীবনে কবির সম্মান এসেছিল। ইংলণ্ড-গমন তাঁর কাব্য-জীবনের সমাপ্তি সূচিত করল।

৪০ কবির মনে ইংলণ্ড-গমনের বাসনা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনি পিতামাতার মত না নিয়েই সেই আশা চরিতার্থ করবার নানারূপ গোপন উপায়ের সন্ধানে ছিলেন। এখানে তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪১ বিশিষ্ট ইংরেজ কবি পোপ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত মন্তব্য করা হয়েছে।

৪২ ভুল ইংরেজী লেখার জন্য মধুসূদন নিকটতম বন্ধুকে তীব্র ভৎর্সনা করছেন।

৪৩ মধুসূদনের গভীর ভাবপ্রবণতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। বায়রণের শেষ জীবনের ন্যায় তাঁর নিজের শেষ জীবনও যে করুণ হবে তা কে জানত?

৪৪ বিবাহ বিষয়ে মধুসূদনের মনোভাব বন্ধু গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে, "It is a fact that, before he became a Christian his parents had elected for his bride a girl who was a cherub—a veritable Peri. But though that bidding was from a revered parent he could not realise the idea of a wife without experiencing before marriage the mutual 'flow of soul and feast of reason' that characterises true love between sexes. ...He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life."

৪৫ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনের অল্প পরে গৌরদাস বসাককে এই চিঠি লেখা হয়।

৪৬ কলকাতার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য পাল্কির প্রচলন তখন ছিল। ঘোড়ার পাল্কি গাড়ীও চলত। "পাল্কি ছিল এবং পাল্কির ষ্ট্যাণ্ডও ছিল কলকাতায়। ...সেকালের পাল্কির বিলাসিতা একালের ব্যুইকের বিলাসিতার চেয়েও অভিজাত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। পাল্কি ছাড়া, ঘোড়া ছিল, এক ঘোড়ার ও দুই ঘোড়ার নানা রকমের গাড়ী ছিল, এমন কি হাতীও ছিল।"

[বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ]

৪৭ ডিয়াল্ট্রি—মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। "He (মধুসূদন)···was baptised in the old church last Thursday, by the venerable Archdeacon Dealtry." [হরকরা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩]

৪৮ মধুসূদনের সহপাঠী ও বিশিষ্ট বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪) ছিলেন আচারনিষ্ঠ

ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, কিন্তু তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন হিন্দু কলেজে। এই বিপরীত প্রভাবের ফল তাঁর চরিত্রে ফলেছিল। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজজীবনের প্রাচীন আদর্শকে অনুসরণ করাই তাঁর ব্রত ছিল, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার দিকে পিছন ফিরে থাকবার পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না। তিনি হতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার প্রতিস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিকরূপে তাঁর স্থানটি বিশিষ্ট। 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধ' তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' মধ্যে একটি গল্পে তিনি সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-রচনার সূত্রপাত করেন।

৪৯ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। এটি তের খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছিল। গ্রন্থটি কৃষ্ণমোহনের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। মধুসূদনের আরও অনেক পত্রে তাঁর উল্লেখ আছে।

৫০ এ পত্র গৌরদাসকে লেখা নয়। কাকে লেখা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

৫১ এ পত্র বিশপস্ কলেজ থেকে লেখা।

৫২ মধুসূদন য়ুরোপীয়দের ন্যায় পোষাক পরে আসবার জন্য বন্ধুদের অনুরোধ করছেন। বিশপস্ কলেজে পোষাক পরার ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর একবার সংঘর্ষ হয়েছিল—সে কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত ঘটনা মধুসূদনের স্বাধীন-চিত্ততার উপরে আলোকপাত করে।

৫৩ মধুসূদন ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু বঙ্কুবিহারী দত্ত ১৮৪৭ সালে মারা যান নি। ১৮৮৮ সালে চুঁচুড়া থেকে গৌরদাস বসাককে তিনি মধুসূদন সম্পর্কে আপন স্মৃতিকথা লিখে পাঠিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় — মাদ্রাজে

অজ্ঞাতবাস — ১৮৪৮-৫৬

মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস কেটেছে বিচিত্র পারিবারিক অশান্তিতে। একদিকে কলকাতায় মাতা ও পিতার মৃত্যু ঘটেছে। নানাবিধ বাধা অতিক্রম করে তিনি বিবাহ করেছেন ইংরেজ নারী রেবেকাকে, সে বিবাহও সুখের হয় নি। মাদ্রাজ ত্যাগের পূর্বে তিনি রেবেকার সংস্রব ত্যাগ করে ফরাসী মহিলা হেনরিয়েটাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে বরণ করলেন।

আত্মীয়-বান্ধবহীন মাদ্রাজে চরম অর্থকষ্টে যেমন তাঁর দিন কেটেছে তেমনি তাঁর দীর্ঘকালের স্বপ্ন মূর্ত হয়েছে গ্রন্থাকারে কাব্যপ্রকাশের মধ্যে। মাদ্রাজ-প্রবাসে জীবিকার ক্ষেত্রে কবি দেখা দিলেন শিক্ষক এবং সাংবাদিক রূপে। সাংবাদিক রূপে প্রভূত খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন। সর্ববিধ সাংসারিক অশান্তি ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও বহু ভাষা শিক্ষার সাধনায় তিনি যে ভাবে আত্মবিনিয়োগ করেছিলেন তা বিস্ময়কর। মধুসূদনের এই পর্বের চিঠিগুলি প্রধানত গৌরদাস বসাককে লেখা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি আছে একখানা। ১৮৫৬ সালে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন। মাদ্রাজে আগমন এবং মাদ্রাজ থেকে বিদায় দুটি ঘটনাই আকস্মিক ভাবে ঘটেছে। মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ স্থায়ীভাবে চলে যাবার পেছনে গুরুতর কারণ থাকা সম্ভব, কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ পিতৃ-সম্পত্তি জ্ঞাতিদের কবল থেকে উদ্ধার করা। মাদ্রাজপ্রবাসে মধুসূদনের জীবনের একটি গুরুতর সমস্যা জীবন-ব্যাখ্যাতার গভীর ভাবনার অপেক্ষা রাখে। সেটি হল কবির জীবনসঙ্গিনী-রূপে হেনরিয়েটাকে গ্রহণ করা। এটি বৈধ বিবাহ কিনা প্রশ্ন সেখানে। এই কালসীমার উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী—

১৮৪৮ সাল—মাদ্রাজ মেল অরফ্যান অ্যাসাইলামের শিক্ষকতা প্রাপ্তি

১৮৪৮ সালের শেষভাগ (?)—রেবেকার সঙ্গে বিবাহ

১৮৪৯ সালের (মার্চ-এপ্রিল)—'The Captive Ladie'র প্রকাশ

১৮৫১ সাল—হঠাৎ স্বল্পকালের জন্য কলকাতায় আগমন ও পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ

১৮৫১ সাল—Hindu Chronicle নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদনা

১৮৫২ সাল—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে শিক্ষকতা প্রাপ্তি
১৮৫৪ সাল—Anglo-Saxon and The Hindu (Lecture I)
প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ
১৮৫৫ সালের ২০শে ডিসেম্বরের পরে
কিন্তু কবে ?—রেবেকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ
কবে ?—হেনরিয়েটাকে পত্নীত্বে বরণ
১৮৫৬ সালের প্রারম্ভ—মাদ্রাজ ত্যাগ

[36]

Madras Male Orphan Asylum.[১]
Black Town, 14th February, 1849.

My Dearest Friend,[২]

By My truth you wrong me ! It is impossible for me to forget you—and you may rest assured that I have often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale !—Here's a simile for you, my boy !

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D.[৩] is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency ; I had great trouble in getting her. Her friends as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well !" I am sorry to hear of your severe loss, but, I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God ! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by

all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. The volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie"[৪] and a short poem or two.[৫] I must give you a description of my "Captive." It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo-syllabic verse and (truth, 'pon my honour!) was written in less than three weeks.[৬]

I wrote it for the pages of a local paper[৭], the editor of which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to republish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you, I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers? I am sure, if you try, you will succeed. Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know, before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the students of Bp's College), who is now here on a visit to his father, has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt.[৮] Where are (I) B. B. Datta, (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, etc.? My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers. I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

I say, old Gour Dass Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention.* Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack ?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now, don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow ! When I have time, I shall give you a full detail of myself. So, let me conclude, now,with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am Ever yours affectionate.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose, please give my respects to him. What are you doing with yourself now ? Are you employed any where or "cutting it fat"—eh ?

[37]

Madras, 19th March, 1849.

My Dearest Friend,

I hardly know how to thank you for your letter ;—accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The "Captive" is nearly ready—I am going to dedicate it to George Norton Esqr. the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting

such great powers and promise" dedicated to him.[১] I have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta-critics will receive me.

You are right,—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time ; it is too late now. I have, (would you believe it ?) commenced and written greater part of the 1st canto of another Tale[১০] ! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you. I write this with a severe headache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has got into the Madriassa. He is a nice fellow,—I always thought so. Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother ?

As for me, I am a poor 'usher' in a poor school—viz. "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants" ;—all my pupils are Europeans and East Indians, I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes ? I make a passable "Tash Feringee." Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her. I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S, and Bh. think of them.

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the poet's breast, her faery shrine,—
Woo'd by melodious worship ! welcome then,—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine :
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine ?
Life hath its dreams to beautify its scene ;

And sun-light for its desert : but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality !

Are these readable, old fellow ? I shall give you two stanzas more. The introduction contains eleven.

But must I weep e'en now, as once I wept,
'Midst life's gay—crowded scenes, unmarked and lone,
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own !
Dost smile in tranquil joy, like star on Sapphire Throne ?

Yes—like that star which on the wilderness
Of vasty ocean woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be hope writ on her brow on high
He racks not darking waves nor fears that lightless sky.

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with favourable reception from the public for my "Captive," I shall come out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation, with a few hundreds a month. Who will give it me ? Is there none in India ? Time will show !

Excuse this foolish letter,—I am sure it's very foolish—full of nonsense, egotism and what not ? I trust it won't give you a headache to read it. With kindest regards to all,

I remain, my Dearest Friend, Your affectionate.

P. S. Where's Hary ? I say Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother ? Do you know that I have not yet forgotten her Queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once ? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She *was* or *is* (which ?) one of the handsomest Bengalee ladies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calls—Lutchmees—Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The 1st canto contains an episode called the "Raj-shooya Jujnum" with a terrible battle and "a that." Adieu !

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25." Dost Comprehend? eh?

[38]

Madras, 26th April, 1849.

My dear Bysac,

Why don't you write me? tired? eh? —Shame! If you send a copy of the following to Bishop's College you will get 50 copies of my poem.

To R. C. Walker, Esquire.

Sir, In compliance with instructions received from my friend Mr. Dutt, I beg you will send me 50 copies of the "Captive Ladie" received per barque "Lady Sale".

Yours truly, G. D. Bysac.

Take as many copies as you require yourself. Pass over 5 (or as many as he requires) to Bhudeb, and also send a copy to "Ramtanoo Lahiree,[১১] Esquire, Kissennagar, with the most affectionate regards of his *quandom* pupil—the author". Don't forget. I have a great respect for old Lahiree. My love to Soroop, Bhudeb and Dutt. Tell the former two, that now I am completely disengaged, I shall loose no time in writing to them. Let me know how my book is received in Calcutta. It is rising into popularity here. You will be somewhat surprised to hear that I am in the middle of the 2nd Canto of a new poem which will be printed in London in the course of a few months. Those who have read it say, it is really "glorious", infinitely better than the "Captive". If you think it necessary, advertise in the "Hindu Intelligencer"[১২] for 2 or 3 times. No. Don't. As for the M. you shall hear from me. Excuse, my fingers are absolutely aching. Yours affectionately.

P, S. Send a copy of the "Captive Ladie" to Digumber Mitter Esq., with my compliments.

[39]

Madras, 27th May, 1849.

My dear Bhoodeb,

Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, bad and indifferent verses, yclept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh ! have you received the d—d "Captive Ladie" ? By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity, (tho' a Heathen rascal) tell me something about it.

I have just received a letter from Gour in which he is in the clouds. Do tell him, that in order to induce my highness to put pen into paper for him again, he must write to me a long—long letter, all about my poem.

When you get my poem, I hope, you will re-write the Notes[১২ক] and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with my new Poem. Can't you quote Sanscrit authority for all I say ? Do write a learned Essay "garnished with Sanscrit and other quotations on the Rajshooya Jujnum." I shall acknowledge it publicly.

The Captive has met with a pretty fair reception here. Make my salams to the two Mahomedan gentlemen—especially my old friend, Abdul Luteef.[১৩] He is clever fellow, isn't he ? Does he drink grog and eat pork, or is he still a—Bismillah sort of a chap—eh ? Has the learning of the

Feringees done anything in that way? Let me know all about yourself. How is your good mother? Are you married?

My wife is annoyed with me for calling you a "Heathen rascal." I know you better then she, of course. More anon.

Ever your affectionate.

P. S. I send this letter bearing,—Don't fail to return the compliment. My bank is just dry. Tell Master Bysack to send a copy of the "Captive" to Ram Chandra Mittra[১৪] and another to Mr. Bethune,[১৫]—if he thinks it proper, and let him write to him and send me his reply, provided he sends any.

[40]

Madras, 5th June, 1849

My dear Gour,

I find that your "Hurkaru" has been somewhat severe with me.[১৬] Curse that rascal, his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know, O thou noble youth, that I have girt my loins to do battle manfully, even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth—the Poet's crown of laurel-leaf! Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them are indubitable, I can afford to stand a little abuse.

I am anxious to know how my friends like the book. I will not do them the injustice to suppose that the critique of the "Hurkaru" has, in any way, prejudiced them against me. It is an unpleasant thing, Dear Gour, to have anything to do with the "many-headed" especially, in the way of literature. Remember that no man is willing to allow the palm of superiority to another, unless actually forced to do so. Anything like an acknowledgement of merit *must be wrung out* by patient perseverance. Don't you be cast down to find your friend handled so roughly. I have written to Messrs Bhoodeb and Soroop who, I doubt not, will communicate to you the contents of my imperial despatches.

I had intended to have written to you a long letter, but having some business to attend to, I must disappoint myself.

You are welcome to send a copy of the "Captive" to our old tutor, Ram Chandra Mitter, with my respects.

If you have succeeded in collecting any money, have the goodness to forward it through some house of Agency. My printer is almost clamorous. With best regards, Ever yours aff'ly.

P. S. Send me all the opinions of the Press (if there be any) post *not*-paid. I don't want the "Hurkaru". Do look out for the "Review."[১৭]

[41]

Madras, 6th July, 1849.

My dear Gour,

I received your voluminous and thrice-welcome despatch, yesterday, containing sundries. All right my boy, You seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For look you, it has opened the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honour to know. You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago I was sent for by the Advocate-General, Mr. Norton.[১৮] The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employment of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there would have kept me at bay—if not altogether,—at least for some-time, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard."

He has moreover introduced me to E. B. Powell, Esqr,—the Head-master of the University here. I paid a visit to Mr. Powell a short time ago, You have no idea what a good man he is. The University is a sorry building, and has nothing in the shape of a good Library. If you make up your mind to come to Madras, I hope to be able to serve you. Why should I, my friend, consider the poem which has done all this for me a failure ? You know that when I came here I had no friends ; but now, many a barbarous villain, born and bred here, would be glad to be in my shoes. "Fortune" says the Latin Poet, "favours the brave."

Pray let me have the money as early as you can. Get good old Sham to get an order from Bagshaw & Co. to Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at sight to the high and mighty M. Dutt. Esqr & Co. or order. So much for business. Printing, my friends, is as dear, here, as possible. What could I do ? My printer is impatient, I am sure you can ask some friends to get you a few purchasers. I make you my plenipotentiary to sell the books at any rate you like ; only let me have money to pay my printer. As regards my liabilities to the public Library, I am not aware of owing them anything, beyond some money which I had promised to pay them as *a donation*. Your friend must wait till I am better off. It would be absurd for a poor Devil to be discharging his debts of honour, incurred when he was in prosperous circumstances, at a time, when he has scarcely the necessaries of life to bless himself with. You must tell your friend that I shall make arrangements as soon as I can and have the means to do so. You astonish me by saying that old Banquo has not been written to, by me. What has he done with the letter.[১৮ক] I wrote to him some months ago, addressed to your care ? I have never heard from him since.

As regards Bethune, here goes ;

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble, token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity

of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously, I subscribe myself, Dear Sir, your most obedient and grateful servant—etc".

This is neat and *pertinent*. Ram Tanu must wait. He is indeed a good fellow. I am glad you are becoming intimate with Walker. He is a fine fellow. And now, my good Gour, I must tell you that you are wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron ? I hope you will make up your mind to come to Madras. I tell you I have every hope of being of some service to you.

Do send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me, and let me have the bill of lading. I do not think it will cost much.

You told me that some persons find fault with some portions of my poems ; which are they ? I mean passages. I am sure you are disappointed by my poem ! *I feel it.* Remember, my friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects and not exactly for Fame.[১৯] However what is done, is done. Look out for the Review. As regards my other publications, you shall hear of them by and by, I am above being cast down. I tell you the "Captive" has produced a favourable sensation here.

Do you know that I expect to be a father soon ? Heigh-ho ! my stars are brightening, I trust, I have answered everything in your letter and that you will never cease to believe me.

Ever your affectionate.

P. S. Send my love to Mr. Walker and tell him to write to me. I left a Persian book behind me in Bp's College. Ask Mr. Walker to send that book to you, and do you enclose it in my mother's parcel. I am glad you have made up your mind not to marry again. Be independent, first, as regards money.

[42]

18th August, 1849

My Dearest Friend,

Accept my best thanks for your kindness. You have, in a great measure, saved me from something like a grave. How can I thank you sufficiently. The books are all safe and sound. You will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father.

Your anxiety to ascertain this portion of my affairs, is what one would take in favour of one's heart's best brother. I shall enter into particulars regarding them at some other time. I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify. I have a great deal to say about Mr. Bethune's.[২০]

You must look upon me as a most unthinking father if you are under the impression that I do not think ardently, and uninterruptedly on such a subject. Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?[২১] For the present you must excuse my brevity.

Yours most truly and aff'ly.

P. S. As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali. I am sorry for B—; I heartily give him credit for the possession of a strong mind. I shall do what you desire with reference to your school (for which I congratulate you) by and by.

[43]

Madras, 22 Novr. 1849

My dear Gour,

Are you all dead ! Or have I by some unintentional act or other offended you ? I really do not remember having

received a single line from you or Bhudeb for the last 3 months! *Et tu Brute*? I refrain from saying anything with reference of myself, because in case you should have marched off to the grave, there is a chance of others reading this learned Epistle. Write to me if you are living and let us show a little more activity. Yours very angrily.

P. S. Mr. Bhoodeb Mookherjee is a humbug, so is Mr. Soroop Banerjee, so you are all. Bad luck to ye!

[44]

Madras, Spectator Press
20th Decr, 1855

My dearest friend,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee,[২২] yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought I was an orphan in every sense of that word![২৩] My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour! when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I have expected.[২৪] But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I

am ! all vultures are bipeds !—Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children.[২৫] What do you mean by saying that your wife is in heaven ? What—a widower a second time ?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your own friend—unchanged and unchangeable.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator"[২৬], the only daily in this town.

১ ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে কবি মাদ্রাজ পৌঁছান। ঐ বৎসরেই তিনি মাদ্রাজ ব্লাকটাউনে অবস্থিত Madras Male Orphan Asylum নামক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন।

২ এই পত্র এবং ৩৯ নং পত্র ছাড়া এ-অধ্যায়ের অপর সব পত্রগুলিই গৌরদাস বসাককে লেখা।

৩ মধুসূদন যে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার বালিকা বিভাগে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে এক নীলকরের কন্যা অধ্যয়ন করতেন। কবি তাঁর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চান। এই বিষয়ে যে বাধা ও বিরোধের সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ কবির পত্রে আছে। অবশেষে বালিকার ধর্মপিতা জর্জ নর্টনের (মাদ্রাজের তৎকালীন এডভোকেট জেনারেল) হস্তক্ষেপের ফলে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। নর্টন সাহেবের ভূমিকার কথা কবির জীবনচরিতের লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন। সম্ভবত ১৮৪৮ সালের শেষভাগে রেবেকার সঙ্গে কবির বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৪৮ সালের মধ্যভাগে বা আরও পূর্বে এই বিবাহ ঘটা সম্ভব নয়। কবি ১৮৪৮ সালের প্রথম ভাগে মাদ্রাজ পৌঁছান। রেবেকার সঙ্গে পরিচয়, প্রণয়, বিবাহে ইংরেজ সমাজের বাধা, নর্টন সাহেবের বন্ধুত্ব ও মধ্যবর্তিতা প্রভৃতি ঘটনা ঘটবার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। আবার এই চিঠি লিখবার অল্পদিন পূর্বেও এ ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। কলকাতায় গৌরদাসের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে লোকমুখে জানুয়ারী মাসে, ২২শে জানুয়ারীর এক চিঠিতে তিনি এসব খবরই সম্ভবত জানতে চেয়েছেন। কাজেই মনে হয় ১৮৪৯ সালের পূর্বেই বিবাহ হয়েছে।

৪ The Captive Ladie গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবির প্রথম কাব্য। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে প্রকাশিত হয়।

৫ Vision of the Past নামক খণ্ডকাব্য Captive Ladie-র শেষভাগে মুদ্রিত হয়েছিল।

৬ মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে Captive Ladie রচিত। মধুসূদনের সৃষ্টিধর্মের একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা হল এই যে খুব অল্পসময়ের মধ্যে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করা। কোন একটি গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘকাল বসে থাকা তাঁর কবি-মেজাজের অনুকূল ছিল না।

৭ ১৮৪৮-৪৯ সালে Madras Circulator নামক পত্রে মধুসূদনের Captive Ladie প্রকাশিত হয়। Timothy Penpoem Esq. এই ছদ্মনামে কবিতাগুলি প্রকাশিত হত।

৮ খ্রীষ্টান হয়ে গৃহত্যাগ করবার পরে মধুসূদনের জীবনে অর্থাভাব কখনও বিদূরিত হয় নি। এবং এই অর্থাভাব মাদ্রাজ প্রবাসকালে, য়ুরোপ ভ্রমণ কালে এবং মৃত্যুর পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে তীব্রতম হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় বাংলা কাব্য ও নাটক রচনার কালটিতেই তুলনামূলকভাবে অর্থকৃচ্ছ্র তায় তিনি কম কষ্ট পেয়েছেন।

৯ কলকাতায় বাস করবার সময়ে যাঁরা বাংলা ভুলে যেতে চাইতেন মধুসূদন নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম ছিলেন। মাদ্রাজে অন্তরের সুপ্ত বাঙালিটি বাংলা ভুলে যাবার আশঙ্কায় আর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ বাংলা কাব্যের রাজ্য এখনও তাঁর কল্পনার বাইরে।

১০ মধুস্মৃতি গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ সোম এই কাব্যটিকে রিজিয়া নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু রিজিয়া নামে কবির লেখা যে রচনাটি পাওয়া গিয়েছে তা কাব্য নয়, কাব্যনাট্য।

১১ রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮)। বাংলাদেশের নবযুগের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় শিক্ষাবিদ্। "...লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোদ্গমে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগুরু তাঁহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গ সমাজের সর্ববিধ উন্নতি ঘটিয়াছে; ...আবার সেই উন্নতির স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ দু একটি মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন।" —(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী) মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন তখন রামতনু লাহিড়ী পাঠসমাপনান্তে সেখানকার নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষকতা করছিলেন।

১২ Hindu Intelligencer—কলকাতার সাপ্তাহিক পত্র। এর সম্পাদক কালীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজীতে কবিতা লিখতেন। তাঁর ইংরেজী কাব্য সঙ্কলন 'The Shair and the other poems' ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় Captive Ladie-র নিন্দাত্মক সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছিল।

১২ক ক্যাপটিভ লেডি কাব্যে কবি হিন্দু পুরাণ প্রসঙ্গে বহু উল্লেখ করেছেন; হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের সুবিধার জন্য কাব্যের শেষ দিকে তিনি কিছু টীকা-টিপ্পনি যোগ করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান এ বিষয়ে সুবিস্তৃত। কবি তাই কাব্যের পরবর্তী সংস্করণে যাতে টীকাগুলির সমুন্নতি ঘটাতে পারেন তার জন্য বন্ধুর সহায়তা চেয়েছেন।

১৩ নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর সি. আই. ই, কবির বন্ধু ছিলেন।

১৪ রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজের প্রবীন শিক্ষক। পরবর্তীকালে কবির রচিত প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠার অভিনয় দেখে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন।

১৫ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি এবং গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর দান অপরিসীম। দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের যাতে মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল।

১৬ Bengal Hurkara তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে কবির ইংরেজী কাব্যটির নিন্দা করেছিল। তার কতকাংশ এইরূপ—"These Verses of M. M. S. Dutt are very fair amateur poetry; but if the power of making has deluded the author into a reliance on the exercise of his poetical abilities for fortune and reputation, or tempted him to turn up his nose at the more commonplace uses of his pen, the delusion is greatly to be regretted."

১৭ Calcutta Review পত্রের সম্পাদক উচ্চকণ্ঠে কবির The Captive Ladie-এর প্রশংসা করেন।

১৮ জর্জ নর্টন মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে মধুসূদন ব্যক্তিগত জীবনে নানাদিক থেকে লাভবান হয়েছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'Captive' তাঁকেই কবি উৎসর্গ করেছিলেন।

১৮ক বন্ধুর কাছে লেখা এই চিঠি পাওয়া যায় নি, এরূপ আরও বহু সংখ্যক চিঠি যে পাওয়া যায়নি তাতে সন্দেহ নেই।

১৯ কলকাতায় তাঁর কাব্যটি উপযুক্ত সমাদর পেল না। অথচ কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলের কাব্য-চেতনার উপরেই তাঁর অধিক বিশ্বাস ছিল। কবি কলকাতা থেকে যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ায় ব্যথিত হয়ে এ কথা লিখেছেন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে। প্রথম দিকের চিঠিতে Captive সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে পরাজিতের এই সুর বাজে নি।

২০ বেথুন Captive Ladie কাব্যটি পড়ে গৌরদাসকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events, he must write." বেথুনের এই চিঠি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটে থাকবে। কিন্তু কবি প্রত্যক্ষত স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।

২১ মাতৃভাষাকে উন্নত করার পরিকল্পনা কবে তাঁর মনে এল? এ কি ভবিতব্যের কণ্ঠস্বর?

২২ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর হাতেই গৌরদাসের চিঠি মাদ্রাজ পৌঁছায়।

২৩ গৌরদাস তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে ঐ চিঠিতে লেখেন—"I regret I have little good news to give you of your family or rather your father's

family. You must have heard ere long that both your parents are dead..."

২৪ মাদ্রাজে আর্থিক সঙ্কট, দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং কাব্যসাধনায় সাফল্যের অভাব (কলকাতাবাসী বুদ্ধিজীবীদের নিন্দাত্মক সমালোচনা এর প্রতীক) কবির মনের উপর বেদনার ও নৈরাশ্যের গভীর ছায়া ফেলেছিল।

২৫ "এখানে মধুসূদন রেবেকার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্তী জানুয়ারি মাসের শেষভাগের মধ্যে কোন সময় মধুসূদন হেনরিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ও নূতন বিবাহ কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না।"

—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

২৬ মাদ্রাজ প্রবাস কালে তিনি 'Madras Circulator and General Chronicle,' 'Athenaeum' এবং 'Spectator' এই তিনটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দৈনিক 'Spectator' পত্রিকার সঙ্গে সহ সম্পাদক রূপে তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। 'Athenaeum' পত্রের প্রধান সম্পাদকরূপে তিনি কিছুকাল কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন।

সৃষ্টির মহাযজ্ঞে

১৮৫৬-৬২

এই কয় বৎসর মধুসূদনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। সাহিত্যিক হিসাবে সত্যকার সাফল্য লাভ করলেন তিনি এই পর্বে। আর্থিক সংকট থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তি তিনি লাভ করেছিলেন, পেয়েছিলেন মানসিক ভারসাম্য। পারিবারিক জীবনেও অস্থৈর্যের অবসান ঘটেছিল। জ্ঞাতিদের সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা তাঁর ব্যক্তিত্বকে তীব্রভাবে আলোড়িত করতে পারে নি। এরূপ প্রশান্ত জীবনের অধিকারী পূর্বে বা পরে আর কখনও তিনি হন নি।

এই পর্বের পত্রগুলি প্রধানত রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং গৌরদাসকে লেখা। রাজনারায়ণ বসুর সাহিত্যবোধের উপরে কবির অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর কাছে লেখা পত্রগুলিতে কবির সাহিত্যচিন্তা এবং নিজের রচনা, বিশেষ করে কাব্যগুলি সম্বন্ধে নানা আলোচনা স্থান পেয়েছে। কেশববাবু অভিনেতা ছিলেন। নাটক অভিনয়ে গ্রাহ্য, এ বিশ্বাস কবির ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে নিজের লেখা নাটকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গৌরদাস বসাকের নিকট ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়েও কিছু লেখালেখি চলেছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী—

১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী—কলকাতায় প্রত্যাবর্তন

১৮৫৬ সালের জুলাই—পুলিশ কোর্টের প্রধান কেরানীর পদ-প্রাপ্তি, পরে দ্বিভাষিকের পদে উন্নতি

১৮৫৮ সালের প্রথমার্ধ—'রত্নাবলী'র অনুবাদ

১৮৫৯ সালের প্রারম্ভ—'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত

১৮৬০ সালের প্রারম্ভ—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত

১৮৬০ সালের এপ্রিল—'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত

১৮৬০ সালের মে—'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' প্রকাশিত

১৮৬১ সালের জানুয়ারী—'মেঘনাদবধ কাব্য'—১ম খণ্ড (১-৫ সর্গ) প্রকাশিত

১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী—কালীপ্রসন্নের গৃহে কবি-সম্বর্ধনা

১৮৬১ সালের প্রথমভাগ—নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ

১৮৬১ সালের প্রথমার্ধ—'মেঘনাদবধ কাব্য' ২য় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত

১৮৬১ সালের শেষভাগ—'কৃষ্ণকুমারী নাটক' প্রকাশিত

১৮৬১ সালের জুলাই—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত

১৮৬২ সালের জানুয়ারী (?)—'Hindoo Patriot'-এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ

১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারী (?)—'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত

১৮৬২ সালের ৯ই জুন—য়ুরোপ যাত্রা

[45]

Bishop's College[১]
Calcutta, 2nd February, 1856

My dear Gourdass,

"Adsum !" which words being interpreted means, "I am here". I came in this morning in the "Bentinck". Just fancy, they have given me a new name—"Mr. Holt". If you can *quietly* call over, do so. I do not wish people to know that I am here just now. In haste Ever yours.

[46]

Sunday, 17th February, 56.

My dearest Gour,

A thousand thanks for the Bank note of 50 (Fifty).[২] Thou art a thundering jolly dog. I hope to see you to-morrow.

In haste, ever yours affectionately.

[47]

My dear Gour,

I do not know why you have not called to see me. Perhaps you are busy about your memorial, and also making up for your long *fast* in various departments, eh ?

My Pleader writes to me to say that the Principal Sudder

Ameen having heard of your return to Town, has expressed a wish to examine you as early as possible and that too without the ceremony of a Subpeena.[৬] Can you conveniently go over to Alipore early next week? If you meet me at the Society's rooms between 12 and 1 o'clock next Tuesday or Wednesday, I shall drive you over and get the thing done. What say you!

Friday. Yours as Ever.

[48]

My dear Gour,

I have of late written more than once to you without receiving a reply. I trust this letter will meet with better fate.

The Principal Sudder Ameen has fixed on the 3rd *Proximo* to decide the case and unless you give your evidence either to-morrow or at the latest day after to-morrow, I shall be a *serious* sufferer and I am sure *you* would not cause me any loss.

Do tell me if you will come to the Alipore Court to-morrow and if so at what time. I am saying I cannot go with you to-morrow, but I think I can the day after. However, if you come up to the court say by 2 P. M., to-morrow, I shall be there to receive you. For Heaven's sake, my dear fellow, do let me know what you intend doing. If you do not go, I shall run every risk of losing my poor mother's jewels.

Sunday. Ever your affectionate.

P. S. I suppose you have heard of poor Issur Chunder's death![৮] God rest his soul!

[49]

My dear Gour,

If you could keep away from office to-day, I shall be glad to take you up and go to Alipore *after* 1 o'clock—for *before* that hour, I do not think I shall be able to leave the Police.[৫] If not, would you come up to Alipore

between 2 and 3 P. M. ? I shall be there to meet you and bring you home in my gharry. I would rather that you kept away from office to-day, reporting yourself (if you have to report) as absent under a subpeena from Alipore. You can then come up to the Police about 1 o'clock and away we go like a pair of merry blades ! Please reply and believe me.

Ever your affectionate.

[50]

My dea Gour,[৬]

I send you the Second Act[৭]. I have not had time to make a fair copy of the first. The fact is, I hate copying. Now, my good Boy, I beg that you will carefully read over *every line* and sentence with the original[৮] before you, marking with a pencil whatever passages you want to be ecast, altered or omitted. And you must do all this in the course of this day, so that you may look in when returning home.

I do not know the extent of your acquaintance with the Dramatic portion of English literature ; but I flatter myself you will at once see how I have tried to write in pure Saxon English, the language of the best Dramatists, and how I have tried to impart an air of originality to the affair, careless where the ideas are inextricably damnably[৯] Bengali !

You will see that I have adopted your advice and put the songs into verse. The first is so-and-so ; the second does not satisfy me. The original is poor.[১০] Don't fail to see me. Send me the Latin Rutnabulli.[১১]

[51]

My dear Gour,

Here is the first Act. I hope you will find it sufficiently legible. I would wish you to look over the two Acts a little carefully before you go to the Rajahs[১২], so that you may assist your noble friends in deciphering my elegant penmanship or calligraphy.

The first Act in the original is a very commonplace affair and the translation I fear is no better.[১৩] But what is to be done when Homer takes it into his head to nod? Why, we must nod also.

Au revoir. I wish you to be as favourable in your criticism as your conscience will allow, when you see the Raja. I am told he respects your opinion literary, political and on matters connected with....

[52]

My dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request.[১৪] The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version",[১৫] as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself.[১৬] I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind,[১৭] and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you meet them to-day, pray, don't say a word about Ram Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.[১৮]

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained[১৯], what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism?[২০] Byron's poetry for its Asiatic air,[২১] Carlyle's prose for its Germanism?[২২] Besides, remember

that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything sanskrit.[২৩]

Do not let me frighten you by my *audacity*. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity[২৪] and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.[২৫]

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra[২৬] and the Rajas, puff away —there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing. Yours, as usual.

[53]

Calcutta 9th January, 1859,
Sunday

My dear Gour,

You are one of the best dogs in creation, an honour, Sir, to Human nature ! For, I have treated you most shabbily, and yet you are as true as steel ! God bless you, old Boy. You must *not* fancy that because I have not replied to your friendly Epistles, I have forgotten you. That can *never* be. The fact is that I am dreadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming. I do not at all appreciate the idea of being "plucked" and would rather have my ears pulled. But there is no knowing what is to be my fate.

Do not, O most illustrious of Deputy Magistrates, be troubled on account of thy poor friend, who is neither in

jail nor in the power of Duns, nor of other curs of high and low degree ! About a month ago, I was invited to inspect Her Gracious Majesty's "Hotel", but my visit only lasted a few hours. Digumber[২৭] made matters right. It was on account of one Mr. A—whose note [imagining him to be a man of substance] I had foolishly guaranteed. Our friend Hurry Doss shewed himself very zealous in the matter. By Jove, that Hurry is a d—d good fellow !

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the *best* drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry !"[২৮] The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success !"[২৯] But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.[৩০]

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready and you shall have an opportunity of judging for yourself.

Mrs. Dutt desires me to convey to you her best thanks for your letter received yesterday and for the interest you evince in our affairs. How are you getting on, old Boy ? I have no doubt but that you are making yourself useful to all and sundry.

I am going to finish, for I want to go to eat my breakfast. Open correspondence with me after the 25th of January and I shall give you tit-for-tat !

With our united regards and praying God to bless you, I remain, my dear Gour, Ever your affectionate.

[54]

My dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your kind letter so many days. But I have had but little time to devote to my friends. The present Magistrate Mr. Wray is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five

hours of his time. However, this chap is going away to Small Cause Court, and we are to have Mr. Briefless Fagan.

You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view my mind is quite at rest just now ;[৩১] our *noble* friends —noble in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram.[৩২] The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely *munificence*—don't tell him that I desire you to do so.

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore, it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book ; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it.[৩৩] This I need scarcely tell you, is nothing ; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head ; twenty years hence, for every one is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers.[৩৪] People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometimes ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed very good." If I can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self, a d—d unpleasant subject.

There is to be no Sudder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. My friends think that I

should keep quiet, till Sharmista is brought out and makes me "Famous."

How do you like Balasore ? I would give anything to be posted near the sea and in a country where I could at times catch glimpses of distant mountains, the two noblest objects in creation !!

What is the distance of the sea, the sea, the open sea from where you are located ? Do you hear the mighty roar, ceaselessly sounding ? To me it is a familiar voice, but God knows if I shall ever hear it again.

I must now conclude for it is getting late. I want you to tell me where you lodge, who are your new friends, what sort of food you get, whether you have any to amuse yourself with now and then ? and all such domestic information.

19th March, 1859. With kind regards, ever yours.

[55]

3rd May, 1859

My dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your two letters earlier. But you do not know how harassed I am for want of time. Mr. Hume has been absenting himself from office for the last 8 or 9 weeks and Fagan has had to do his work, and so I have been obliged to be in office from 10 till 5 or 5½ o'clock. In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New Play[৩৫], which I trust will distance its predecessor.

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English. Pray, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajahs in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for sometime yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few *prettier* plots in any Drama that you have read ! I invented it one blessed

Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautitul." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No. IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Calcutta. I would be *happier* I think, even in the Soonderbuns. I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere.

I like Fagan very much indeed, for he is very gentlemanly. Hume is off to England. With kind regards, as ever yours.

[56]

No. 6, Lower Chitpore Road.
24th April, 60.

My Dear Raj Narain,

I have seen your two letters to our friend Rajendra[৩৬] and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for, you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama[৩৭] will be published, soon in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four books. Jotindra Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed, (for I am as poor as a good poet ought to be !) seems to think that the last Book is the best.[৩৮] You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals'[৩৯] that write books in these days of

literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton[৪০]! And Virgil[৪১] and Homer[৪২] are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.[৪৩]

As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces,[৪৪] but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha" or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of Amateurs. It is also written on the classical model.[৪৫] As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind,[৪৬] just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit.[৪৭] Do not be frightened, my dear fellow, I don't trouble my readers with *vira ras*[৪৮] (বীররস). Let me write a few Epiclings[৪৯] and thus acquire a *pucca* fist.

Perhaps you do not know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "smit with the love of sacred song" I should throw poetry to the dogs! I am

studying Law for the Sudder. Law and Poetry! Do you remember the lines in Pope?[৬০]

"A clerk foredoomed his father's soul to cross,
Who pens a stanza when he should engross!"

Well—I am that man, though I have no father, I am, besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "nimporte" as the French say, I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russians.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank verse in our language quite as grand as in any other?

I enclose the opening invocation of my 'মেঘনাদ'—you must tell me what you think of it. A friend here; a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the Bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ.[৬১] You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am

Your affectionate old friend.

[57]

My dear Raj Narain,

I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to; I generally devote four or five hours to Law; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble.[৬২] All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However,

here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama ; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our dramas should be in Blank-verse and not in prose,[৫৩] but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan.[৫৪] I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.[৫৫]

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika,[৫৬] will you review the Poem in the columns of that Journal ? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch in into me as much as you think I deserve, I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail !

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal,[৫৭] who is often with me, for we were boys together at Kidderpore and he used to call my mother (God rest her soul !) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than his. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts are gradually disappearing. I pray God to bless you

and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest-hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool. You may rest assured that I am longing to see you.

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the characters, the sentiments and the language.[৫৮] You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism. What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, "above all Greek, above all Roman fame." I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle,[৫৯] Longinus,[৬০] Quintilian,[৬১] the Sahitya-Darpan, Burke,[৬২] Kames,[৬৩] Alison,[৬৪] Addison,[৬৫] Dryden[৬৬] and a host of others, not forgetting old Blair's[৬৭] lectures or the German Schlegel.[৬৮] If you don't read Sanskrit with ease, get a Pandit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta? By the Bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning

for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their works and caring as little for the living world as possible. I hate most of the newspapers of the day—Native and English.[৬৯] They do contain such rubbish ! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't expect me to keep pace with you. Gour has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection.

15th May, 1860. Ever yours most sincerely.

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.

[58]

My dear Raj Narain,

The Tilottama is out. I have ordered Messrs I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate", that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ![৭০] If your friends know English, let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-Verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse)

and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed. Baboo J. M. Tagore sticks out for Sharmistha. But as you have not seen the latter play acted, you can not be so warm in her favour as J. M. T. When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying "why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

I sent your message to Rajendra some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to your last. Now, know, good youth, that the fault is entirely mine, I have got that letter and refused to yield it up to the jolly youth of Sunro, because it contains your suggestions about the "সিংহলবিজয় কাব্য"[৭১] and which said suggestions I wish to preserve for future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you; pray, don't let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation: of course, I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott[৭২] form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on" "Alps arise!" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki,[৭৩] Homer, Vyasa,[৭৪] Virgil, Kalidas[৭৫], Dante[৭৬] (in translation), Tasso[৭৭] (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you, with kind regards yours as ever.

July 1st, 1860.

P. S. Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

[59]

My Dear Raj Narain,

Many thanks for your kind letter and the volume of sermons,[১৮] for such, I suppose, I must call them. O ! Rev'd. Sir, I have read several of them and like them very much. Rajendra once told me, you are a good Bengali writer ; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing, *mind* ! If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "smit with the love of sacred song," There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto ! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them ! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your friend Debendra Nath Tagore[১৯] personally. I hear one of his sons is a good poet.[২০] He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta.

I remember Kumar Shwami[৮১]. Alas! what can I do for him! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any. Comparatively speaking, I dare say, I am quite as poor as he is! I cannot afford to buy the books I wish to read.

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said, "O, that Rajnarain Bose of Midnapore is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs ; but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain-torrent! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry ; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be of permanent interest. Nothing like it ; we, friend, are the men to turn away those beggars or pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals! When we meet I shall have to say a hundred thousand things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima[৮২] and write a romantic tale in it, but of all that hereafter.

Excuse this rambling letter and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a

noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the Bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes[৮৩]. A great pity! Adieu, Praying God to bless you and yours.

14-7-60. I am, dear R., Ever yours affectionately.

[60]

My Dear Raj Narain,

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the *candid manner* in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate."[৮৪] Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book— but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with

it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ। These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

> কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
> সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
> মেঘনাদ ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
> (কি না তুমি জান সতি ?) বাঁধেন কুমারে,
> বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে ?
> মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
> বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি বজ্রপাণি,
> কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
> প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে ;
> মায়াময় মায়াসুত বিদিত জগতে।[৮৫]

You will at once see whom I imitate ;

> "Who of the gods impelled them to contend ?
> Latona's son and Jove's—" Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

> "Who first seduced them to that foul revolt ?
> The infernal serpent"—Book I

As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a-year. But the devil ! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How

I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest solitude ! But thank God, I am not unhappy. If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know the Rev. D. Vyasa[৮৬] did not march into beef and sip his brandypawny.

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V[৮৭] has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill nature on the part of V—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men,,my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song ! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day ! It is getting late, so I must conclude. By the Bye ব্রজাঙ্গনা বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I do with Rhyme.

Ever your affectionate.

[61]

My dear Raj Narain,

Here is the First Book of the Meghanada. I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this can not be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have

their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal), or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough line .

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes ;" no silly allusion to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the Second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.[৮৮]

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse! In Çalcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :—"I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a

Banian's assistant in a mercantile firm. It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R., yours affectionately.

[62]

My Dear Raj Narain,

I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to? Or what do you mean by alighting on Terra Firma?

I am *so* happy you like my Meghanad, I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the Second Book will *enchant* you! The name is "বরুণানী" but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for this your letter. Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha?[৮৯] I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow-Re-marriage. I must pause here. Believe me, My dear R., Ever your affectionate.

August 3rd, 1860.

[63]

My dear Raj,

It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol, I., P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary.[৯০] There is one more Act to be written—viz. the fifth. Besides I could not get any one to copy the Second Book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad

spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extra-ordinary to see the name শিব written ষীব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half tempted to use the words of Alfiery[৯১] and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida.[৯২] I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem ! I fancy the versification *more Melodious* and *Virgilian*[৯৩] and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash"[৯৪] has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Singh used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*" I say "Sub Blank verse ho jaga." I had a long talk with Rungolal, last evening on the subject of versification in general and Blank-verse in particular : he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come". I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

I hope my dear Raj, you won't imitate me in the matter of correspondence, that is to say, never write to a fellow if you can help it. You are a hard-working systematic fellow,

and I as lazy a dog as ever wore leather shoes. I shall look out for a long letter from you—biographical, historical and critical.

Gour is in Calcutta, pretending to be hard at his legal studies, but in reality idling, I am afraid. Pray let him know that I say so. He gives me the benefit of his company, almost every day, when returning home from the Society's Rooms. He is a good fellow, and I wish him success.

I say, old fellow, I have often thought of asking you your opinion as to the advisability of introducing Blank verse in our dramas. Upon my soul, my heart aches to think that I am obliged to write in prose ; and yet what can I do ? I can't get any one to consent to act a piece in verse.[২৫] Give me some of your solid arguments and convince me that prose is the thing for the drama, so that I may have rest.

How are you getting on with your grand theological work ? I know a young friend of yours—some Gangooly, Devendra Nath Tagore's son-in-law, whom I often meet at the Supreme Court and we generally have a talk about you. He tells me that your work is all about the origin of the human race or some such tremendous subject. He is a fine fellow ! *serious* and, I believe and hope, not *vicious*.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
বজ্রী" —তিলো—৪।

"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।" —মেঘ—২।

"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।" —তিলো—৪।

"আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জর-গামিনী।" —তিলো—২।

and so on.[৯৬] If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.

I must now conclude. I hope you have not changed your mind as to your contemplated Durga-puja-visit.

Believe Ever your affectionate.

[64]

My dear Raj Narain,

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe. I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books[৯৭] and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Digumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and some mornings ago, made the following :—

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।

কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, 'হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?'[৯৮]

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette.[৯৯] If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on Blank verse. I do not think R.[১০০] either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth[১০১] better.

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy.[১০২] Oh! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like his. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure.

I have no news to give you. I read no newspaper and seldom stir out of home; but you may rest assured that I am looking out, with great impatience, for the Durga-Puja Holidays, because then I hope to see you in town. Old father John Long[১০৩] is decidedly taken up with Blank

Verse. He told Gour the other day ;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country !"

I must now conclude. Write to me, my boy, and believe me.

Ever your most affectionate.

[65]

My dear Raj Narain,

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad.[১০৪] I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days, It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven. I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him.[১০৫] However, you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton ; many say it licks Kalidasa ; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets ; Milton is divine.[১০৬]

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.

Write to me, and never for a moment cease to believe I am in all sincerity, Your most affectionate.

[66]

My dear Raj Narain,

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with

you, old man ? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author ?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা[১০৭]—and the President Kali Prasanna Singh[১০৮] of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy ! I was expected to speechify in Bengali ![১০৯]

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.[১১০]

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Baboo Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it, S—told me the other day that he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpore Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you. Yours ever.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name ! What a nice man ! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit. Thanks for that article in the 'Field'.[১১১]

[67]

My dear Raj Narain,

I suppose you base your jolly little theory about my anger on my somewhat long silence. You are mistaken my friend ! The fact is I have been very busy ; besides, the heat of the weather is enough to cool down a man's ardour, epistolary, as well as poetical. An insatiable thirst for iced beer completely engrosses the whole system. The

second and last part of Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather. I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue, would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it ? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book-III—Promila's entry into the city —"The most magnificent." My printer Baboo I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank verse. A great victory that, old boy.

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many place is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way I shall do better ;

for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra.[১১২] When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish.[১১৩] We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. When you read Kissen Kumari you will probably think that practice would make the author tolerable in that department also. But encouragement is the food that Practice grows upon. But where is that encouragement? However, I hope you will like the play, imperfect though it be for want of poetical numbers. I, a most hard hearted rascal, have cried over many scenes while correcting the proofs. It beats both Sarmistha and Padmavati. I must now conclude. You will be glad to hear that my law-suits are prospering. I am at present living at Khiderpore, for the house in town is undergoing repairs. However, continue to address me as usual and do not forget to end your letters bearing postage, as I intend doing. Then the rascally Post officers will not rob and cheat. With kindest regards. Yours affectionately.

P. S. They say poor Hurrish[১১৪] of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but, to the progress of independence of mind and thought.

[68]

My der Raj Narain,

It is now my turn to complain. Why haven't you replied to my last? But perhaps it never reached you. Curse that

Post office! How regular it is! Let me however try again.

You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it. As for Brajangana, I really do not know what Boykanto Dutt is doing with her. But Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall not attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought; I was such a fellow for the pathetic. The other day Baboo I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you. Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.

Have you heard that I have won my Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in that matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge has only decreed 1300 Rs. But then he has given me *Wasilot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God! But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies. Good bye, my friend. Believe me, Ever your affectionate.

[69]

My dear Raj Narain,

Many thanks for your kind letter that came to hand yesterday. Continue to send bearing postage. If the rascals should throw away our letters, we shall have the satisfaction, a poor one no doubt, of knowing that they have not been

able to add insult to injury,—to take our money and not give us some equivalent.

You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you ? I must write to my printer again on the subject.

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful", "tender" and "pathetic", with a dash of "sublimity", is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these ; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence ? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings ; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.[১১৫]

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII and I hope I have succeeded, at least to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply pouring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English ;—"I am reading a new poem, Sir !" "A poem !" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"Why,

sir, here is poetry that would make my nation proud." I said, "Well, read and let me know." My literary shop-keeper looked hard at me and said, "Sir, I am afraid, you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Siva, and Rati says to him,

—বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked where I lived? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank-Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir, it is the noblest measure in the language."

I must now conclude. I have to write other letters. Besides a visitor has just come in. Good bye, old Raj.

Believe me, ever your affectionate.

[70]

My dear Raj Narain,

I don't know how it is, but I fancy that you have been writing to me a long letter but that I have lost it through the carelessness of the Post Office folks. If I am correct, then you must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you? Here people speak well of it; tho' I must say that men of your stamp are anything but common here.

The "odes" are out, and I have requested Baboo Baikunta nath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copyright, to send you a copy. You must also tell me what you think of them. We are now printing the last

Book (IX.) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English).

How you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes and one half of a real Epic poem ![১১৬] All in the course of one year ; and that year only half old ! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog.* I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors ! Great authors !! great *fiddle-sticks* !! But of that by and by. You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake.[১১৭] Pray, what are you doing ? Where is that grand Theological Book of yours that is to convert all manner of sinners to *Brahmoism.*[১১৮]

We have just got over the noise of the Mohurrum. I tell you that :—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother.[১১৯] He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet ! But *De gustibus non est disputandum.*

I must now conclude. Pray, hereafter address your letter to the "Care of James Frederick Esqr. Kidderpore" or at the Police Office. I have given up "No 6 Lower Chitpore Road." Hoping you are quite well, old boy, with affectionate regards.

Yours affectionately.

P. S. Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship". Fie ! why

not a Statue ? However, I shall subscribe. I loved and valued the man. *Vale*, as the Latins used to say or *aurevoir* as the French say.

[71]

My dear Raj Narain,

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me ; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore Pedagogue. I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape.[১২০] But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

Have you received a copy of the ·Odes (Brajangana) ? Pray, why then are you silent ? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

Your verses are good ; if you go on practising, you will succeed. Don't forget that the 8th should be a long foot. We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth, I find the versification very *kancha* in many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her. Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী, বহিল চারি দিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারু-তারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা, Read—[১২১]

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী—

And then সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, and the passage assumes quite a different tone of music—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা?

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines.

And whisper whence they stole
Those balmy spoils—

Of Milton, and the lines—

Like the sweet south
That breaths upon a Bank of violets
Stealing and giving odour—

of Shakespeare. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing" ?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful. It is getting late ; so I must conclude. In my next, I shall give you some idea of my prose doings. I am going on with the rapidity of a mountain torrent.

God bless you and yours, my dear Raj! I have got a little son.

Yours affectionately.

[72]

My dear Gour,[১২২]

I do not know who the author of this address is; but I fear its *English* would subject your committee to some ridicule. It is not altogether chaste and idiomatic. However, you fellows are the best judges of that.

The paper was taken to the public Library by a mistake on the part of my servant yesterday. Yours as ever.

[73]

Kidderpore 29th August, 1861.

My dear Raj Narain,

Some days ago, I wrote rather a long letter to your friend, Keddar Nath Dutt, containing a brief biographical notice of the author of Sarmistha. I should like to know if he has received it. The letter was written at his own request.

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours are equally anxious with me to hear what the great Midnapore-School master has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject; Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes; another friend, the abduction of Usha (উষা হরণ). Now I am for your সিংহলবিজয়; but I have forgotten the story and do not know in what work to find it; kindly enlighten me on the subject. I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, but there is no harm in trying. What say you? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the সিংহল, old boy. I like a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope.

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrajit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I *begin another.*

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave *aside all religious bias.*[১২৩] Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.[১২৪] Adieu! write soon to your Affectionate.

[74]

My dear Raj Narain,

I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud. But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of wife's ill-health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan. Thank God, her health appears to be quite re-established now, and I am at your service, my boy.

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic.[১২৫] In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling the thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chandra Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarakanath (4) Kaikayee

to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumaty to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururava ; a goodly list, my friend. Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better. You will have a copy soon.[১২৬]

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticised; some don't like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse ! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection ! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the 'কবি,' old fellow, but Michæl M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed.[১২৭]

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot.[১২৮] I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist. And now God bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.[১২৯]

And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. Ever yours affectionately.

[74ক]

My dear Raj,

The New poem[১৩০] is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality ; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read !

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it.[১৩১] Perhaps, it will take me months ; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow ! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.[১৩২]

I don't think I shall be able to go to England quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogues or fools under the sun ! Though well-nigh ruined, they are yet backward to listen to terms.

I must conclude here. Interrupted. Write at your earliest convenience and believe me.

Ever yours affectionately.

[75]

Wednesday, 4th June, 1862.

My dear Raj Narain,

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure. Or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A.,[১৬৬] has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we, are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable.*

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২

My Native Land Good-Night! Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!

প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা-জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে স্থবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

Here you are, old Raj—all that I can say is—

"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life, I remain, Ever your affectionate friend.

[76]

My dear Keshab Baboo,[১৩৪]

Some weeks ago, I sent you the First Act of স্থভদ্রা [১৩৫] through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem."

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever

description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron-shoes. What is the result? Lameness![১৬৬].

In reading over my poem, you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the *individual* flow of each verse. Do not care for the *general effect*. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence. In submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine"[১৬৭] i. e. containing 6 feet. The *longest* verse in our language is the 7 footed পয়ার—but that is, like the Greek and Roman Hexameter,[১৬৮] *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. *Our* 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days, to send you specimens of it. When I first began to write, my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali. Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst,[১৬৯] born in

1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare[১৪০] wrote. My motto is, "Fire away, my boys !" The Namby-Pamdy-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

> "Made Poetry a mere mechanical art,
> And every warbler has his tune by heart !"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them !

How are you getting on with "Sharmistha"—my Garrick ?[১৪১] Have you seen "Padmavati" ? Will it do as Sharmistha's successor ?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্ন শিবমন্দির"[১৪২] ? With kind wishes, I am my dear Keshab Baboo, Ever yours Sincerely.

[77]

My dear Gangooly,

Last Sunday, I submitted another "Synopsis" of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful ? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod[১৪৩] and about 1 A. M. last Saturday, the *Muses smiled* ! As a true realizer of the Dramatist's conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord ! What a romantic Tragedy it will make ! I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loophole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy ! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4 !

I wish you would stir them up, সখে মাধব্য ! It is a downright shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men ! as the boatswain says in the "Tempest."[১৪৪]

"Heigh, My hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare, Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!"

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis", run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of every kind regards to self and friend *Deenoo meah*. Yours very sincerely.

P. S. We must have a farce with the Tragedy. I tell you what friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

[78]

My dear Gangooly,

I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me proud of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre,[১৪৫] I am his man! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk.[১৪৬] All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the

mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good ; *what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius[১৪৭] and the English Garrick !—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it.. But *Master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me.

Ever yours affly.

[79]

My dear Gangooly,

Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her the name as the "Essence of Camphor" ; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But

if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards", labour under, with reference to Female characters :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step.[১৪৮] The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fullness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, *viz*, that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands.[১৪৯] The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country.[১৫০] Ours are dramatic poems ; and even Wilson,[১৫১] the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forget the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming across her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry.[১৫২] The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As

for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's [১৫৩] advice ;—"If there be" says he, "What I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.[১৫৪]

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre.[১৫৫] Excuse this long letter, and believe me.

Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt anybody, I think.[১৫৬]

[80]

My dear Gangooly,

Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস। I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy.[১৫৭] I have

not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste.

Ever yours sincerely.

[81]

My dear Gangooly,

Here you are. This is act No. 3. The Fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one *at* him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke.

[82]

My dear Gangooly,

Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members won't stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die Yours in haste.

[83]

My dear Gangooly,

I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are as a matter of course, a first rate dramatic critic,[১৫৮] but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but the result I could not very well avoid owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is your province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success; but I fancy it would create a deeper sensation than any play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago.[১৫৯] The plot does not admit of such a character, even if I could invent it—which I gravely doubt! I wish *Bullender* to be serious and light, like "Bastard" in King John.[১৬০] Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand!

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope, is dignified, yet gentle.

But the Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal.* As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic*; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this;—never *strive* to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow in any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer!

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence; a little mannerism does no harm, and, I promise you I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare; and even he would

suffer considerable damage! A word about the Scenes:—I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders! If not, we must strike our heads and say,—"alas! born an age too soon"!

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.[১৬১]

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically.

1st September, 1860. Yours most Sincerely.

P. S. I. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once;—I am *so* impatient! After this we must look to "Rizia"—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

[84]

My dear Gangooly,

You must not fancy that I have been idle. Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bother-some. In the meantime let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces[১৬২]; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting on Sunday, next week at Belgatchia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says 'nay' to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanskrit—কিমধিকং?

With most Sincere regards, yours affectionately.

[85]

My dear Gangooly,

Here is Kissen Cumari—Your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours ! God bless you, old boy !

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately.

[86]

My dear Gangooly,

Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant ! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you should better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas,[১৬৩] allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Joggut Sing," and then you will very soon find yourself at Belgatchia ! Do you see him now ? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ ! Deenoo সত্যদাস ; Jodoo বলেন্দ্র ; Sreenath the other মন্ত্রী। By the Bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari ? Make Kali মদনিকা ; under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready ; you shall

have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethren of the Buskin.

16th January, 1861. Yours as ever.

[87]

My dear Gangooly,

We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your holidays.

And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done? What does he intend doing? What says our "Manager"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will *you* answer at the Bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However, give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in the rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সরস্বতী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore![১৬৪]

With kind regards, Believe me, ever yours truly.

Tuesday

১ মধুসূদন ১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটা মাদ্রাজেই থেকে গেলেন। পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা ছিল। গৌরদাসকে তাঁর আগমনবার্তা গোপন রাখবার অনুরোধ করার সম্ভবত সেই কারণ।

২ মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন যথেষ্ট অর্থ নিয়ে আসতে পারেন নি। পনের দিনের মধ্যে গৌরদাসের নিকট থেকে তাঁর পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ জাতীয় ঘটনা

কবি-চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর জীবনে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

৩ গৌরদাসের সাক্ষ্যদানের এই ব্যাপার কবির পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত।

৪ কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ সালে। পরবর্তীকালে মধুসূদন একটি সনেটে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণকাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দেব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ্ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহশিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ ভাল স্বর্ণের পরশে ?

সনেট রচনাকালে নিজের অস্তগামী কবি-প্রতিভার দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের যে সংশয়কাতর দৃশ্য তিনি কল্পনা করেছেন তার ছায়া এখানে পড়েছে।

৫ কলিকাতায় মধুসূদনের বন্ধুবান্ধব তাঁর জন্য পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রথমে হেডক্লার্কের এবং পরে অনুবাদকের চাকুরী সংগ্রহ করে দিলেন। কবির অন্যতম বন্ধু পরে দুঃখ করে বলেছিলেন, "Such was the appointment that was thought fit for a man who could write a poem like Byron or Scott, edit a paper in English with acknowledged ability and success."

৬ এই চিঠি ১৮৫৮ সালে লেখা। রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটক বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। মধুসূদনকে পাইকপাড়ার রাজারা নাটকটির একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করাবার জন্য বলেন। এই পত্র এবং পরবর্তী পত্রটিও ঐ অনুবাদপ্রসঙ্গে গৌরদাসকে লেখা। ইংরেজীতে নাটকটিকে অনুবাদ করবার উদ্দেশ্য রঙ্গমঞ্চে নিমন্ত্রিত য়ুরোপীয় ভদ্রমহোদয়দের অভিনয়-বস্তুর সঙ্গে ভালরূপে পরিচিত করান।

৭ প্রথমে অঙ্কের অনুবাদ নকল করে পাঠান হয়। পরবর্তী পত্রে সে-বিষয়ে বলা হয়েছে !

৮ এখানে মূলগ্রন্থ বলতে কোন্‌টি বোঝান হয়েছে বলা কঠিন।—রামনারায়ণের অনুবাদ অথবা শ্রীহর্ষকৃত মূল সংস্কৃত নাটক ? সম্ভবত রামনারায়ণের বাংলা অনুবাদের কথাই বলা হয়েছে।

৯ তখনও বাংলা ভাষার প্রতি কবি কি এত বিরূপ ছিলেন যাতে তাকে 'damnably

Bengali' বলেছেন ? মনে হয় রামনারায়ণের জড় বাংলা ভাষার প্রতিই কবির এই আক্রমণ।

১০ এ বক্তব্য শুধু বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে নয়, মূল সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধেই। এর কারণটি অনুধাবন করাও খুব কঠিন নয়। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কবির নাটকীয় রুচি সে সূত্রেই গঠিত। রত্নাবলীর মত মামুলি নাটক কবির ভাল লাগবার কথা নয়। প্রসঙ্গক্রমে A. Keith তাঁর The Sanskrit Drama নামক গ্রন্থে হর্ষের অন্যতম নাটক প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করা চলে, " The dominant emotion in either is love of the type which appertains to a noble and gay (dhiralalita) hero who is always courteous, whose loves, that is to say, mean very little to him, and who does not forget to assure the old love of his devotion while playing with the new. This is a different aspect of Vatsa's character from that displayed by Bhasa, and admittedly a much inferior one...The heroines are ingenues with nothing but good looks and willingness to be loved by the king, whom they know, though he does not, to be destined by their fathers as their husband".

১১ রত্নাবলী নাটকের লাতিন অনুবাদের সহায়তায় মধুসূদন সম্ভবত তাঁর নিজের অনুবাদের সাহিত্যিক সাফল্যের বিচার করতে চাইছেন।

১২ পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং প্রতাপচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারী ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। তাঁদের উৎসাহেই রত্নাবলীর অভিনয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল। গৌরদাসের মাধ্যমে তাঁরা মধুসূদনকে এই কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। কবির জীবনে যে সব বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকের সাহচর্য লাভ ঘটেছিল এরা তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

১৩ 'রত্নাবলী' নাটক হিসেবে খুব উচ্চস্থানের দাবী করতে না পারলেও কবিকৃত ইংরেজী অনুবাদের প্রশংসায় সমকালীন বাংলা ও ইংরেজী বহু সাময়িক পত্র পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। 'হরকরা' কাগজের সম্পাদক লিখেছিলেন, "এতদূর বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখন যে হয়, আমরা জানিতাম না।"

১৪ মধুসূদন ১৮৫৮ সালে শর্মিষ্ঠা নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন, "১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা নাটক' বিরচিত, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।" কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ১৮৫৯ সালে নাটকটি প্রকাশিত হলেও পূর্ব বৎসরের জুলাই মাসের মধ্যে যে এর কতকাংশ লিখিত হয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮৫৮ সালে ১৬ই জুলাই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাসকে এক চিঠিতে লেখেন, "I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute some thing to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all." আলোচ্য পত্রটি পড়লে মনে হয় যতীন্দ্রমোহনের উক্ত অনুরোধের

সঙ্গে এর যোগ আছে। যতীন্দ্রমোহন সম্ভবত গৌরদাসের কাছ থেকেই মধুসূদনের নাট্যরচনার সংবাদ পেয়েছিলেন।

১৫ রামনারায়ণ (১৮২২-৮৬) কয়েকখানি নাটক রচনা করেন এবং সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে 'নাটুকে' অভিধা লাভ করেছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) তাঁর প্রথম নাটক। তিনি 'বেণীসংহার', 'রত্নাবলী', 'শকুন্তলা', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। পুরাণ কাহিনী নিয়ে তিনি 'রুক্মিণীহরণ', 'ধর্মবিজয়', ও 'কংসবধ' নাটক লেখেন। এছাড়া তিনি 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট' প্রভৃতি প্রহসন এবং 'নবনাটক' নামক গম্ভীর সামাজিক নাটক রচনা করেন। রামনারায়ণের অনুদিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদন প্রথম বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা লাভ করেন। মধুসূদন কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে তাঁর নাটকের কতকাংশ রামনারায়ণকে দেখতে দেন। উদ্দেশ্য, ভাষার মধ্যে কোন ব্যাকরণগত বিচ্যুতি থাকলে তার সংশোধন। সেই প্রসঙ্গে এই পত্রটি রচিত।

১৬ শিল্পী মধুসূদনের আত্মবিশ্বাস ও কঠিন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে বাংলা লেখার এই প্রথম প্রচেষ্টার কাল থেকেই।

১৭ মধুসূদনের এই তীক্ষ্ণ শিল্পচেতনা য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সমালোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফল। সমকালীন অপর কোন বাঙালী লেখকের এই মনন-স্বচ্ছতা ছিল না।

১৮ 'শর্মিষ্ঠা নাটকে'র সংলাপে মধুসূদনও প্রাণহীন সংস্কৃতানুগ ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তবে রামনারায়ণের গদ্যের তুলনায় এ ভাষা যে অনেক উন্নত তাতে সন্দেহ নেই।

১৯ সংস্কৃত নাটক ঘটনাগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি সব কিছুরই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে রসসৃজনকে। লক্ষণীয় ইংরেজী সাহিত্যবোধে দীক্ষিত মধুসূদন রসসৃজনের প্রসঙ্গে নীরব।

২০ মুর—ইংরেজী কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এডওয়ার্ড মুর (১৭১১—৫৭) এবং টমাস মুর (১৭৭৯—১৮৫২) খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কবি, নাট্যকার, রূপকথা-উপকথার রচয়িতা ছিলেন। মধুসূদন বিশেষ করে শেষোক্ত কবির কথাই বলেছেন। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে R. McHugh বলেছেন, "He studied law in London, where his poetry won him popularity in polite society; and held a Government post in Bermuda before settling in England. He was known in his own day as a biographer and satirist; today he is chiefly remembered for his 'Irish Melodies' (1807—34) based on traditional Irish airs." মুরের কাব্য Lallah Rookh (1817) দীর্ঘকাল খ্যাতির উচ্চশিখরে ছিল। এর কাহিনীটি পূর্বদেশীয়। একটি পূর্বদেশীয় সুর কাব্যটির চারপাশে ভাসমান বলে কোন কোন সমালোচক মনে করেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই মধুসূদন মুরের Orientalism-এর কথা বিশেষ করে বলেছেন। টমাস মুরের লেখা বায়রণের জীবনীর প্রসঙ্গ কবি তাঁর পূর্বজীবনের পত্রাবলীতে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

২১ বায়রণ (১৭৮৮—১৮২৪) মধুসূদনের অন্যতম প্রিয় কবি ছিলেন। বায়রণের জীবনী তাঁর প্রথম যৌবনের প্রিয়তম গ্রন্থ ছিল। কবির বিখ্যাত কাব্য Childe Harold-এর

কোথাও কোথাও একটি কল্পনাতুর অস্পষ্ট পূর্বদেশের পটভূমি আছে। মধুসূদন সেই কথা ভেবেই সম্ভবত বায়রণের কাব্যের Asiatic Air-এর কথা বলেছেন। বায়রণের মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসী সমালোচক Cazamian বলেছেন, "His instincts were fundamentally classical, in the sense that he did not conceive of fitness in form without an adequate precision, and sacrificed nothing to suggestion. He was deeply influenced by the ancients, and still more by Pope and his school ; he never repudiated this culture ; on the contrary, he always proclaimed his indebtedness to it, setting it up in opposition to the new and tentative of a Wordsworth and a Southey, on which he passed a very severe judgment.

২২ টমাস কার্লাইল (১৭৯৫—১৮৮১) সম্বন্ধে Encyclopaedia of Literature, Vol. I, নামক গ্রন্থে জেমস্ কিংস্লে লিখেছেন, "Scottish man of letters. Educated at Edinburgh University ; Schoolmaster at Kirkcaldy, 1816 ; lived in Edinburgh from 1818 to 1822 as tutor, student and author. In 1825 Carlyle was reading and translating from the German in Dumfriesshire ; He received the Prussian Order of Merit in 1874,... Carlyle endeavoured greatly in history, biography, literary criticism, politics and sociology...Despite his sympathies with German literature, of which he was the chief English interpreter in his time, Carlyle's best criticism is of Scots and English authors particularly of Burns and Scott, of whom he had a natural appreciation. His is one of the most highly individual styles in English. It shows something of the influence of German Syntax, Scots pulpit rhetoric and the diction and imagery of the Bible." তাঁর জার্মান সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে The Life of Schiller, German Romance, Lectures on German literature প্রধান।

২৩ সংস্কৃত সাহিত্যের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতিনীতির বিরুদ্ধে কবি তীব্র মনোভাব এখানে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা নাটকে কার্যত এ মনোভাব প্রতিফলিত নয়। সংস্কৃতানুসরণ এই নাটকে প্রবল।

২৪ ইংরেজী না-জানা ব্যক্তিদের পক্ষে শর্মিষ্ঠার সাহিত্যিক গুণের প্রশংসা না করবার কারণ নেই। কিছু বহিরঙ্গ টেকনিকের দিক থেকে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। নাট্যারম্ভে নান্দী-সূত্রধর নেই, অঙ্কগুলি দৃশ্যে ভাগ করা হয়েছে, সংলাপ শুধুই গদ্যে—পদ্যের মিশ্রণ নেই। তা না হলে সংস্কৃত রোমান্টিক কমেডির রূপটি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়েছে। সংলাপে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অতি প্রকট।

২৫ সাহিত্যে অপরের প্রভাব গ্রহণ বিষয়ে মধুসূদনের মতামতটি বেশ স্পষ্ট ভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

২৬ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহনের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। বেলগাছিয়ার রঙ্গালয় স্থাপন ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা

করেছিলেন। পরে নিজ বাড়ীতে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনার পেছনে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল, মুদ্রণভার তিনিই বহন করেন। কাব্যটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

২৭ রাজা দিগম্বর মিত্র—সেকালীন বাংলার সর্ববিধ প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে দিগম্বর মিত্রের সম্পর্ক ছিল। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর আবাল্য সৌহার্দ ছিল। মেঘনাদবধকাব্যের প্রথমখণ্ডের মুদ্রণের ব্যয়ভার তিনি বহন করেছিলেন। কাব্যটি প্রথমে তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়। কবির য়ুরোপ প্রবাসকালে দিগম্বর মিত্র তাঁর পাওনাদারদের কাছ থেকে ঠিকভাবে টাকা আদায় করতে না পারায় কবি কিরূপ দুর্দশায় পতিত হয়েছিলেন তার পরিচয় আছে চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রথিত পত্রগুচ্ছে। কবি বিরক্ত হয়ে মেঘনাদবধের পরবর্তী সংস্করণ থেকে দিগম্বর মিত্রকে উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার করেন।

২৮ যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে মধুসূদনকে এক চিঠিতে লেখেন, "I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language ...it is at once classical, chaste, and full of genuine poetry."

২৯ ১৮৫৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মধুসূদনকে লেখা এক পত্রে শর্মিষ্ঠার সাহিত্যিক গুণাবলী সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চ প্রশংসা করেন, "I need scarcely tell you that the drama is a complete success, abounding as it does with ideas and similies that are scarcely to be found in any Bengali book I have come across."

তবে ছোট রাজা অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ শর্মিষ্ঠার মহলার সময় এর মঞ্চ সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না। গৌরদাসকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "No one knows what effect such a thing as the 'Sharmista' will have on the stage. It is still a matter of doubt whether it will be as popular as Ratnabali. I will give no opinion concerning it unless it has passed the ordeal of public criticism." ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে এই সাফল্যের কথা বলে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। এই চিঠি লেখার কাল পর্যন্ত নাটকটির অভিনয় আরম্ভ হয় নি।

৩০ মধুসূদন শর্মিষ্ঠার এক ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন রাজাদের অনুরোধে। অভিনয়-দর্শক য়ুরোপীয় ভদ্রমহোদয়দের জন্যই এরূপ অনুবাদ করা হত।

৩১ মধুসূদনের জীবনের প্রশান্ততম পর্বের সূত্রপাত হল। অর্থাভাবে তাঁর জীবন সর্বদা আন্দোলিত হত। সৃষ্টিকর্মের জন্য যে পরিমাণ মানস স্থৈর্য প্রয়োজন কবির জীবনে তা মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য দেখা দিয়েছিল। শর্মিষ্ঠা রচনা থেকেই এর সূত্রপাত। মধুসূদনের কাব্য-নাটকগুলি (চতুর্দশপদী বাদে) এই পর্বেই রচিত।

৩২ শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়। ইনি মধুসূদনের বন্ধু এবং পাইকপাড়ার রাজাদের ম্যানেজার ছিলেন।

৩৩ শর্মিষ্ঠা নাটকের সংস্কৃতানুসারী ভাষা সাধারণের পক্ষে খুব সুগম ছিল না। সে কথা ভেবেই কবি এরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে সাধারণভাবে সমকালীন বাংলা গদ্য এর চেয়ে সরল হবার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' আরও ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত, এই ঘটনার কথা প্রসঙ্গে ক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে।

৩৪ এ বিষয়ে সমকালীন কয়েকজন সুধী ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে লিখেছিলেন, "it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but Sermistha will take the first place among the dramas in the vernaculars." রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থসংগ্রহে' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন, "আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন, সন্দেহ নাই।" রাজনারায়ণ বসু কবিকে লেখেন, "Sermista is exactly after the pure classical model, is in many places full of starling poetry, and displays considerable knowledge of human nature !"

৩৫ পদ্মাবতী নাটক

৩৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। তিনি বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছিল। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর সুবিপুল ইংরেজী গ্রন্থ বাঙালি মনীষার কীর্তিস্তম্ভরূপে পরিগণিত হবে। সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর স্থান বিশেষ উচ্চে। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রাকৃত ভূগোল', 'শিল্পিক দর্শন', 'শিবাজীর চরিত্র', 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' বিখ্যাত। প্রথম যুগের বাংলা সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল।

৩৭ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনা (১৮৬০, এপ্রিল) সবে শেষ হয়েছে। কাব্যটি তখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

৩৮ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই মন্তব্য সমর্থনযোগ্য। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের শেষের অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্থ সর্গ কাব্যের প্রধান অংশ। এই সর্গে তিলোত্তমার কানন ভ্রমণের যে বর্ণনা আছে, কল্পনার মৌলিকতায় এবং বর্ণনা-সৌন্দর্যে তা মনোরম।

৩৯ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রতি কটূক্তি করা হয়েছে। মধুসূদনের নিজের কবিভাষা দুরূহ। এই দুরূহতার সঙ্গে পণ্ডিতদের ভাষাকাঠিন্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে এ কথা কবি বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে তাঁর ভাষা অন্তরলোক থেকে স্বতঃউৎসারিত। ইচ্ছাকৃত ভাবে ভাষা ও বাচনভঙ্গিকে কঠিন করে তোলার কিছুমাত্র চেষ্টা তিনি করেন নি।

৪০ জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪)। ইংরেজী মহাকাব্য Paradise Lost এর রচয়িতা। মধুসূদন তাঁকে divine বলে মনে করতেন। তাঁর উপরে মিলটনের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

৪১ ভার্জিল (খ্রীঃ পূঃ ৭৭ অব্দ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৮ অব্দ)। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি কর্ম 'Aeneid' বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এই মহাকাব্যে "Virgil's aim was to glorify the rise of Rome to her destiny under Augustus and to make the reader feel by what toil and self sacrifice Roman

greatness was made possible. The twelve books record the history of Trojan Aeneas after the sack of Troy—his adventures and travels before reaching Italy (1-6), his battles to found a new city there (7-12)...In the Aeneid, Virgil is indebted in outword form and from time to time in episode, to Homer and other Greek writers from the Tragic poets to the Alexandrines...But whatever is utilised is transformed by his own master touch. The Aeneid is the greatest work of Latin literature. Virgil treated a lofty and national theme with masterly poetic diction, narrative and descriptive powers, and with a perfection of metrical technique. Yet side by side with the Roman note he reveals a tender humanity which could feel pathos of the tragedy of a Dido or a Turnus or of any sufferer, and a poetic insight which can turn from the particular to find the universal" —[A. J. Dunston.]

৪২ হোমর (সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতক), গ্রীক মহাকবি। 'Iliad' এবং 'Odyssey' এই দুই মহাকাব্যের রচয়িতা। কাব্যগঠনের কৌশলে, ব্যাপক গম্ভীরের আস্বাদ সঞ্চারে, বর্ণনাভঙ্গির বিশিষ্টতায়, চরিত্রসৃষ্টিতে বিচিত্রতা আমদানী করায় তিনি সমগ্র বিশ্বের কবিসমাজে এমন একটা স্থানের অধিকারী যেখানে ব্যাস-বাল্মিকীর ন্যায় দু-একজন ছাড়া অপর কাউকে স্থান দেওয়া যায় না। এঁরা যেন অনৈসর্গিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন। যেন সমগ্র যুগ ও দেশ এঁদের কাব্যের মধ্যে ভাষারূপে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

৪৩ ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০) মধ্যযুগের সর্বশেষ বিশিষ্ট কবি। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাদেশের কাব্যপাঠকমহলে ভারতচন্দ্রের অবিচল প্রতিষ্ঠা ছিল। ভারতচন্দ্রের খ্যাতিতে মধুসূদন ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাঁর নানা পত্রে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 'চতুর্দশ পদী'তে তিনি 'অন্নপূর্ণার ঝাপি' এবং 'ঈশ্বরী পাটনী' নামক দুটি কবিতায় ভারতচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। ভারতচন্দ্রের উচ্চ কবিপ্রতিভা ছিল। মধুসূদন তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণকারীরা যে রুচিহীনতাকে কাব্যে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন ইংরেজী কাব্যরসিক মধুসূদন তার বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণেই ধিক্কার জানিয়েছেন।

৪৪ 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ'-এর ব্যাপারে মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালার অধিকর্তাদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছিলেন। অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা কবির চিঠিতে তার বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাবে।

৪৫ পদ্মাবতী নাটক

৪৬ ক্লাসিক ধরনের এই তিন চার খানা নাটক তাঁর আর লেখা হয়ে ওঠে নি। বহু অচরিতার্থ বাসনার মত তাঁর এই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি।

৪৭ মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাব্যটি তখন রচিত হচ্ছে।

৪৮ কবি কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বলেছিলেন—"গাইব মা বীররসে ভাসি

মহাগীত।" কিন্তু সত্যিই তাঁর কাব্যে সংস্কৃতরীতির বীররস অল্পই আছে। একটা বীর্যস্তম্ভিত বেদনায়ই এ কাব্যের মূল রসাবেদন।

৪৯ মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যকেও Epic না বলে Epicling বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতিতে মহাকাব্যের উদাত্ত গম্ভীর এবং নিখিল-ব্যাপ্ত রস-মহিমায় এ কাব্য সমুদ্ভাসিত।

৫০ আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪)। ইংরেজ কবি। রোমান্টিক কবিগোষ্ঠির আবির্ভাবে তাঁর কবিতার পুনর্বিচার ঘটে। কিন্তু তার আগে সমকালীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কবি বলে তিনি বিবেচিত হতেন। তাঁর সম্বন্ধে Encyclopaedia of Literature vol—2 গ্রন্থে লেখা হয়েছে "While not wealthy, Pope's parents were able to live in the country (Windsor Forest) and so shield Pope from the city rigours which might have killed one of his crazy constitution—he was a cripple of 4 feet 6 inches in height—and give him opportunity for that intense study which aggravated his bodily weakness but which strengthened his poetry. He lisped in numbers—An Essay on Criticism, and The Rape of the Lock are as brilliant an achievement as that of any young poet... he was engaged on translating the Iliad from which he proceeded to the Odyssey following that long labour—both loving and professional—with an edition of Shakespeare. ...at steady intervals till within two years of his death he produced his crowning work, that of satire and moral essay, in which there is as much sensuous richness as pointed thought."

৫১ ব্রজাঙ্গনা কাব্য। এই কাব্যটি তিলোত্তমা রচনা শেষ হবার পূর্বেই আরম্ভ হয় এবং মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্বে শেষ হয়। এই পত্রের সাক্ষ্যে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়।

৫২ মধুসূদন বিশপস কলেজে এই ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। মাদ্রাজ-প্রবাসকালে এই ভাষাগুলির চর্চা গভীরতর হয়। এখন পর্যন্ত সেই চর্চা চলছে।

৫৩ মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। পরে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে সম্পূর্ণত এই নূতন ছন্দ প্রয়োগ করেন। তাঁর ক্রমে বিশ্বাস হয় যে নাটকের সংলাপ হিসেবে এই ছন্দই সর্বাধিক প্রযোজ্য। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী তাঁকে গদ্যেই লিখতে হয়। কবিতা-সংলাপ-যুক্ত নাটক অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি তিনি কারুর কাছ থেকেই লাভ করেন না।

৫৪ বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পুস্তক। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে পুস্তকটি রচিত। তিনি মম্মটভট্টের অনুসরণে ধ্বনিবাদের সমর্থন জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। নাটকের সূত্র, লক্ষণ ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। "He, however, accepts the doctrine of styles, regarded as an arrangement of words (পদসংগঠন) in a special way and admits four: Vaidarbhi or dainty with letters indicating sweetness and no or short compounds; Gaurida, with letters indicating

strength and long compounds ; Panchali, containing other letters than those mentioned and compounds of five or six words ; and Lati, intermediate between Panchalı and Vaidarbhi"

—[Keith : History of Skt. literature]

৫৫ পদ্মাবতী নাটকে গ্রীক স্বর্ণ আপেলের কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে। বিদেশী কাহিনীটিকে কবি এত সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রূপদান করেছেন যে বিস্মিত হতে হয়।

৫৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার পত্রিকাটিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায়, নানা মানববিদ্যার উপস্থাপনায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত করলেন। তাঁর নিজের বহু উচ্চস্তরের প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বহু মনীষী পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৫৭ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭)—মধুসূদন-পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট কবি। তাঁর 'পদ্মিনী কাব্য' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত। অপর কাব্যগুলি 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' তিলোত্তমাসম্ভব-মেঘনাদবধ কাব্যের পরে প্রকাশিত। তিনি তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তুতে সামান্যত নবীনতা আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলা কাব্যে নবজন্মের গভীর জীবনউপলব্ধি ও রূপচেতনা তাঁর ছিল না। রঙ্গলালের কাব্য সম্পর্কে মধুসূদনের এই সমালোচনা কবির তীক্ষ্ণ কাব্যবোধের পরিচায়ক।

৫৮ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কাহিনী-সংগঠন, চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে রাজনারায়ণ বসু কবিকে একখানি ইংরেজী পত্র লিখেছিলেন।

৫৯ অ্যারিস্টটল (খ্রী: পূ: ৩৮৪—খ্রী: পূ: ৩২২)। "Greek philosopher and scientist, was the son of Nicomachus, a doctor, to whom in part he may have owed his interest in biology. He joined Plato's Academy at the age of seventeen, and remained there twenty years ; when Plato died in 347, he went first to Assos, where he married Pythias, the tyrant Hermias' niece, and then to Mytilene, where he remained until he accepted an invitation from Philip of Macedon to become tutor to Alexander, then aged thirteen. In 335 he set up a school...He left Athens after Alexander's death.... The surviving fragment of the Poetics discusses tragedy and epic poetry ; the analysis is brilliant and original."

—[Encyclopaedia of Literature.]

৬০ "Longinus, author of the treatise 'On the sublime'. His name is unknown (possibly Pompeius) but internal evidence shows that he was a Greek of 1st Century A. D. His treatise shows close connection with Tacitus and Quintilian. He defines the sublime in literature as 'supremacy, and excellence in language, which aims at dumbfounding the audience by deploying all the orator's power at once'. He discusses the success of classical Greek poetry and prose from Homer to Demosthenes, in attaining the

sublime, quoting in addition 'Genesis' and Cicero. He concludes by discussing the relation of literature to society." —[Webster.]

৬১ Quintilian (35-100)—"Roman writer on rhetoric.···His literary taste, displayed particularly of the 10th book (of 'Institution Oratoria',) on the importance of reading suitable literature, is impeaceable." —[Willis]

৬২ এডমণ্ড বার্ক (১৭২৯-৯৭)। বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ। বৃটিশ পার্লামেন্টের খ্যাতনামা সভ্য ও বিরোধী দলের প্রধান বক্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ 'Inquiry into the origin of our Ideas on the Sublime and Beautiful' ইংরেজী সমালোচনাশাস্ত্রে অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী।

৬৩ কামেস (১৬৯৬-১৭৮২)—"Scottish philosopher, called to the bar in 1723, raised to the bench 1752. His 'Elements' is a clear and valuable Augustan analysis of aesthetics and style."—[J. Kinsley]। তাঁর ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ Elements of Criticism গ্রন্থটি ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

৬৪ স্যার অর্চিবাল্ড এলিসন (১৭৯২-১৮৬৭)। ঐতিহাসিক এবং আইনজ্ঞ হিসেবে ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা নেই। কবি সম্ভবত সমালোচনা প্রসঙ্গে ভুল করে এই নামটির উল্লেখ করেছেন।

৬৫ জোসেফ এডিসন (১৬৭২-১৭১৯)—ইংরেজ প্রাবন্ধিক, কবি এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্। সমালোচক হিসেবে তাঁর দান সামান্য। কিন্তু মিল্টনের উপরে তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'Notes on Paradise Lost'। সম্ভবত সেই কারণেই মিলটন-ভক্ত মধুসূদনের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

৬৬ জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) "English poet, dramatist, translator and prose writer... Dryden was one of few writers of vast range and output, whose creative energy is matched by the ability rarely to fall below competence and often to rise above it.... As critic he passes on easily and elegantly the informed opinion of the educated gentleman unsmirched by any hint of pedantry. Always sensitive to transmit the temper of his age, he lets us see it as the heir to the past despite all innovation.

—[Encyclopaedia of Literature, Vol II.

৬৭ ব্লেয়ার—রবার্ট ব্লেয়ার নামে জনৈক স্কচ্ কবি ছিলেন। কিন্তু এখানে মধুসূদন বলেছেন হিউজ ব্লেয়ারের (১৭১৮-১৮০০) কথা। "A minister of the High Church, Edinburgh, from 1758 and professor of rhetoric and belles-letters there 1762-83. His lectures[6] 'Rhetoric and Belles letters' are of some historical and critical interest." —[J. Kinsley]

৬৮ ফ্রেডারিক ভন শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)—জার্মান লেখক এবং সমালোচক। প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষত সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। আগস্ট উইলিয়াম ভন শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫)—

পূর্বোক্ত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। জোহান এলিয়াস শ্লেগেল (১৭১৯-৪৯) সমালোচনামূলক অনেকগুলি পুস্তক লিখেছিলেন। সেক্সপীয়র সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কার কথা মধুসূদন বলতে চেয়েছেন বোঝা কিছু কঠিন।

৬৯ মাদ্রাজ প্রবাসকালে মধুসূদন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করার পরে সংবাদপত্র পাঠ থেকেও তিনি বিরত হলেন।

৭০ মধুসূদন অচেতন ভাবে কবিজনোচিত প্রেরণাবশে মাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন এমন মনে হয় না। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল রহস্যগুলি রাজনারায়ণ বসুর পত্রের উত্তরে নিজেই একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা ভাষা accent, quantity কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র Syllable কে মেনে নিয়ে ছন্দরূপ সৃষ্টি করে। মধুসূদন তাঁর নবীন ছন্দে এবিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলেন। 'আমাদের উচ্চারণে, শব্দে বা বাক্যাংশে (phrase) আদ্যঅক্ষরে একটু ঝোঁক পড়ে…। আবার হসন্তবর্ণের জন্য পূর্ব অক্ষরে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়।… এই দুইটির সাহায্যে বাংলাছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার উপায় পূর্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা, কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল—ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল, সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে, আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কল্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই, যে বস্তুর সহিত ভাষা অপেক্ষা কবিতার ভাষাগত যোগ অধিক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণরীতির সহিত যুক্ত করিলেন। তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধি লাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দগৌরবের অধিকারী হইল। অক্ষরগুলি পূর্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল।" —[কবি শ্রীমধুসূদন : মোহিতলাল।]

৭১ 'সিংহল বিজয় কাব্য' লিখতে রাজনারায়ণ বসু মধুসূদনকে অনুরোধ করেছিলেন। এটি জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠবে এরূপ আশা রাজনারায়ণের ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লেখা এক চিঠিতে রাজনারায়ণ ঐ কাব্যের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এখানে সেই চিঠির কথাই বলা হয়েছে।

৭২ ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২)—ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক ও কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের লোকগীতিকার সংগ্রাহক ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। রঙ্গলাল প্রসঙ্গে আখ্যানকাব্যের লেখক হিসেবে স্কটের কথা বলতে চেয়েছেন মধুসূদন। তাঁর আখ্যান কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে J. Kinsley বলেছেন, "Despite verbal and structural faults,

his narrative poems contain much beautiful description of nature, fine sentiment, and above all the flash and spirit of battle action."

৭৩ বাল্মিকী—ভারতের আদিকবি বলে প্রখ্যাত বাল্মিকী রামায়ণ মহাকাব্যের প্রণেতা। রামায়ণ শুধু কাব্য হিসেবে বিচার করলেও বিশ্বসাহিত্যে মাত্র অপর তিনখানি গ্রন্থের সঙ্গে এক আসন লাভ করবে;—সেই মহান গ্রন্থগুলি হল মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডেসী। ব্যাসদেব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে বাল্মিকী সম্বন্ধেও তা অনেকটা প্রযোজ্য।

৭৪ ব্যাস—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত শুধু ধর্মগ্রন্থ রূপে পুজিত হলেও এবং ঐতিহাসিক উপকরণের আকর হলেও মহাকাব্য হিসেবেও খুব উচ্চস্থান দাবি করতে পারে। পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বাদ দিতে পারলে মহাকবির কাব্যগঠন-নিপুণতার আরও বেশি প্রমাণ মিলত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। চরিত্রচিত্রণে ও জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে অনুপ্রবেশের দিক থেকে এই মহাকাব্য তুলনারহিত। নৈসর্গিক পৃথিবীর পার্শ্বদেশে এ একটি দ্বিতীয় পৃথিবী। তাঁর জীবৎকাল নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

৭৫ কালিদাস—ক্লাসিকাল সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে—'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কাব্য এবং 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'অভিজ্ঞানকুন্তল,' প্রভৃতি নাটক প্রধান। ভাষাভঙ্গিতে সৌন্দর্যসৃষ্টি, কোমল ইন্দ্রিয়ানুগ চিত্ররচনার দ্বিতীয় বিরহিত নৈপুণ্য এবং হিন্দু পরিবারধর্মের চেতনা তাঁর রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তিনি সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং কুমারগুপ্তের (৩৮৮-৪৫৪ খ্রী:) সমকালীন।

৭৬ অলিঘিয়েরী দান্তে (১২৬৫-১৩২১)। ইতালীর বিখ্যাত কবি। ফ্লোরেন্সের তৎকালীন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায় তাঁকে ফ্লোরেন্স থেকে চিরজীবনের জন্য নির্বাসিত হতে হয়েছিল। দান্তের কাব্য রচনাবলীর মধ্যে 'Vita Nauva' উল্লেখযোগ্য বিয়াত্রিচেকে লক্ষ্য করে লেখা প্রেম কবিতার জন্য। তার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'Divina Comedia'। "With him Italian literature, which had barely emerged from its early struggle for existence in the face of fierce competition from the older Romans literature, suddenly became the first and for a long time the greatest of the literatures of modern Europe. Dante's works are indeed the sum, in all aspects and directions, not only of the varied culture of Italy but of that of the Europe of his own day; they are moreover the one thing in literature which in the long process of formation of a modern culture opposed to that of the middle ages, exists to recall the old age to the new." —[Carlo Dionisotti]

৭৭ টরকোয়াটো টাসো (১৫৪৪-৯৫)। ইতালীয় কবি। তাঁকে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুকাল চিকিৎসালয়ে অন্তরীণ থাকতে হয়। এই রোগে তাঁর কাব্য সাধনা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়। তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে Rinaldo, Aminta এবং Gerusalemme Liberata সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি Gerusalemme Liberata সম্বন্ধে সমালোচকেরা প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ—

"Tasso's aim is achieved in the 'Gerusalemme Liberata' the greatest poem of the Counter-Reformation, and for long the most popular work of Italian literature. His subject, the recovery of Jerusalem in the first crusade is both historical and Christian; but neither history nor Christianity provides the dominating motive of his poetry. It is from the stress of human emotions, impotent against destiny, that Tasso's genius creates the world of lyrical sentiment in which his heroes and heroines slay and are slain, and in which his lovers suffer the fatality of love." —[Encyclopaedia of Literature. Vol. II]

৭৮ রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার (ব্রাহ্ম ধর্ম বিষয়ক) প্রথমভাগ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে মধুসূদন সম্ভবত তার কথাই বলেছেন।

৭৯ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য দেবেন্দ্রনাথ সংসার ধর্মের সঙ্গে সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনাকে সমন্বিত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় স্থাপিত ব্রাহ্মসভাকে তিনিই ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন এবং সচেতন সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিশেষ করে গদ্যভাষার অনেকখানি উন্নতিসাধন করেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে; তাঁর আত্মজীবনী উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ।

৮০ ১৮৬০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৮১ পণ্ডিত কুমারস্বামী বিশপস্ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। মধুসূদন তাঁর কাছে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন।

৮২ "Ottava Rima, a stanza of Italian origin, consisting normally of eight 11-syllable lines rhyming ab ab ab cc, as used by many writers of romantic poems, by Ariosto and others and adapted to English by the substitution of 5-stress lines (frequently with feminine rhyme) as by Wyatt, Drayton, Fairfax, Byron (Don Juan etc.), Shelley (The Witch of Atlas) and Keats (Isabella)"
—[Encyclopaedia of Literature.]

৮৩ প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধ কাব্যে একটিমাত্র যুদ্ধদৃশ্য আছে (সপ্তম সর্গ)। কবি প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বর্ণনা অপেক্ষা সৈন্যসজ্জা ও সজ্জিত সেনাবাহিনীর শোভাযাত্রা বর্ণনায়ই যেন অধিক আনন্দ পেতেন বলে মনে হয়।

৮৪ 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যরচনাকালে মধুসূদন 'নিয়তি' (fate) সম্বন্ধে কাব্যকল্পনার দিক থেকে কোন চেতনায় পৌঁছান নি। ইন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এ মন্তব্য যথার্থ বলে মনে হয় না। কবি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে এই নিয়তিচেতনার যে গভীর প্রদেশে অবতরণ করেছিলেন ইন্দ্রপ্রসঙ্গে তার আরোপ ঘটেছে এই মন্তব্যে।

৮৫ এই কাব্যাংশ শেষ পর্যন্ত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কবি তাঁর পরিকল্পনার এই পরিবর্তনের কথা পরবর্তী এক চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন।

৮৬ রেভারেণ্ড (কৃষ্ণ) দ্বৈপায়ন (D.) ব্যাস। এ কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মধুসূদনের নয়, হিন্দুকলেজের ধর্মবিষয়ে উদাসীন ও বিদ্রোহী তরুণ মধুর চরিত্র যেন উঁকি দিচ্ছে।

৮৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১)।

৮৮ পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

৮৯ ১৭৯২ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' ষষ্ঠ পর্ব, ৬৮ খণ্ডে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা করেন।

৯০ কৃষ্ণকুমারী নাটক।

৯১ ভিত্তোরিও আলফায়েরী (১৭৪৯-১৮০৩)। ইতালীয় কবি এবং ট্রাজেডি রচয়িতা।

৯২ 'মেঘনাদবধ কাব্যের' দ্বিতীয় সর্গের পরিকল্পনার পেছনে হোমরের 'ইলিয়াডে'র চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রভাব আছে, মধুসূদন একথা নিজেই স্বীকার করেছেন।

৯৩ ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের সঙ্গীতমাধুর্য দ্বারা মধুসূদন প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়।

৯৪ সোমপ্রকাশ। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পরিচালনায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। ১৮৬০-৭০ সালই এই পত্রিকার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। "সোমপ্রকাশের পরে আরও অনেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ভাষার চটক ও রচনার নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতিচর্চা বহুগুণ বাড়িয়াছে: কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে পারেন নাই।"

—[শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ]

৯৫ মধুসূদন বারবার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হওয়া উচিত। কবির এ অভিমত কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু কবির এই সিদ্ধান্ত আন্তরিক উপলব্ধিজাত। কিন্তু সমকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা নাটক কেউই অভিনয় করতে রাজী ছিলেন না। মধুসূদন এখানে দুঃখ করেছেন যে তাঁকে গদ্যেই কৃষ্ণকুমারী নাটক লিখতে হল।

৯৬ কবি পূর্ববর্তী একটি পত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রহস্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে দেখিয়েছেন তিনি কিরূপে ইংরেজী ছন্দের আদর্শে বাংলা ছন্দের সমতলভূমিতে accent, quantity এবং syllable-এর সমন্বিত তরঙ্গচাঞ্চল্য তুলেছেন। এই পত্রে উদাহরণসহ যতিপাতের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝা যায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯৭ মধুসূদন একবার দশ সর্গে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমাপ্ত করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাব্য নয় সর্গেই সমাপ্ত করা হয়েছিল।

৯৮ এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সনেট। মধুসূদন এর পরে দীর্ঘকাল সনেট লেখেন নি। য়ুরোপে প্রবাসকালে তিনি তাঁর অধিকাংশ সনেট লিখেছিলেন। এই কবিতাটি পরবর্তী কালে তিনি বিশেষভাবে পরিবর্তিত করেন। পরিবর্তিত রূপটি দেওয়া হল—

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি !
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান, তুই, যারে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

৯৯ এডুকেশন গেজেট। ১৮৫৬ সালে এই বাংলা সাময়িক পত্র সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি উৎকর্ষের শীর্ষে উঠেছিল। ভূদেববাবুর অধিকাংশ রচনা, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলী, নানাবিধ বিদ্রূপাত্মক রচনা এবং সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশ করে তিনি পত্রিকাটিকে উচ্চমান দান করেন।

১০০ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-(১৮২৭-৮৭)। নব্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি কবিগণের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি ভাল পরিচয় ছিল। ম্যূর, বায়রণ, স্কটের আদর্শে কবিতা রচনা করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'পদ্মিনী' 'কর্মদেবী' 'শূরসুন্দরী' 'কাঞ্চীকাবেরী' উল্লেখযোগ্য। কাব্য রচনায় তিনি যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছেন। নবযুগের আদর্শ এবং প্রাচীন কাব্যের ঐতিহ্য এর মাঝখানে কবি দুলেছেন। তা ছাড়া কাব্যপ্রতিভার ক্ষেত্রেও তিনি খুব উচ্চভূমিতে অধিষ্ঠিত নন।

১০১ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)—পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০২ মধুসূদন কিছুকাল পূর্বে এক চিঠিতে লিখেছিলেন টাসোর কাব্য অনুবাদের মাধ্যমে তিনি পড়েছিলেন। এখানে মূল কাব্য পড়বার কথা বলা হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই ভাষা শিখেছিলেন মনে হয় না। মনে হয় মূল ভাষার গ্রন্থ না পাওয়ার জন্যই এতকাল অনুবাদে টাসোর কাব্য তাঁকে পড়তে হয়েছে একথাই কবি বলতে চেয়েছেন। নব্য ইতালীয় ভাষা তিনি কখন শিখেছিলেন জানা যায় না। লাতিন ভাষার জ্ঞান সম্ভবত এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেছিল।

১০৩ ফাদার লং।—লং সাহেব মধুসূদনকে দিয়ে দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করান। ইংরেজমহলে এতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় লং সাহেবের জরিমানা হয়। তিনি মধুসূদনের নাম প্রকাশ করেন নি। কবির সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১০৪ প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্যের উপরে ইংরেজীতে রাজনারায়ণ বসু এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। পরবর্তীকালে রাজনারায়ণের গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধে' (প্রথম খণ্ড ১৮৮২) উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র মধ্যেও রাজনারায়ণ মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

১০৫ মেঘনাদের মৃত্যুতে তাঁর ব্যক্তিপ্রাণের সুগভীর বেদনার কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু কবি মধুসূদন এই ব্যক্তি-বেদনাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর রচনাকে কিছুমাত্র শিথিল হতে দেন নি। ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে সংহত করে মেঘনাদের মৃত্যুর দৃশ্যে কবি শিল্পোৎকর্ষের চরম প্রমাণ দিয়েছেন।

১০৬ মিলটন সম্পর্কে কবি মধুসূদনের ভক্তির আতিশয্যের প্রমাণ এ কথায় মিলবে।

১০৭ বিদ্যোৎসাহিনী সভা। বঙ্গভাষার অনুশীলনের-এর জন্য ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। কালীপ্রসন্ন প্রথম সম্পাদক। পরে উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ ন্যায়রত্নও এর সম্পাদক হয়েছিলেন। সাধারণত শনিবার সভার অধিবেশন হত, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা দান ইহার নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধুসূদনের সম্বর্ধনা, পাদরী লংকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমর্থন প্রভৃতি কার্যেও সভা অগ্রণী ছিল। এই সভা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেছিল। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' পরিচালনও এর অপর কীর্তি।

১০৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)। কালীপ্রসন্ন সিংহ মাত্র তিরিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই অত্যল্পকালমধ্যে তিনি বাঙালি সমাজ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রভূত কাজ করে গিয়েছেন। বিচিত্র সমাজসংস্কার কার্যে, শিক্ষাবিস্তারে, সংবাদপত্র পরিচালনায়, সর্ববিধ দেশহিতৈষী কর্মতৎপরতায় এবং অমিত দানকর্মে তিনি প্রথম যৌবনেই সমাজের শীর্ষস্থানে আসনলাভ করেছিলেন। সমকালীন বাংলাদেশে এমন প্রগতিশীল আন্দোলন ছিল না যাতে কালীপ্রসন্ন জড়িত ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিচয় নাট্যকার, সাংবাদিক এবং গদ্যশিল্পী হিসেবে। 'বাবু' নামক প্রহসন এবং 'সাবিত্রী-সত্যবান' নামক পুরাণাশ্রিত নাটক ছাড়াও দু'টি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ তিনি করেছিলেন। তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ব্যঙ্গদৃষ্টি ও ভাষার চলিতরূপের জন্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যতম মহাকীর্তি কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় সমগ্র মহাভারতের অসংক্ষেপিত অনুবাদ প্রকাশ করা।

১০৯ মধুসূদন এই সভায় বাংলা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় কাব্য-নাটক লিখে বাংলা সাহিত্যের শীর্ষে আসন লাভ করলেও চিঠিপত্র ইংরেজীতেই লিখতেন (একটি

ব্যতিক্রমের খবর আমাদের জানা আছে) ; কথাবার্তাও সাধারণত ইংরেজীতেই বলতেন। বাংলায় বক্তৃতা দেবার ব্যাপারে তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন—ঘটনাটি খুবই কৌতুককর।

১১০ 'মেঘনাদবধ কাব্যের' অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনায় তিনি ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের প্রভাবের কথা বলেছেন। দান্তের কাব্য এবং হোমরের 'ওডেসি'র কিছু প্রভাবও এই বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়।

১১১ 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসু তিলোত্তমাসম্ভব সম্পর্কে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য Indian Field নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি।" —[আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু।]

১১২ পাইকপাড়ার ছোটরাজা, বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রধান কর্মকর্তা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৩ নাটক রচনার ব্যাপারে মধুসূদনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার চিহ্ন মিলছে এই পত্রে।

১১৪ হরিশ মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১)। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত স্পর্শে পত্রিকার রচনাগুলি উজ্জ্বল ছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি অবিশ্রাম তাঁর লেখনী পরিচালনা করতেন।

১১৫ মধুসূদন কত গভীরভাবে মিলটনের কাব্যরসাস্বাদ করতেন তার সুন্দর পরিচয় আছে এই অনুচ্ছেদে।

১১৬ পূর্বে এক পত্রে মেঘনাদ বধ রচনাকালে তিনি একে Epic বলে দাবি জানান নি, Epicling লিখে লিখে হাত পাকাবার কথা বলেছেন। এখানে কাব্যটি শেষ হবার পরে তিান এটিকে Epic বলে অভিহিত করছেন।

১১৭ ধূমকেতুর এই উপমায় মধুসূদন তাঁর নিজের কাব্যস্বর্গে দ্রুত ও আকস্মিক আবির্ভাব এবং (না জেনেহ) সেখান থেকে দ্রুত পতনের ইঙ্গিত করেছেন।

১১৮ ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসুর 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেই পুস্তকের প্রসঙ্গই তোলা হয়েছে।

১১৯ মুসলমানী কাহিনীর মধ্যে প্রবৃত্তির যে উচ্চকণ্ঠ সংক্ষোভ ও প্রবল তরঙ্গিত ভাব আছে মধুসূদনের কবিচিত্তের সেদিকে কিছু প্রবণতা ছিল। রিজিয়ার কাহিনী নিয়ে কাব্য-নাট্য রচনার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। মহররমের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনার পরিকল্পনা তিনি করেন নি, কিন্তু ঐ বিষয়ের কাব্যসম্ভাবনায় তিনি গভীর বিশ্বাস পোষণ করতেন।

১২০ মধুসূদন সেক্সপীরিয় নাটকের সমাজ পরিবেশের তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার স্বাতন্ত্র্য গভীরভাবে অনুভব করেছেন। বিশেষভাবে নাট্যরচনায় ও অভিনয়ের ব্যাপারে সমকালীন সমাজজীবন ও চিন্তাধারার দিকে পেছন ফিরে চলা অসম্ভব এই বোধ তাঁর ছিল, এজন্য তাঁর সদামুক্ত কবিচিত্ত অন্তরে অন্তরে ক্লিষ্ট হয়েছে। তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে কাব্য রচনার ন্যায় কবিপ্রাণের পরিপূর্ণ জাগরণ অনুভব করা যায় না।

কাব্যসৃষ্টির কালে তিনি সমকালীন সমাজজীবন ও নৈতিকতার বাধা কোথাও বোধ করেছেন এমন প্রমাণ নেই।

১২১ মধুসূদনের কানে ছন্দোসঙ্গীত কত সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়ত তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে এখানে।

১২২ 'মধুসূদনের হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষক মেজর ডি. এল. রিচার্ডসন্ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পর বৎসর সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট সহসা তাঁহার অধ্যাপকের পদ বাতিল করিয়া দেওয়াতে, মেজর রিচার্ডসন্ নিরতিশয় বিপন্ন হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের ও ছাত্রবৃন্দের নিকট, স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত সাহায্যপ্রার্থী হন। তাঁহারা একটি কমিটি গঠিত করিয়া মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাককে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, চাঁদা তুলিয়া চারি হাজার টাকার তোড়া, একখানি অভিনন্দন পত্রের সহিত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, টাউনহলে প্রকাশ্য সভায় রিচার্ডসনকে প্রদান করেন।" —(মধুস্মৃতি: নগেন্দ্রনাথ সোম।) উক্ত অভিনন্দন পত্রের খসড়া মধুসূদনকে দেখতে দেওয়া হয়। বর্তমান পত্রটি উক্ত প্রসঙ্গে গৌরদাসকে লেখা।

১২৩ সেই যুগের পক্ষে সাহিত্য-রসাস্বাদকে সর্ববিধ ধর্মীয় ভাবনা থেকে মুক্ত করার এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। বৈষ্ণবপ্রেমধর্ম ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী রাজনারায়ণের নিকটে ধিকৃত ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্য সম্বন্ধে তাঁর নীরবতার প্রধান কারণটি ধর্মচেতনাজাত।

১২৪ মধুসূদন এখানে বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের কথা বলেছেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত কবিওয়ালা ও পাঁচালী গায়কদের রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক যে সঙ্গীত সমকালে প্রচলিত ছিল তার রুচিহীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি একথা বলেছেন।

১২৫ 'সিংহল বিজয়' কাব্যের ২২।২৪ চরণ মাত্র লেখা হয়েছিল। সম্ভবত এ কাব্যের কথাই বলা হয়েছে। কবি এ কাব্য নিয়ে আর অধিক অগ্রসর হন নি। প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন মহাকাব্য লেখার অনুপ্রেরণা তাঁর কবিচিত্তকে আলোড়িত করে নি। 'সিংহল বিজয়' সম্বন্ধে মধুসূদনের পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ—

"Book I—Invocation; description of the voyage. They near Ceylon when মুরজা excites পবন to raise a storm which disperses the fleet. The ship with বিজয় and his immediate followers, is wrecked on an unknown island. The hero lands and after worshipping the দেবতা of the place, and eating the প্রসাদ wanders out alone to explore the island. লক্ষ্মী prays বিষ্ণু to defeat the ill designs of মুরজা। He consoles her and by a favourable gale directs the other ships to the same port. The chiefs alarmed by the absence of the prince send messengers all around to seek him. On the return of the messengers without the prince, they set sails and retire to a neighbouring island and encamp there.

Book II—The adventures of বিজয়। মুরজা on finding বিজয় seperated from his companions, sends a যক্ষ to lead him to the city of the king of the Island (Andaman). He marries বিমোহিনী the

king's daughter and has a castle in a distant wood assigned for his residence. In the society of his wife he forgets the purpose of his voyage, as well as his companions.
Book III.–লক্ষ্মী sends বিজয় a vision. He prepares to leave his new home in search of the companions of his voyage, as also of the island-kingdom, promised to him and his descendant."

—[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু]

এই পরিকল্পনায় 'ওডেসী' এবং 'ঈনিড' কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে লেখা চিঠিতে 'সিংহল বিজয়' কাব্য সম্পর্কে যে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন (পূর্ববর্তী এক পত্রে এর উল্লেখ আছে) তার সঙ্গে মধুসূদনের নিজস্ব পরিকল্পনার গুরুতর পার্থক্য আছে।

১২৬ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পরবর্তী সংস্করণে এর ভাষা ও ছন্দ অনেকটা মার্জিত হয়।

১২৭ কবির কণ্ঠে যেন নিয়তির অমোঘ নির্দেশ ধ্বনিত হয়েছে। সাফল্যের শীর্ষে বসে কবি ট্রাজিক পরিণতির ব্যর্থতা যেন দেখতে পাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ড গমন তাঁর কাব্য-জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল।

১২৮ সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা Hindu Patriot-এর সম্পাদকের দায়িত্বভার মধুসূদন কিছুকাল পালন করেছিলেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে।

১২৯ মধুসূদন বেঁচেছিলেন এবং য়ুরোপ থেকে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যেকার কবিটিকে হারিয়ে এসেছিলেন।

১৩০ বীরাঙ্গনা কাব্য

১৩১ বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় অংশের জন্য কয়েকটি কবিতা তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী, নলের প্রতি দময়ন্তী, ভীমের প্রতি দ্রৌপদী প্রভৃতি পত্রগুলির কতকাংশ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কোনটির সমাপ্তি ঘটেনি।

১৩২ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মধুসূদনের একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। এখানে তা অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে।

১৩৩ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৯০৩) মেঘনাদবধ কাব্যের সটীক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন এবং একটি সমালোচনাত্মক ভূমিকাও লেখেন। "Real B. A."-র এই সমালোচনা কিন্তু সমালোচনা হিসেবে কোনরূপ উৎকর্ষের দাবি করতে পারে না।

১৩৪ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। মধুসূদনের নাটকে তিনি বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ের প্রশংসায় কবি ছিলেন পঞ্চমুখ। নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতামতের প্রতিও কবির শ্রদ্ধা ছিল।

১৩৫ সুভদ্রাহরণ নামে কবি যে কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন তার সঙ্গে এই রচনার কোন

মিল নেই। এটি একটি নাট্যকাব্য। নাট্যকাব্য রচনার প্রতি কবিচিত্তের আগ্রহ লক্ষণীয়। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি ইংরেজীতে 'রিজিয়া' নামক নাট্যকাব্য লিখেছিলেন। বাংলায়ও অসম্পূর্ণ এক নাট্যকাব্য 'রিজিয়া' লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অসম্পূর্ণ 'সুভদ্রা' পাওয়া যায় নি।

১৩৬ পরবর্তী কালে মধুসূদন এই মর্মে একটি সনেট লিখেছিলেন—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

১৩৭ Alexandrine—"The standard metre, since the 16th century, of French poetry, especially dramatic poetry. It is a 12-syllable line having, in its 17th Century 'classic' form, a caesura or sense-pause after the 6th syllable ;... In English Poetry the Alexandrine has conquered a permanent place as the final line of the Spenserian stanza." [Encyclopaedia of Literature Vol 1.]
মধুসূদন তাঁর 'সুভদ্রা' কাব্যনাট্য ১২ মাত্রার ছন্দ alexandrine-য়ের অনুকরণে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

১৩৮ "Hexameter—a metrical line of six feet or (in English, German etc.) of six stresses ; the dactylic hexameter is the general metre in Latin also of didactic and Satirical poetry. It has been imitated in modern Languages, as in English by Richard Stanyhurst in his translation of the 'Aeneid', Longfellow in 'Evangetine,, Clough in 'The Bothie', and by Robert Bridges, in German by Goethe in 'Hermann und Dorothea'; 16th Century French attempts were a failure" —[Encyclopaedia of Literature, Vol I]

১৩৯ Thomas Sackville Dorset (Lord Buckhurst) (১৫৩৬-১৬০৮)। মধুসূদন ১৫২৭ সালকে তাঁর জন্মবৎসর বলে ভুল করেছেন। ইংরেজ কবি এবং নাট্যকাররূপে সমকালে খ্যাত হয়েছিলেন। Gorboduc নাটকের শেষ দুই অঙ্ক তাঁর লেখা। ১৫৬২ সালে রচিত এই ট্রাজেডিতে প্রথম ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়।

১৪০ সেক্সপীয়র—(১৫৬৪—১৬১৬)। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার! মধুসূদন সেক্সপীয়রের নাটককে আদর্শ বলে মনে করতেন। কৃষ্ণকুমারী-তে এই আদর্শের অনুসরণে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

১৪১ ডেভিড গ্যারিক (১৭১৭-৭৯)। বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা ও লেখক। কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে কবি গ্যারিক বলে সম্বোধন করতেন।

১৪২ 'ভগ্ন শিবমন্দির' প্রহসনটির পরে নামকরণ হয় 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

১৪৩ টড রচিত Annals of Rajasthan কল্পনা, কিম্বদন্তী ও ইতিহাসের মিশ্রণে রচিত হলেও দীর্ঘকাল এদেশের স্বাদেশিক অনুভূতিকে বর্দ্ধিত করায় সহায়তা করেছে।

১৪৪ সেক্সপীয়রের নাটক।

১৪৫ বেলগাছিয়া থিয়েটার তখন বন্ধ ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই, রত্নাবলী নাটক। শেষ অভিনয় হয় 'শর্মিষ্ঠা'। ১৮৫৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শর্মিষ্ঠার ষষ্ঠ বা শেষ অভিনয় হয়। "শর্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই।"

—[ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৪৬ নাটক পড়বার জন্য নয়, অভিনয়ের জন্য, এ বিষয়ে মধুসূদন একরূপ নিশ্চিত ছিলেন।

১৪৭ প্রাচীনকালের বিখ্যাত রোমান অভিনেতা।

১৪৮ নাটক রচনায় মধুসূদন বাইরের ও ভেতরের বিচিত্র সব প্রতিবন্ধকতা অনুভব করেছেন। কাব্যরচনায় অনুরূপ ব্যাপার ঘটে নি।

১৪৯ বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস এবং সেক্সপীয়রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলেছেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫০ য়ুরোপীয় নাট্যকলার আদর্শে এদেশীয় নাটককে নাটকাকারে রচিত কাব্য বলাই শ্রেয়।

১৫১ উইলসন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৫২ কবি নিজ নাট্যসাহিত্যের তীক্ষ্ণ সমালোচক হিসেবে এখানে দেখা দিয়েছেন।

১৫৩ জনসন (১৫৭২—১৬৩৭)। "English actor, poet, dramatist and critic who received a good classical education at Westminster under Camden, ... His nondramatic verse shows moie intellect than poetic fervour, but the sensibility of his lyrics accords with the quality of imagination which he felt able to set free in his masques. Never popular as a tragic writer, nevertheless he shows in 'Sejanns' and 'Catiline' powers of concentration, construction and plotting which are matched by his command of Blank Verse. In 'Volpone' his verse is again superbly fitting to satirical comedy, neither too high, nor too low, and he shows the same mastery of plot, characterization and dramatic situations as in his prose comedies... Johnson's comedy of humours grows from observation exploiting the ridiculous quality of gross idiosyncrasy allowed to satirize itself."

[—Encyclopaedia of lit. vol—2]

১৮৬৩ সালের ২রা মে—সন্তানদের সহ হেনরিয়েটার য়ুরোপ আগমন।

১৮৬৩ সালের মধ্যভাগে—সপরিবারে কবির লণ্ডন ত্যাগ করে ভার্সাই আগমন।

১৮৬৪ সালের ২৮শে আগষ্ট—বিদ্যাসাগর-প্রেরিত অর্থ প্রথম পৌঁছল।

১৮৬৫ সালের শেষভাগে—ইংলণ্ড আগমন ও আইন অধ্যয়ন পুনরারম্ভ।

১৮৬৬ সালের ১লা আগষ্ট—চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত।

১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর—গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিষ্টারী পাস।

১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী—য়ুরোপ থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা।

[88]

S. S. Ceylon,[১] off Malta
Friday, 11th July, 1862

My dear Gour,

I sit down to scribble a few lines to you, my good old friend, from on board the good steamship "Ceylon"—quite a fairy castle afloat, my Boy. You have no idea of the magnificence that characterises almost every thing on board, The saloon is worthy of a palace, the cabins fit for Princes. But of all that by and bye—when I am in England and able to afford time for an elaborate description of the voyage. I am at this moment floating down the famous Mediterranean sea with the rocky coast of North Africa in view ! Yesterday we were at Malta, last Sunday at Alexandria. In a few days more, I hope, we shall be in England. Just 32 days ago, I was in Calcutta ! Is not this travelling with wonderful rapidity ? But the journey has its dark side also. Patience, my Friend, and you will hear everything. I intend drawing up a long account of the trip for the "Indian Field"[২] and asking the Editor[২ক] to send you a copy of his paper, in case you are no subscriber to it. What are you doing with yourself, old Fellow ? I wish I had half a dozen of our countrymen on board. We would form a party by ourselves. Do you know where our Hurry is ? If so, kindly remember me to him. Don't reply to this till you hear from me from England. As soon as I get there, I shall give you my address ; then you can fire away to your hearts' content, though I fear,

I should n't have much time to devote to my friends, for, I am bent upon learning my profession and winning honours.

Off the coast of Spain,[৩]
Sunday.

I have suffered this letter to lie idle those two days; but I must finish it today. We expect to be at Gibralter to-morrow morning and I must despatch it from that station. You cannot imagine how calm the sea is to-day; it is for all the world, like our own Hoogly. The weather is somewhat like the middle of November with us, neither very cool, nor very hot. I thought we should find it much colder. But people say, it will be different when we get into the Atlantic and the famous Bay of Biscay.! As for news, I have scarcely any to give you now, though I hope to satisfy you when I get to London. I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land of which I have thought so much even from my boy-hood. But truth is stranger than fiction! Let me now hasten to conclude, but not before I have assured you, how sincerely, I am my dear Gour, ever yours affectionately—

[89][৪]

16th September, 1862.[৫]

I feel very dull and sad, and have been so since my removal, but I must accustom myself to this state of things, especially as both of you[৬] are going to leave town, in so short a time. I need scarcely say that I miss both of you very much.

Yesterday I went out of town by rail with a gentleman who is a fellow-lodger. We went to the famous Kewgardens, then to Richmond, and afterwards to the famous palace of Cardinal Wolsey—Hampton Court. I thought of you and of our dear Satyendra.[৭] I can scarcely describe to you the wonders. I saw what a pity you don't stir out of London and see these wonderful places. These places add an air of romantic reality to the dry historical facts we learnt in

our younger days. I am quite in love with Hampton Court.[৭ক] It is as oriental as this rigourous climate would allow, The house is divided into what we would call mahals (মহল); each division has its courtyard or উঠান। The pictures and the guilded ceilings are wonderful.

I am very dull and melancholy and long to see you both. Pray let me know if you have a quiet, cheap, little inn near your place. I am glad you are getting reconciled to your present retreat.

[90]

14th November, 1862.

Work on, my boys, win all manner of honours ; we are all of us in for it. While the whole country is almost silent about that T—we three, I dare say, are the theme, of frequent discourse among our countrymen.

[91]

8th January, 1863

London has been dreadfully foggy these two days. What a brutal country is this, by Jove ! But as the poet says "To bear is to conquer our fate." I am glad you and our little Indra[৮] are getting on well. Remember, my boys, that the eyes of your nation are on you.

Send my best respects to your venerable father and tell him, that if I should live to go back to the old country, I shall strive to do no discredit to the memory of the man whom he once loved and treated as a younger brother,—I mean my late father. Adieu ! If you will allow me I shall try to help you in your Shakespearian studies by sending you occasional papers of questions on his most famous plays.[৯] Tell me which of them you are up in.

[92]

France, Versailles,[১০]
12, Rue-des-Chantiers,
2nd June, 1864.

My Dear Sir,[১১]

If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher namely Baboo D[১২].—The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of-course,—

When I left Calcutta, my wife and two children—remained behind, and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patneedar and myself that the former should give my family[১৩] 150 Rs. a month. Baboo D—consented to see things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1863. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D—wrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and

children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs. have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 250 Rs. to Monou,[১৪] who, poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D—has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

I have got landed property which gives me at present 1500 Rs. a year. All law-suits have been extinguished and my rights are undisputed. The Land-Mortgage-Society in Calcutta lend money at 10 per cent. You will thus be able to raise 15,000 (Fifteen thousand) Rupees for me. Baboo Digumber Mitter and Buddynath Mitter are my legally constituted agents and they will no doubt sign all the deeds necessary for the completion of the loan, and furnish you with all the necessary papers.

There is due to me Rs. 4000 in Calcutta. As soon as You get this letter, I hope you will send me a part of this money unless Baboo D—has already done so, to save me from starvation. Out of the 15,000, you will be pleased to pay the following debts.

Mothoor Mohun Coondooo	...	1700
Saugar Dutt (about)	...	800
Yourself[১৫]	...	1000
Madhusudana Mozumdar	...	500
		4,000

As all these gentlemen are more or less my friends, they will probably wait for the interest till my return, but should any of them insist upon being paid, pray exercise your own judgment. You will then have to send me about 11,000 Rs. making 3000 Rs. payable at sight and the balance six months after sight, for then I shall get more for exchange. If you do this before October next, as I am fully persuaded that you will rescue me from the gulf into which Baboo—has

cruelly left me to sink, I shall go back to Gray's Inn and return to India in time. If not, I must perish and I do not think you will suffer me to do so.

With the money already due to me, you will, after paying my debts, have to send me about 15,000 Rs. unless a part has already been sent.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think so, for I know well enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God, and you under God help me to do so.

I am, my dear Sir, Ever yours faithfully,

P. S. I am and have been too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself to write from dictation. I wish to God, you were near enough to see us! It would break your tender heart. I hope God will spare D—the *cruel* remorse of having ruined those who *loved* and *trusted* him.

[93]

Versailles, France
12, Rue-des-Chantiers,
9th June, 1864,

My Dear Sir,

I hope you will have by this time received my letter of the 2nd instant, forwarded via Bombay and commenced operations on my poor behalf. When I wrote that letter to you, I had hoped that I should hear from Baboo D—by the First Mail of the month *via* Bombay, but I have been, as usual, again disappointed. As that gentleman did not notice about *five* of our letters, we thought that they had not reached him, so, on the 3rd of March last we wrote to him for the *Sixth* time and I enclosed the letter in another written to Pran Kissen Ghose of the Police Office. Poor

think that I should be subjected to so much degradation and suffering. If D— Baboo had only written to us, his letters would have gone a great way in quieting men's mind here. People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us; do not believe them and have faith in me, I pray you!

When you conclude the loan transaction with the "Land mortgage Society" I hope you will bind down that man Chatterjea to pay the interest regularly or, to be answerable to me in damages, if I should suffer any loss owing to his default.

This is my second letter to you; I hope to write to you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a real friend and righteous man.

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of languages,—if not Spanish and Portuguese before I leave Europe.

The French do not generally love foreign languages; yet our Sanskrit is not a stranger here, and you see half a dozen young fellows even in this Provincial town eager to know something about it. I have seen a Capital Grammar by a French *Savant* and met one man who talks of मनु

I am not in a mood of mind to think of anything but of my own distressing situation. Otherwise, I could write a volume to amuse you.

With best regards, Ever yours affectionately.

[94]

18th June, 1864.
12 Rue-des-Chantiers
Versailles, France.

My dear Friend,

This is my third letter this month to you. When I wrote my last, I had hopes of hearing from those people in Calcutta by the first regular Mail that left Calcutta on the 9th of May

last ; but, alas ! I have been *again* disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English Clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Francs, that is about 9 Rs. ! God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month ! I am afraid we shall perish. Buddynauth wrote to me on the 7th of February last to say that M—had brought 500 Rs. to D—for me, but that the latter wanted a thousand. February, March, April and the first part of May are gone and yet not a penny ! My God, have those men conspired among themselves to make me perish in Europe ?...... Just see how my money ought to have been paid to me :—

	Rs.—As.
Pous———	374—11
Magh——	749— 6
Falgoon—	1124— 1
Cheyt——	749— 6
	2,997— 8

Are not these months past and gone, and yet where is the money ? Have I some Zemindary here, some situation that gives me an income ? But a truce to all complaints ; you must step forward and save me from the grave which these people have nearly finished digging for me.

I send this letter to you through Pran kissen Ghosh of the Police Office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows if my last two letters have found you ? Alas, my dear friend, I cannot possibly expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do .not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you ? If we perish, I hope our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I hadn't little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and ·low, which I have not sounded !

God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

In my two last letters, I have at considerable length explained to you how I wish you to go to work on my behalf—how to raise Rs. 15,000 from the "Land mortgage Society" or rather Company : how to obtain all the documents connected with my property from Buddynauth Mitter and D—and how to get these two to sign all papers for me, as they are my legally constituted agents in India ; and how to pay certain debts of mine in India and then to remit the balance to me in France through some of the Banks in Calcutta, especially a French one ; how to recover for me Rs. 4000 due to me from Mohadeb Chatterjea and others ; and how to send me at least 1,500 Rs. *directly you get my letters.* I do sincerely hope that my letters have safely reached you and that long before this one arrives at Calcutta, a powerful steamer will be marching majestically towards Europe with a letter for me from you with glad tidings of great joy for my poor, afflected heart.

Last night, Trinity term ended and the Inns of Court wilh remain closed till the 2nd of November next ; You must help me to rejoin Gray's Inn, my learned, good, and great friend ! Alas. I have already lost three terms ! If those people in Calcutta had been faithful to their trust, I should have been a Barrister long before this day next year ; as it. is, I shall have to prolong my stay in Europe a year longer. I hope I shall not have to cry out with Ram in my Poem of Meghanada, "বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।"[১৬]

My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse mistakes and the d—d dull tone of this letter. With my best regards I remain, my dear Vidyasagara, your affectionate but unfortunate

P. S. I hope you will write to me in France, and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karunasagara also !

[95]

Versailles, France,
12, Rue-des-Chantiers,
4th July, 1864.

My dear Sir,

Since writing my last to you, I have received a letter from Digumber with Rs. 800, a sum scarcely sufficient to pay our debts here. I hope you will not "bait a jot" but go on and do all that I have told you to do to save me from ruin and disgrace. If you ask Digumber, he will tell you how much money is due to us and I hope you will see that we get that money as also what you can raise for me from the Land mortgage Society, who, I see charges only 8 or 9 per-cent interest.

I have lost all the terms of this year, and unless you send me money, I shall not be able to return to England by November to keep my Michaelmas terms.

I hope my dear friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than anybody else and I assure you I must have money raised on my property without delay.

My past letters (three in number) have no doubt explained the whole affair to you fully and satisfactorily. So I shall not inflict a long letter on you this time. Pray, write to me at once. Indeed, I *do* trust that long before this reaches you, you will have written to me.

You know the English Proverb—"A burnt child dreads fire,"—or our own, "He whose mother has been eaten up by an allegator, dreads even a ঢেঁকি !" My friends in Calcutta have frightened me out of all courage ! I really cannot leave myself, my prospects in life, perhaps, my very existence under their power ! I am, my dear Sir, Yours as Ever.

P. S. This will be forwarded to you by my friend I. C. Bose.

[96]

Versailles, France.
12, Rue-des-Chantiers,
11th July, 1864.

My dear Sir,

I hope you have by this time received *all* my letters and commenced operations on my behalf. I have, I think, completely exhausted the subject in my past letters, so shall not say much in this. Pray, remember that I *must* have a great deal of money in October to return to England and resume my legal studies, for I cannot afford to lose any more terms. Many men will say many things to you, but you must *not* listen to them. I have written to Digumber and he will, no doubt, assist you. Please ask him to get *all* the money due to me from that man Mohadeb Chatterjee and see that I am not thrown again into difficulties ; God alone knows what troubles I have had to pass through.

You will be pleased to hear that Satyendra has passed[১৭] and will go out in the course of a few months. Poor Monu[১৮] is trying again, I have no idea as to what will be the result this year. At one time, I thought that Monu was the cleverer youth of the two, but I find I was mistaken.

I hope to be a capital sort of European scholar before I leave Europe, I am getting on well with French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful Poetry there is in Latin. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied in English. I wonder why. I know he did a little Italian last year.

Hoping you are quite well, living for the good of your race and country, I remain my dear Vidyasagara, Ever yours Sincerely,

[97]

Versailles, France,
12, Rue-des-Chantiers,
2nd August, 1864,

My dear Friend,

I know that it is not yet time for me to expect to hear from you even a reply to the earliest of the many letters with which I have troubled you of late, but you must excuse the anxiety which induces me to inflict another letter on you. You cannot imagine how unhappy I am! Alas, the men I have left behind are in the emphatic language of the Bible, "a generation of Vipers." Of course I do not include D—among these, for he is of a far different type; but that M. Chatterjea and that B. N. M—! God alone knows what trouble they will give you! But you must *save* me, my dear Vidyasagara, for if you do not send me *all* the money I want by October next, I shall loose another Term and remain buried in France as I am at this moment. Just fancy,—what a fellow that M. C—is. He owes me upwards of 3000 Rs. yet and would have *cheated* me out of it but for my wife's careful management of my affairs[১৯]; for I was under the impression that the man had paid me everything he owed; but her books showed his *r—y*. These are not *unmerited* terms, I assure you, but for our accounts, he would *never* have admitted that he owed this sum.

In his letter of the 20th June, Digumber promised to send us a thousand Rupees in a month's time. All the mails of July have reached Europe without a line from him and we are drifting back again to the dangerous shore we had left behind! Surely, Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as safe to send money to Europe as it is to send money from one room to another in his own house? This is the way we are treated. I am indebted to the amount of nearly 17 or 1800 Rs. He sends me 800 and then shuts shop perhaps for months to come! This is intolerable—by God!

I have a 1000 Rs. in the Alipore Court. B. N. Mitter

wrote to me in February *last* to say that he would send me that money "অতি ত্বরায়". This is August—not a penny !

One Hurry Bannerjea of Kidderpore owes me 500 Rs. Not a word about that money from any one ! What am I to do ? For the love of God, my dear Friend, save me from these . and place me beyond their reach for the future !

My poor wife expects to be confined every day and and I haven't got more than 20 Rs. in the house ! If I were inclined to joke, I would quote ভারত[২০] and sing—

'কারে কব লো যে জ্বালা আমার !
কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার'

but I am not in a mood of mind to be gay. God help me ! My great hope now is in you, and I am sure you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—*uilful*, premeditated murders and then be hanged ! With kind regards ever yours faithfully.

[98]

Versailles, France
12 Rue-des-Chantiers,
18th August, 1864.

My dear Sir,

I am afraid my letters have commenced to annoy you somewhat,—for I have of late *showered* them on you with a prodigal hand : but alas, what can I do ? To whom am I to go ? On the 20th of May last, Baboo D—sent me .800 Rs. though I had written to him repeatedly that my debts were near 2,000 and though he could not but have known that we hadn't received a pice from India for upwards of twelve months. In his letter he said, I will send you a thousand rupees "*in the course of a month.*" Like a great fool as I am, I relied on his promise and just kept money enough to last us a month. D—r has again grown silent and careless ! and we are again in distress,—in worse distress than before, for my poor wife gave birth to a dead child on the morning of the third instant and I am absolutely without a penny. The

money with which I have bought postage stamps for this letter has been raised from a Pawn-brokers office! Was there ever man treated so shamefully as I have been? Do you know, good friend, that that S—I M—C—still owes me upwards of 3,000 Rupees and that I have a 1,000 Rs. in the Alipore Court and about 500 Rs. with one Hurry Bannerjea of Kidderpore? Surely, you will not think me a troublesome fellow, if, after all this I throw myself on your influential and generous friendship. You must save me. It is impossible for me to get on in Europe, if I am to be treated after this fashion by my "friends" in Calcutta and I do sincerely trust that by this time you have done what I have been writing to you about, and that the Mail—via Bombay of the 18th of July, which is hourly approaching France, is bringing me good news, consolation and money.

Poor Monu has failed again; I am afraid he will not succeed, for the examination has been made more difficult and his ignorance of Greek and Latin will always tell against him. I hope his failure will not discourage our countrymen. The fact is, we ought to send to Europe, not grown up youth, but young lads of 12 or 14. A preliminary English education is *absolutely* necessary. I suppose poor Monu will have to take to the Bar,[২১] but, then the question is—has he abilities enough to succeed in that? Does he know English enough to address an English Jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down? I question very much even if master Ganender Tagore can do it, though a better educated, more experienced and older man. I hope he will never return to India, for, if he does, he will be laughed at....I am truly sorry for Monomohan and have written to him to come to us in France and try and pick up some French and Italian.

You must not forget, my dear friend, that unless you send me several thousand rupees on the mortgage of my property, I shall continue to be a prisoner in France and cannot possibly join Gray's Inn next November. Pray do not forget this important fact.

Both Mrs. D and myself think that you have written and

sent us some money by the Mail that is coming. — I hope our expectations will be happily realized. If you have done so, pray, do not wait till you hear again from me, but go on. I cannot write to you again before the 26th instant. I am sure. I need scarcely tell you that money is always safe if sent in a registered letter, and that there are fewer thieves and rogues in France than in any other country under the Sun. The Police is so wonderfully clever and strict. Adieu!

Ever yours Sincerely.

[99]

Versailles, France
12 Rue-des-Chantiers,
2nd September, 1864.

My dear Friend,

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs. Why do those people in India treat us this way ?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother !" I was right ; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ? You have *saved* me. My late letters, have no doubt, given you some idea of our position ; so I shall not dwell upon it, and I think I may now safely say that my troubles are at an end for the future since I am in your hands.

I must tell you again that unless you raise money for me by mortgaging my property, it is impossible for me to get on here or go out to India as a Barrister, for I was without a pice from Calcutta for nearly a year and my debts are many, and I must have money to pay them off. If that *s—l C—* had kept faith with me, if D——hadn't forgotten me, all this would not have happened, for we are not extravagant

and my wife is a capital manager ; but what could we do without money. Chatterjee still owes me above 3000 Rs. but that money won't suffice, I must have more.

I must enter into details !—I have already told you that we were without money for many many months and had to live in the best way we could. Our debts were about Rs. 2600,—for it costs us about 250 Rs. a month when we live together, including everything. I have since the end of June received Rs. 2300, adding Digumber's 800 to your 1500. Out of this sum I have paid Rs. 1200 towards the discharge of my debts ; so that there's a balance still against me of about 1400. I had with me scarcely anything, so that the 500 Rs. or so that it cost me to live and pay the expenses of my wife's confinement, I paid out of the money sent by you. I have now about 600 Rs. with me. When I go to London it will cost us about 350 a month and I must live apart from my family till July next, after which I can live on in France, for, as you know, I have no occasion to live among English people to improve my knowledge of their language. I have not money enough to do all this, unless you get me a great deal from the mortgage of my property. —Besides I wish to leave my children behind, they being too young to go backwards and forwards, and I want them to be thoroughly Europeanized.[২২]

I cannot conceive what difficulty you could find in carrying out my views, unless that s—l C—, for *purposes of of his own*, obstructs you,...

I suppose the Rs. 1000 sent by you is the money I had in the Alipore Court. I cannot sufficiently thank you for the draft on the French Bank. Am I not for right in thinking that you have the heart of a Bengali mother ? I must reserve whatever else I have got to say for my next.

Till then, yours most Sincerely.

P. S. I hope you have got all my papers back and have done what I have so often written to you about ; for, if not, I must give up all hopes of going to London next November. Alas ! I have been amply punished for my great confidence in Baboo D—. Adieu !

[100]

Versailles, France,
12 Rue-des-Chantiers,
18th September, 1864.

My dear Friend,

I have the pleasure to acknowledge the receipt of your kind letter of the 8th ultimo enclosing a duplicate of the order on the French Bank. As the original reached me safe, I have no occasion to use the duplicate.

I scarcely know how to thank you for your kindness in undertaking to look after my affairs and to see that I am not *again* left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe. I hope I shall live to show the world how I appreciate such noble friendship.

In my last, I have given you an exact account of my debts and liabilities here. By referring to that letter you will at once see what sums of money I *must* have to enable me to resume my studies in England and all that sort of thing. I have at this moment £ 50 in my Banker's hands ! but my debts still amount to about Rs. 1400, inclusive of *every* possible liability. I cannot go back to Gray's Inn before I get this sum from India. You know whether I shall get it or not before the commencement of the November Term. From the month of November next till July 1865, I shall have to live in England and I cannot take my family there, for England is a much *dearer* country than France and I am more known there than here : I am a stranger among the French, but there are many persons whom I know in England and who would be a source of great expense to me—that is to say, I shall have to exchange all sorts of social courtesies with them. From November to July, it would cost us about 350 Rs. a month—after that I shall be able to live on 250 a month till I am ready to go out to India about the middle of 1866—if not before. This you must undertake to manage for me.

I am quite content to give up the idea of mortgaging my property in the way I once thought of and to leave every—

thing in your hands for I look upon you as a tower of strength, and I am quite sure that your arrangements will provide remedies for every possible contingency. The friend who has undertaken to advance money, is, very kind indeed, but why should a man be surprized to find friends when *you* are his friend ? I should be glad to receive money from you once in *three months* addressed as I shall tell you hereafter.

I am anxious that you should not misunderstand my object in wishing to leave my family behind me in France. There are many reasons for the step I wish to adopt. House rent is *very* high in London or its vicinity. Then we shall have to incur the expense of removing a pretty large house-hold all the way to the other side of the Channel and the thing would interfere with the education of my children ; and in England, I shall have to lay out a large sum in furnishing a house. The saving of a little money does not strike me as being an advantage sufficiently great to counterbalance the attendant disadvantages. I really do not see how that would enable me to save any money at all.

I am afraid that of late the state of my feelings has imparted great bitterness to my language with reference to M— C—; —but I must candidly confess to you that I am still far from thinking myself deserving of the reproof, which you so gently and elegantly administer. The account you have taken the trouble to send, does not satisfy me and I see plainly that Master M—C—has suppressed facts and taken advantage of your ignorance of our affairs to make out a nice little case for himself.—He is clever, certainly but —"honesty is the best policy" all over the world. Hear me, my good friend and judge for yourself.

The Moonkeah case was dismissed by the P. S. A. of Jessore in February 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates. Early in 1861, M—b sent to me an old man, who had resided for some months in the estates and we entered into the engagement you have seen. This old man made me believe (for, you know, I am not a sharp fellow in business matters) that only Rs. 600 was collected for the year 1860, and I was fool enough to abandon

my claims. Then I was to have Rs. 3,000 per annum, including the Government-rent etc. or excluding them, Rs. 2500— Now let us see—[২৩]

*   *   *

*   *   *

The fact is, I had such confidence in the man; was so full of gratitude that I allowed him to do whatever he wished and suggested. I have given you a list of the monies I have *personally* received from him, either myself or through my agents. Let him *satisfy* you that he has paid me all the monies due from the beginning and show you receipts. I hope you will take this trouble on my account. Till you explain this matter to me, I shall not change my opinion. ...Hoping that I have explained myself with sufficient clearness. I remain Ever your obliged and affectionate.

P. S. You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Monomohan is spending a few days with us and goes back to London next month to resume his studies. I hope he will succeed next year. The probabilities are in his favour, for he is going to add Italian to his stock of subjects and three years' *hard* reading ought to give him sufficient strength for the great battle before him. Adieu!

[101][২৪]

3rd October, 1864.

You will have, by this time, seen Satyendra Nath Tagore, the first covenanted civilian of pure native descent. Manomohun has been staying with us for some time. He goes back to London next week to resume his studies. I, think I have already told you that Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination more difficult than before. Monomohun must take his chance. He is a good fellow and I wish him success for the sake of his old father as well as his own.

...   .

P. S. 2nd. I had almost forgotten to give you the result of the sale of the Company's papers sent by you. For one £ 46 *s*.3 *d*. 2 for the other £ 50 *s*. 10. *d*. 2,

[102]

12, Rue-des-Chantiers,
Versailles, France
Wednesday, 26th October, 1864.

My dear Gour,

I have received your kind and welcome letter and would have replied to it earlier but for ill-health. You amuse me vastly, for the reports to which you allude are absolutely unfounded and evidently owe their birth to some busy brain highly poetical in its constitution! My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern "*Bastille*" but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed. The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me of king Henry IV[২৫] and I say to him, "Harry, the wish was father to the thought." The scoundrel, no doubt, wishes me all sorts of misfortunes; but I hope to disappoint him. I have too great a regard for myself to gratify his malignity. Can't afford, Sir, to be charitable and generous in this affair! I hope this will satisfy you, my lad and other friends who take some interest in me.

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country, and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health,[২৬] though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have already begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to word away seriously at it. I have neglected some terms, and will have

to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him half his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music, such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, yau are the master of your masters! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d-d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.[২৭]

You date your letter from "Bagerhat". Is that বাগেরহাট on the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own dear native river?[২৮] I was born, you know, at সাগরদাঁড়ী, scarcely a a couple of miles from this বাগেরহাট. I dare say you are very dull there, for the gentry in the neighbourhood are not educated enough to be fit companions for a man like you, but these are, and must continue to be for ages yet, the discomforts of a country-life in Bengal. I wish you a more lively station, my friend.

I have not written to Rajnarain for a long time, but he must not fancy that I have forgotten him or my other friends, such as our dear Hurry Dass and Sham. I always think of them. You know, Gour what a bad correspondent I am.

I have had the honour of bowing to, and being bowed to, by the famous Emperor and Empress of the French and will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l, Empereur, Vive l, Emperatrice."

Mrs. Dutt thanks you for thinking of her and begs to be

remembered to you. Sarmistha is already quite French. If you should hear her rattle away, you would not believe that she was born on the muddy banks of the Hooghly. My son Milton (I suppose you have never seen him) is also getting on well. We had a beautiful daughter born here, but she did not live long. I am glad to hear that your son is getting on well. I wish to God, Gour, you would send him to Europe for his education. It would cost you about 2000 Rs. a year or less. The lad is sure to get into the civil service, but you must not delay longer. S. Tagore has succeeded, but take my word for it, no other native of India will get into the service under similar circumstances. If you want your boy to get in, send him here while he is young enough to be *Europeanised.*[২৯] I am afraid the other young man, M. Ghosh has but a poor chance before him. He works hard, but the examination is *terrible.* You ought to send your boy, especially, as I am going to leave my family behind in Europe for the education of my children. I am sure Mrs. Dutt will take great care of the little fellow. You know, she talks Bengalee. Think seriously over the matter and make a man of the lad. He will, if spared, thank you all the days of his life ; what can you do for him in India ? You are not going to leave him a great fortune, for a Deputy Magistrate is not likely to do that. Give him an European education. Let me know what you think in the subject in your next.

I intend to return to London soon to resume my legal studies, but when you write, address here, for I am going to leave my family in France.

I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French[৩০] things. The fit has passed away and I do not know if it will ever come back again.[৩১] You know I write by fits and starts.

Remember me to our good friends and believe me, My dear Gour, ever your affectionate.

P. S. I direct this, as desired by you, to the Asiatic Society. I forget the name of the Assistant Secretary. Is our friend G. L. Dutt still there ? Pray, where and

how is ভবানী? Do you see রাজেন্দ্র now and then?—Adieu.[৩২]

[103][৩৩]

Versailles,
30th October, 1864, Sunday.

After you left I had been laid up with an inflamation of the bowels and I believed that the comedy[৩৪] was going to end, and the curtain fall; but here I am, my part is not finished yet. "The torch lasts still" as Æneas said to Phaedra.[৩৫]

As for my German studies I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure my boy! Fancy! I am going to read Goethe,[৩৬] Schiller[৩৭] and Webber[৩৮] and other authors whose good fame has filled the world. Do you know the song by Dryden?

"None but the brave
None but the brave
None but the brave
Deserves the Fair."

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my friend, is the most worthy lover of Thesius and not a little dwarf.[৩৯]

I do not believe I shall be able to go to London this year, but that does not matter. I have much here which can take up my attention, make my time pass pleasantly, and often make me forget the worries of which the life of man is heir to. I hope the course of my life will flow peacefully.

I am very anxious to make the acquaintance of your good and learned friend, Mr. Maitre[৪০], and that of Pundit Chooramani (পণ্ডিত চূড়ামণি) Herr Gold stucker[৪১]. But I must have patience.

A few days ago I had the honour of saluting and of being saluted in return by the famous Emperor of the French—a truly greatman. I amused myself by shouting

Vive l, Emperor Vive Nepolean (Long live the Emperor, Long live Nepolean[৪২]). The Empress was with him on horse-back. They exaggerate this imperial lady's beauty. She is more graceful than pretty.

My best regard to Mr. Tagore. I thank him very much for having remembered me. Tell him that I find my exile useful. All well at home. Sarmistha and Milton have begun to forget you ; children like ladies are fickle in their love.

I go sometimes to the king's garden and think of you, when I feed the fish and swans that come like a band of pirates[৪৩]. But it has begun to be cold, and the rapid approach of winter is being felt everywhere.

Your praise is precious, because, I am sure, you think all that you say. I find German easy, the syntax resembles that of the classical languages and obeys definite rules. Once you pulled down the wall which is surrounded by a barbarous A. B. C, You find many words that you know. The hand-writing is different but I have mastered it.

[104][৪৪]

12, Rue-des-Chantiers.
Versailles, France,
3rd November, 1864

For reasons which I have, as I hope, sufficiently explained to you in one of my late letters, I wish to go to London alone,—I, therefore trust, that you will manage the matter so for me, that we might not again be driven to the stormy waters from which you have rescued us.

... .

We are on the eve of a winter which threatens to be severe. You can have no idea of a European winter. This is still autumn and yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable 'মোট' in our counrty ! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month! Do you remember the line of ভারতচন্দ্র ?

"বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী"

What would he have said if he had been here? You must not fancy, my good friend, that I am idling here, I have nearly mastered French and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers. This German is a curious language. The alphabet as you know, I dare say, is not Roman. But of all this hereafter. I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shop-keeper "This author is a great friend of mine." "Ah Sir" said he "we thought he was dead." "God forbid" said I—"His country and friends cannot spare him."

Last night the Inns of court in London closed for the Christmas season, they will remain so closed till the 11th of January next. There are four terms every year, *viz.* Hilary, Easter, Trinity and Michaelmas. A student must keep 12 of these terms to qualify him to be called to the Bar.[৮৫] The term, just over would have been my ninth, if I had not been exiled from England by the force of circumstances; and I should have been in India by this time next year. But regrets are vain now. I only hope that you have taken steps to enable me to return to my legal studies next year. I do not wish to tire you by repetitions, and shall pass over all that I wish you to do on my behalf; my last two letters exhaust the subject; do they not? This moment I am exactly on the position of the "চাতক" of our poets, looking out for the cloud that is to allay my thirst!

[105][৮৬]

12, Rue-des-Chantiers.
Versailles, France
16th November, 1864

The account of the frightful storm which visited you on the 5th October last, have filled me with alarm. The Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture and pass over the native portion with a slight glance of apathy.[৮৭] The English papers follow suit. So that it is difficult to guess what has really taken place! I hope all our friends have escaped the terrible visitation.

* * * * *

Knowing as I do, how your time is occupied, feel reluctant to trouble you ; but my apology is that of a desperate man. I have no one who apparently cares for me ! If you abandon me, I must sink ! Unless called to the Bar, I could never return to India, for in the first place, what am I to do there ? My miserable income is too small for a man of my habits[৪৮] to live comfortably upon ; in the second place, such a step would make my enemies laugh, and I am sorry to see that I have many. Who are the rascals that are constantly lying reports about me at Calcutta ! They cannot be friends—of that I am certain......

[106][৪৯]

2nd December, 1864.

I can scarcely describe to you how anxious and troubled I feel at this moment. All recent news from Calcutta is apt to appeal even the stoutest heart and your long and unexpected silence makes matter worse for me. ...You will have by this time (I hope) learned from my late letters that I have lost the last Term of year, now hastening to complete its term of existence, and that all my money is over ! Am I destined to experience again the horrors to which I was exposed by the merciless silence of Digumber Mitter about the beginning of the year ? The idea is frightful ! But do not fancy for a moment that I presume to reproach you. Far from it ! I know how wise, thoughtful and kind and considerate you are ; and how precious your time is. But you must allow me to deplore my bad luck. I have lost a whole year in Europe ; and that is no trifling loss to a man, in my time of life,[৫০] going to begin a new career.

[107]

12 Rue-des-Chantiers,
Versailles, France.
18th December, 1864.

My dear Friend,

Your kind letter with a draft for 2490 Francs, reached me due course and in very good time too, for we were

without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue,

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ-পথে থাকে!

If I could write Bengali[১] like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so, but let me repeat it to you, that I am indeed and truly sorry for the trouble I am giving you; but what can I do? to whom can I go?

You will see that I have availed myself of your friendly suggestion with reference to a 'Power of Attorney'; and I assure you, it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show you how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands, and I repeat, that I shall *never* show my face in India if I cannot accomplish my object.

Though I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with reference to M—b, I felt certain that you would soon find out the real nature of the man; he is mean, avaricious and faint-hearted; a Bengali of the class now happily passing away. As for D—, he is, as you say rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him, not to the hangman, but to silent contempt!

I hope Buddynauth has shaken off his usual apathy and got you the papers you allude to in your letter for the

satisfaction of your friend and that, that gentleman is already satisfied. The document I send, ought to invest you with sufficient power to do anything necessary on my behalf.

You will have seen from my late letters that I have lost the 'Michaelmas Term,' and I fear that I shall have to lose a couple of terms yet, that is to say, I shall probably, return to Gray's Inn when I should have left it for Calcutta as a Barrister, if M—b and D—r had kept faith with me!

Allow me to pause for a moment and tell you what these 'terms' are. There are four of them in the year (1) Hilary Term begins on the 11th and ends on the 31st of January; (2) Easter Term, from 15th April to 13th of May; (3) Trinity Term 27th May to 17th June; (4) Michaelmas Term from the 2nd to the 25th of November. To keep a Term you must eat six dinners in hall. To be made a Barrister, you must keep twelve Terms or eat 72 dinners in hall. You must also attend a course of lectures from November to July with intermediate vacations. I have eaten 30 dinners and have 42 to do yet. There are examinations; but you are not bound to go up for them. You may read yourself blind in your 'chambers' or go to the Devil—no one will ask you how you pass your time.

I must now come to my poor-self. The balance of my debts amounted to Rs. 1400. Out of the money sent by you, I have paid Rs. 400 to my creditors and laid out Rs. 100 for warm clothing for my children, for the winter is, this year, dreadful, I have Rs. 500 to keep us till the end of January at the rate of 250, a month. If you have sent more money by the mail of the 23rd of November, I shall not fail to account to you for it, faithfully, in due course; but to London I cannot return before you have enabled me to free myself from all my liabilities and placed a sufficient sum in my hands to go on for 3 months, whether here or in London. I am quite ready to go back to London with my family, but you must help me to do so. I shall want Rs, 1250 [including the month of February, for I cannot expect to hear from you before the middle of March]; it will cost me about Rs. 800 to furnish a cheap little cottage for ourselves; about

Rs. 100 to transport ourselves and money at the rate of 250 for three months ;—altogether 2900 Rs.

I hope your friend[৫২] will put this sum in your hands for my use *at once* and in *one lump* ; for otherwise I could do nothing. Pray remember this, my dear friend. Alas, this sending of money by dribs and drabs does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণ-পথে থাকে।

I write this via Bombay and expect it will reach you about the 20th of January next. If you reply by the 9th of February, or the 5th of that month via Bombay, I shall hear from you about the beginning or Middle of March ; as I do not know how much money you have sent by the mail of the 23rd, if you have sent any money at all, I must beg of you to address as follows ;

Care of Grindlay & Co. East-India-Agents.
55 Parliament Street, London.

You can get a draft from the Oriental Bank Corporation. The value of the property, I am sure, will secure your friend, from any loss and I shall make it a point to pay him his money as early as I can, on my return. I don't think we shall draw more than 9 or 10,000 Rs. from him and shall look upon him always as a true friend and benefactor. If he wants a policy on my life, I can get that done ; but the loan of the sum I have mentioned above must not be delayed on that account. I must go to England to insure my life. I do not believe French Companies have agents in India. Apologizing for this long letter, I remain, my dear Friend,

Ever Yours faithfully.

[108][৫৩]

26th December, 1864.

I esteem the gentleman you name, and as they are not "great", they will feel for a "little" man like me. The gentleman, who has offered to assist me, ought to know that man like you and me are above dirty actions, and that (humanly speaking) we are both too young to bid adieu to this wicked world.

[109]

Versailles, France,
12 Rue-des-Chantiers,
9th January 1865.

My dear Friend,

You will have, I trust, by this time received my two last letters, one via Bombay and the other by the ordinary Calcutta Mail.

You will perceive that on receipt of your first letter, I lost no time in "availing myself of your kind suggestion with reference to a power of Attorney", and that when your second letter reached me, it was too late to introduce the special clause forwarded by you. Nevertheless, I flatter myself that, that Power will satisfy your friend and his legal advisers and that he will not sacrifice me to empty technicalities and the vague verbosity of legal pedants! There is enough in that Power to justify and legalize any steps you might choose to take on my behalf. In my last, I threw out a hint about insuring my life for Rs. 20,000 to protect your friend from any annoyance in case of my death. If he will enable me to return to London, I shall get the thing done at once.

And to London I cannot return unless by the last Mail of March next, I receive from you about 3000 Rs. I have in my former letters explained to you my reasons for asking for this sum *in a lump.* The worst thing that one can do, is to send money to a man at a distance in petty sums; for, before the arrival of the second instalment, the first is sure to be consumed. Remember, my dear friend, that by the time I receive a reply from you, it costs me about 750 Rs. to live—if not more! I pray you, make one great effort to free me and then go on at your ease.

Two days hence, the First Term (Hilary) of this year will commence, I see no earthly chance of my being able to return to London. God alone knows how many more terms I shall yet have to lose. If I had gone on uninterruptedly I should have been called to the Bar next June and returned

home by the end of the year. But I am not a man to give way to despondency. I am making the very best use of my unfortunate exile and I think I may, without vanity, say, that I know more languages than any Bengali now living. But learning is not money! and money is all-in-all among a degraded people like ours. Only help me to get out of this scrape, my dear Vidyasagar and I shall know how to treat fellows, 'labas' as the French say.

I shall not load this letter with dry details; but you must allow me to tell you that the 400 Rs. last sent by you, will scarcely carry me on to the end of March next and that I shall probably be in debt to the amount of 100 or 150 Rs. in addition to the old burden.

The winter this year is very severe and yet at times you have days that might be called 'hot.' A few days ago, it snowed the whole night and the site was splendid in the morning. Streets, house-tops, trees, gardens—were all covered over with snow. One might say, if poetically disposed, that our "দুগ্ধসাগর" had over-flowed its shores and inundated the country; Adieu—with kind regards and earnestly hoping to hear from you soon, I am ever yours sincerely.

P. S. If you cannot send a large sum of money, large enough to clear me altogether, before the last Mail of February, please address here as usual.

[110]

12 Rue-des-Chantiers,
Versailles, France.
26th January, 1865

My dear Gour,

I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though father and myself 'bearded like a Pard'—we still have the same heart beating in us. Is it not so, my good old Friend? I pray you, whenever any rascal tells you anything unworthy of your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool nor a madman, and (as they say in England) 'Know what is what.' You can scarcely conceive how Europe has changed me in my habits, in my tastes, in my notions of

things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself, my Boy! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course I am still romantic, for that you know is my nature; for I am a bit of a poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor 'man of the world'. I have my dreams and aspirations and vague longings, but I am growing wiser; excuse this egoism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to d—d idle reports about me, when I am at too great a distance to defend myself. Let Truth frown Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my Boy!

You ask me when I mean to return 'homewards'? If I had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjee and Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the course of the present month; but, as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend, Ishwar Chandra Vidyasagar, has taken me by the hand; if you ask him he will tell you how shabbily I have been treated. The subject is an important one and I don't like to enter into it I have been for months like a ship becalmed in France, though thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, Viz, Italian, German and French languages, which are well worth knowing for their literary worth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants

Poets and Essayists ?[৫৫] I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have spring of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of 'lecture' for you and the gents who fancy that they are Swarthy Macaulays[৫৬] and Carlyles and Thackerays ![৫৭] I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language.

I am sorry for your little son, for I am afraid, the *mistaken* kindness of your parents will not suffer him to be made a man ; of course, I am far from condemning your filial respect for their feelings.

You again date your letter from 'Bagirhat.' Is this 'Bagirhat' on the bank of my native river ? I have been lately reading Petrarca[৫৮], the Italian Poet and scribbling some 'Sonnets', after his manner. There is one addressed to this very river কপোতাক্ষ[৫৯]. I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and send to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days[৬০]. I add a third ; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him.[৬১] There's variety for you, my Friend. I should wish you to show these things to Rajendra[৬২] also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry.

Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong[৩৩]. It is or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. If you have money, you are বড়মানুষ, if not nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The *nobodies* of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my Boy, make money[৩৪]! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

But let us turn to other subjects; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand Rupees. Of course if you were left to yourself, you could not do it, but I can hope to be of great use to you. When you let me know, that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more usefull than any "guide" you can think of.

You want me to write you by *every mail*. My good soul, do you know that I should in that case have to write no less than four letters every blessed month. I am not an idle man and besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old Friend altogether, but give him a call now and then.

You must remember me to all our old friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch Behar and that of Trailokya Mohan Tagore, who, I see, has been transported for 7 years. I feel for his poor mother. Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart!

Mrs. D. and the little ones are all going on well, Thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards, I remian, my dear Gour, Ever your affectionate,

[111]

12 Rue-des-Chantiers,
Versailles,
26th April, 1865.

My Dear Friend,[৬৫]

It is no poetical exaggeration to say that your letter of the 22nd March came upon me like a clap of thunder! I had expected a very different reply, for I was romantic enough to believe that no Bengali could possibly have any doubts as to the fairness of a transaction in which you happened to be concerned. But the truth of your adage-like saying is indisputable : "যাহাদের টাকা আছে, তাহারা টাকার মর্ম জানে"। I assure you, I deeply regret my folly, for such I must call it, in not availing myself of your friendly hints immediately after the receipt of your letter in December last.

When your last reached me, I ran to Paris in spite of ill-health, for I have been for several weeks suffering from some sort of ophthalmia, which, I once feared, would have terminated in blindness, but which, thank God, has been so far subdued by the Doctors here, that, at this moment, I can sit down and write to you. This bit of news will, no doubt surprize you, for I had hitherto concealed it from you : you will, I flatter myself, see my motive at once : I did not wish to add to the heavy load of cares which already oppresses that noble and friendly heart! Perhaps, I have been reading a little too hard : perhaps, mental anxiety has had something to do with it.

I ran to Paris and spoke to the gentleman who drew up the document for me. What he said, I need not repeat here. He has drawn up a fresh Power including the very words of

the draft forwarded by you and I have caused him to insert the names of the two gentlemen mentioned by you. I sincerely trust that this time we have succeeded; if not, then woe is me! we must perish here. I am at this moment without a pice and must raise little sums from the 'Mont de-Piete' here to keep body and soul together.

If you had succeeded in raising the sum (Rs. 3000) that I wanted, I should have at once gone away to London and lived there till the end of June without troubling you, but that is not to be; and I see no earthly chance of escaping from France before the end of August next, for this ought to reach you about the latter end of May, and if you expedite matters and write to me by the first or last Mail of June or the first of July, I shall receive your reply either about the latter end of July or the beginning of August. Alas, a long, a very long time to wait; but there is no help for it.

Now, you must remember, my dear friend, that the Rs, 3,000 will only enable me (after paying *all* debts) to push on till the end of June. There must be money for the months of July and August at the rate of 250 Rs. per month, that is to say Rs. 500. Then to this sum you must add money for the remaining four months of the year, namely Rs. 1000 (One thousand) that is 1500. (Fifteen hundred) I must trouble you to add Rs. 500 to this sum for medical expenses, and some clothes which we *must* make, for spring and summer have set in and they are too warm for winter things in France,—altogether, Rs. 5000 (Five thousand). you are a thoughtful man, and I am sure you will see that we have not been at all *extravagant* ; if D—r had not neglected us, we could have lived cheaper; but why indulge in unavailing regrets ? I do not care if I loss everything I have and begin life like what I once was, a poor, penniless beggar, provided I can get myself called to the Bar. Out of this Five thousand, I shall save enough, I hope, for the insurance of Rs. 20,000 for the benefit of my creditors. As for my old debts, you must make the best arrangements you can think of, for I give you all power over

the little I have. Only save me from the horrid gulf before me.

I hope, my dear friend, that there will be nothing found wanting this time and that you will not forget me.

* * * * *

I do not understand what M—d C—e intends to do? Since March 1863 up to present date April 1865 (two years) he has only paid 1800 Rs, whereas, he ought to pay Rs. 3000 (three thousand). Pray, call upon the man for *strict* account. You will find him very largely in my debt. He owes me enough to enable me to live in Europe for a whole year without borrowing money. He is a n—y w—h.

With sentiments of grateful regard, I am my dear Vidyasagar, Yours unhappy.

P. S. Kindly address as usual. Monu is in London. I am afraid he will fail this year also.

[112]

Sir,[৬৬]

A poor rhymer who does not dare give himself the name of a poet, born on the shores of the Ganges and a passionate admirer of the father of Italian poetry, takes the liberty of presenting at the feet of your Majesty, alongwith this letter, a Bengali sonnet,[৬৭] a little oriental flower which he wishes to join to the garland to be wreathed in Italy, for decorating the tomb of the illustrious Dante.[৬৮]

12, Rue-des-Chantiers,
Varsailles, 5th May, 1865

Of your Majesty,
the very humble Servant,
Michael Madhusudan Dutta

[113][৬৯]

18th May, 1865

Things, alas! are getting on very badly with us! I have had to apply to the British charitable Fund in Paris for the loan of 200 Rs (500 Francs). You cannot imagine how degraded I felt when I had to appear before the committee. Such a lot of ragged and stinking devils were there! But

as the proverb says, "Adversity makes us acquainted with strange bad-fellows." The members, I am bound to say, treated me with great consideration—especially, Sir Joseph Cliffe (brother of the late Roman Catholic Bishop of Calcutta) and Lord Degrecy. They have not yet complied with my request. They have kept your last letter to me to have it translated. I do not know whom they will find in Paris able to read Bengali. There are two Calcutta men, Messrs. De souza and Mendes, but they are মেটে ফিরিঙ্গি-men who say "বাবু তুমি ভাল আছি ?"[১০] I shall know their decision next Monday.

[114][১১]

14, Wood Lane
Shepherds Bush. London
17th January, 1866

I have received your three letters, the last enclosing an order on the Agra and Masterman's Bank for £60. I scarcely know how to thank you for the tender solicitude you display for my welfare, and I humbly trust that God will give me a day when I shall have it in my power to show you how grateful I am !...

I cannot conceal the fact from myself that I must yet have a great deal of money. My passage, my out-fit to India, the setting myself up there as a British Barrister, the expenses of living as a Gentleman (in the European sense) till I get practice will cost a great deal, however economically we might manage these things.[১২]

You tell me that you have borrowed Rs 7000. I presume you have paid yourself the 1000 you lent me, because of this money, I have received 6000 including the 500 which I got by last mail.

I am taking every necessary step to get myself in a position to return about the end of the present year. I have refused the offer of the Bengali professorship at University College London, a post of great honour and dignity though without a salary. Dr. Goldstucker (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me,

but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary. The Doctor is a profound Sanskrit Scholar and loves all Hindus. We spoke about you (he knows you well by name) and the remarriage of widows. He thinks that a well educated Bengali ought to be in England for the benefit of the Civil Service and through it of the country at large.

We are now in the midst of a rigorous winter. For a poor man like myself London is dreadful.[১৩] The Renderpest or Cattle disease, of which you have, no doubt, read in the papers, has made meat scarce and frightfully dear and we can scarcely manage to live for less than £36 or Rupees 360 a month.

[115][১৪]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush
London W. 25th February, 1866.

I have much pleasure in acknowledging the receipt of your kind letter with the order for the £101 on the Oriental Bank Corporation. You always send money in good time. I am delighted to find that you have arranged the affair so satisfactorily with the Sirkar of Rani Sarnamoye, and thereby defeated the machinations of Mahadeva Chatterjee and his clique to distress and ruin me. I am sure it was that —who had the fact quietly whispered to your friend's ears in order to turn him away from us. Believe me, that fellow is capable of any amount of r—y ! But for him and the like of him, I should have been at Calcutta at this moment....

You may well imagine, my dear Friend, how full of anxious and troubled thoughts I am ! But for my confidence in your wisdom, strength of mind and noble and disinterested friendship. I fancy, I should go mad ! I need scarcely assure you that my trust is in God and after God in you !

[116]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 3rd March 1866.

My dear friend,

I do not know if you have received my letter acknowledging the receipt of your favour with a draft for £101. Though that letter was written to be forwarded by the Marseilles Mail yet my people forget to post it. So it is gone via Southapmton and I fancy, this will reach you sooner.

In my letter via Southampton, I have said all that I have to say and I am sure you will not delay in replying. As the time draws to a close, I feel my anxiety increase.

Excuse bad writing, for my fingers are quite stiff. I have just come out of a *cold bath*, which I take every day in spite of the weather. It is a fearful trial to one's nerves !

We are all quite well, thank God. Hoping to hear from you soon and with kind wishes yours as ever.

[117]

14 Wood Lane, Shepherd's, Bush,
London W. 18th April. 1866.

My dear friend,

I have received your kind letter and the draft for £151, etc. I assure you, the money came in good time, for as I have repeatedly written to you, living in London is something frightfully dear this year. The 'oldest inhabitant' —as people jocularly remark—'has no recollection of such dear times.' It costs us a great deal of money—indeed, much more than I had expected,

I am *anxiously* waiting to hear opinion about the Bombay business, because if you think that your friend at Calcutta will be able to help me out of all this ; I shall take no step in the matter ; but if not, there is not much time to lose. I am afraid that before this year ends, I shall have to trouble you for at least £450 more, *inclusive* of my

call-expenses next November. And then, there must be money enough to take us out by the first Mail of December.

I am too busy to write at greater length to-day, but hope to do so, by the next Mail. In the mean time,

I am as ever yours very sincerely.

[118]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th May, 1866.

My dear friend,

I have been anxiously looking out for a letter from you to know what you think of the scheme proposed by me about borrowing money from Bombay. I suppose you have been too busy to write to me. I am sure you will excuse my anxiety on this subject, because, as I am not aware of the extent to which your friend has undertaken to go, I do not know how we are to go on.

I shall want £200 in July next and the same sum in the month of August, for about that time, I must make arrangements to change my house and then will come the expense of the 'homeward' voyage and other matters. Do you think we shall be able to get through all this ?

Poor Monomohan has heard of his father's death. The blow, tho' expected, does not seem to have fallen upon him with mitigated severity. He is going to apply to the Benchers of his Inn (Lincoln's) to call him to the Bar next Term so that he might leave for India in July next. He has sent a Telegram to Dijender Tagore for £300 to enable him to leave Europe. The Telegram cost him 75 Rs. I am sorry for the poor fellow

I have every hope of being called to the Bar next November and I hope you will manage matters so, that the remaining few months of my exile might pass off as well as the last year and more since you have taken me under your protection.

I have not been very well of late owing to a change in the weather, you must therefore excuse this short letter.

Mrs. Dutt and the children are all doing well. Hoping the same of you and yours. Yours as Ever.

[119]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th June, 1866.

My dear friend,[১৫]

I have not had the pleasure of hearing for sometime from you, but I suppose, you are as usual, too busy to write.

You will be pleased to hear that I have finished keeping 9 (nine) Terms and that there is every prospect humanly speaking, of my being called to the Bar in November next, provided I am ready with the necessary funds. The Steward of our Inn tells me that as my name was on the list, I shall have to pay for the Terms I have not kept, just as if I had done so. I must be prepared to satisfy *all* demands by the beginning of October next in order to have a right to petition the Benchers for a call in the ensuing term. I need scarcely say everything will now depend upon yourself and the friend who has been helping me so kindly up to this time.

From your silence about the Bombay scheme, I am led to believe that our friend is ready to advance sufficient money to enable me to set myself up. I shall, therefore, give up that idea. In addition to the money already lent, I shall want about £1200—of this you must send me £500 at once before my call and then £400 to enable me to leave Europe and you must keep in your hands about £300 or 200 for me when I get back, for it is not likely that I should get into practice all at once. I know that this is a very large sum but there is no help for it. If you have already sent any part of this money, pray, sent the balance at once, so as to reach me in time for next November.

The failure of the Agra Bank has spread ruin and dismay in London. If the Bank had gone down a few weeks *earlier*, I should have been a sufferer, for your last Draft would have

been (for a time, at least) so much waste paper. We could have ever believed that a Bank like this should burst in this way. But you have no idea of the 'Stock Exchange' here and the rascality that goes on there. Men are said to have made lacs at the expense of the poor Agra! How they managed to do all this, is more than I can explain to you. Many retired Indian families have been almost ruined. The consequences of all this are, no doubt, highly disastrous out there also, but I earnestly hope that they will not affect us.—If I am obliged to remain in Europe longer than December next, I shall be ruined. London is so dreadfully dear this year!

Monomohan was called to the Bar a few days ago. The death of his father gave him good plea, wherein to base his petition for the indulgence and Sir E. Ryan, helped him. I am sorry for poor Monomohan. He has had no opportunity of learning Law; but he is an intelligent fellow and will no doubt, try to make up. He leaves in August next. Of course he will be my Senior but that's no loss to me. If I had been his Senior, I might have helped him to some extent. That fellow G. M. Tagore is too selfish to assist anybody. He has written to some one in London to say that he makes £20 everyday; this I can scarcely believe, for I don't think there is much in that fellow. But he knows how to *boast*. No doubt, he is making something, for there is a good opening for a *good* native Barrister.

I regret that he should be the first man of our race to go out to be followed by so কাঁচা a hand as Monomohan. But patience, my dear Friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.

I do not know that I can give you any London news to interest you. We have heard of your labours in connection with the petition against poligamy,[১৬] and there was very handsome mention made of you in the Saturday Review[১৭] not long ago in the course of a critique on some new Sanskrit work. But the article, I suppose, will be reproduced by some of your Indian papers.

I have no news to give you of Khetter (Dr. Khetter Mohan Dutt). He is living somewhere in London and has

apparently cut us, his friends. I understand that he is *speculating in the matrimonial market*! At least, I was told something to this effect by an old Indian Colonel whom I see often and who has heard all this from the father of Khetter's '*intended*'. Pray, regard this as a bit of *private news*. Perhaps, Khetter wouldn't like your knowing anything of his affair at this stage of progress. He is a queer fellow!

We are all quite well, thank God! and I am reading Law with more than ordinary attention, so that, I shan't be quite an '*Ignoramus*' when I go out.

Hoping to hear from you soon and to find everything favourable, and with our kindest wishes and regards,

I remain, my dear Friend, yours as Ever.

[120][৭৮]

শ্রীচরণকমলেষু।

জেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবামাত্রেই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে এ বাটিতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃচরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম,যে, কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদসেবা করিয়া প্রজ্জ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোনমতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী দাস মধুস্থদন দত্ত।

[121]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 18th June 1866.

My dear Friend,

Ever since the receipt of your last letter, which came to hand a few hours after I had posted mine. I have been in a state of mind which it is not easy to describe!

You will perceive from my last letter, which, I trust, has reached you safe, that I want some six or seven thousand Rupees more than you can raise, and that unless I have that sum, I cannot go out to India but must *perish* in Europe. What is to be done? I see nothing but ruin before me!

I am aware that I have already had a very large sum of money;—but it is *impossible* for a man—a gentleman, to live in England at the present moment on a little money with a wife and two children.

When I left India, you know that I left Mrs D. and the children behind, because I knew very well that I was not rich enough to maintain a family in this dear quarter of the globe. It was Chatterjea and other rascals who fairly drove my wife out of India and believe me, this they did with a view to ruin me. My instructions for my wife were *never* to compromise with my cousins unless they gave up my mother's jewels—but Chatterjea and Buddyanauth—that ungrateful r—l—wanted things to be otherwise arranged, and so they managed to get rid of her. Do you see the object of the foul conspiracy; they did not care what became of me, provided things were compromised to their satisfaction! But you already know something about all this. The question now is—what is to become of me, of us?

Immediately after the receipt of your letter, I called on Mr. Dadabhye Naoroji,[৭৯]—a Parsee merchant here and the President of the London-Indian Society, to consult him about the great Parsee of Bombay. Mr. Naoroji threw cold water on the project and told me that at the present monetary condition of the mercantile world all over the world, such a request as mine would not be attended to.—So that hope is gone! Unless you can save me, I must go!

You cannot imagine what sleepless nights my poor wife and myself have of late passed, talking over our affairs and prospects, and we have come to the conclusion that it would be better that I should go out alone and that she should follow me some months after, when I have acquired a sort of professional footing:

I do not know if you have already forwarded (as I hope you have) the £200. If you have, then you must induce our kind friend to give you £300 more, and that money you must send me so that it might reach me by the *first* or at *the latest* by the *second* incoming Mail of September, for then I shall be in a position to give up this house and seek obscurer and cheaper lodgings somewhere else. The £300 will pay my call-expenses and keep us here till I leave, so that, we shan't trouble you for more money for our living. Then, it will cost me about £200 to go out and I must leave for my wife at least £200 in the Bank.—Alas who will give me this money? If *you* were rich, I should not be so miserable, for I know the nobility of your heart. Do you think a letter from me to Jotinder Tagore would have any favourable effect? And then, when I get back to Calcutta, I must look to my own exertions. Why should I fear to fail?

I hope you will send me £300 in September, for I must get out of this house and the last quarter of the year ends with that month. The proprietors are hard-hearted people and if I am unable to pay and move out, they no doubt, will apply the hard enactments of the English Law of Landlords and Tenants to my case, for I am a yearly tenant and if I remain one day after the expiration of the Term, they might compel me to keep the house *another* year at a higher rate of rent!

The £200 which I expect now every-day, will pay off last quarter's debts and leave something over to carry us on to next September, and then immediately after the receipt of your letter and the money, I shall apply to the Benchers of Gray's Inn for my Call.

Remember, my dear and *only* friend, you rescued me from ruin once. Do not abandon me now.

Praying God to bless you in your efforts to help a poor fellow with our united respects.

Yours faithfully.

P. S. I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together ![৮০]

[122][৮১]

14 Wood Lane, Shepherd's Bush
London W. 26th June, 1866

I am quite aware that if you are compelled to sell off, certain people will look upon themselves as 'true prophets' and indulge in quite laughter at our supposed expense, but I am sure you are stronger minded man than that. Besides, who cares for the stupid-unthinking multitude? If you and my other friends arrange this affair for me, I shall, when called to the Bar, enter life with a splendid profession and without a mountain in the shape of debts to weigh me down on my poor back.

* * *

I have every right to do what I like with my own. No sensible man would say that you have helped me to ruin myself. Surely, a man who assists another to begin life as I hope to begin it, cannot be said to ruin that man. I must take my chance like millions of our fellow-creatures and either stand or fall according as the strength of my own heart and mind enables me !

* * *

If you can command a sum large enough to ensure my purpose, there would be no occasion to do anything in haste, and I shall see what is to be done about Chatterjea on my return home. If any good Samaritan should come forward to help us, well and good, if not you must raise money on the sale of property, and you shall have my final instructions on that subject in October if not earlier.

[123]

5 Rue de Maurepas
Versailles, France
9th December, 1866.

My dear friend,

I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, bring money, I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money than, I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I choose [৮২] ; the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly ; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When I reach Calcutta, I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till 'briefs' begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I could rather like that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself. You must sell all

I have and, after paying all just debts transmit the money to my wife here, and advise her what to do. I am sure you will take the same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother. You must be the friend and guardian of these I leave behind.

I suppose you are not aware that my books bring in a considerable sum of money. The income is likely to increase. Now, I wish to make a gift of that income to Mademoiselle *Henrietta Eliza Sarmista Dutt* and her heirs till the continuance of the same, appointing you, and the other gentlemen associated with you in managing my affairs at present, Trustees of the Gift. In case of that child's death, the money is to go to master *Frederick Michael Milton Dutt* and heirs—both of Versailles, in the Empire of France. In case of the latter's death to my wife Amelia Henrietta Sophia Dutt till her death and then to my other heirs. In case of my death before reaching Calcutta, the gift must be based on this letter. You, the Trustees, are to remit the money to my wife in France to be laid out in the education of the above named H. E. S. Dutt or F. M. M. Dutt or her own use as the case may be.[৮৩]

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-neigh beggard myself. It now remains to be seen এ হঁক্কে কি ফল ফলিবে। But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid ; but it's a serious thing to have a wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you, my dear Friend, to send Mrs. Durt £50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival. Please send the money through the French Firm "Disconti' National" or some such name payable to Madame Dutt of 5 Rue de Maurepas, Versailles. If you send the draft in a registered letter it is sure to reach her safe. I find my expenses greater than I had calculated upon.

Thanking you heartily for all past kindness and hoping to shake hands with you soon, I am as ever,

Yours faithfully

P. S. If you call upon I. C. Bose to submit an account of the books to you, you will be surprized to see that during the half year ending in July last they brought about Rs 1000! If Doctor Khetter Mohon Dutt is to be beleived the people of Bengal are "fools" for encouraging "a rascal" like your humble servant!! Adieu!—It's a good thing that all Bengalis are not Khetter Mohon Dutts.

১ এই নামের জাহাজে মধুসূদন ইংলণ্ড যাত্রা করেছিলেন।

২ 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে' কবির উক্ত ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ এই একই পত্রের দ্বিতীয়াংশ দুদিন পরে লেখা হয়। প্রথমাংশ মাল্টার নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরে এবং দ্বিতীয়াংশ স্পেনের উপকূলের কাছে জাহাজে বসে লিখিত।

৪ ৮৯ নং, ৯০ নং এ ৯১ নং পত্র মনোমোহন ঘোষের কাছে লেখা ফরাসী পত্রের অনুবাদ। মনোমোহন ঘোষ নিজেই ফরাসীভাষা থেকে এদের ইংরেজী অনুবাদ করেন। বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পরিবারের সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর পিতাকে কবি জ্যাঠামশাই এবং তাঁকে 'মনু' বলে সম্বোধন করতেন। এই পত্রটি অসম্পূর্ণ।

৫ ১৮৬২ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে তিনি ইংলণ্ড পৌছান। এই পত্র তাঁর ইংলণ্ড পৌছাবার অল্প পরেই মনোমোহন ঘোষকে লেখা।

৬ মনোমোহন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্ভবত এই দুজনকেই বোঝাতে চেয়েছেন কবি। কবির ইংলণ্ডপ্রবাসকালে এঁরা তিনজন অনেকসময়েই একসঙ্গে ভ্রমণাদি করতেন।

৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সিভিলিয়ান। সুশীলা-বীরসিংহ নাটক, বোম্বাই চিত্র, নবরত্নমালা, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস প্রভৃতি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ সিবিল-সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কবি এই সনেটটি রচনা করেন—

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য বলে
ফিরিলা কানন-বাসে; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী!—
ধন্য ভাগ্য, হে, সুভগ, তব ভব-তলে!

শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী
তিতিবেন যিনি; বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ুরূপ ধরি
জনরব, দূরে বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তিবার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে।
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে!

৭ (ক) এই প্রাচীন রাজপ্রাসাদটি ইংলণ্ডের একটি দর্শনীয় স্থান।

৮ ইন্দ্র—সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সত্য+ইন্দ্র-এ থেকেই ইন্দ্র কথাটি নিয়ে কিছু কৌতুক করা হয়েছে।

৯ মধুসূদন যে এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

১০ মধুসূদন ফরাসী দেশে এসে ভার্সেলেসেই প্রধানত অবস্থান করতেন। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী এখানে বসেই লেখা। একটি কবিতা এই নগরীর ভগ্ন রাজোদ্যানের প্রাচীন গৌরবের কথা ভেবে রচিত হয়েছিল।

১১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব অধ্যায়ের পত্রগুলিতে মিলেছে। ব্যক্তিগত ভাবে, বিশেষ করে অর্থসাহায্য সংক্রান্ত ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল বর্তমান অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ের পত্রাবলীতে সে পরিচয় মিলবে।

১২ দিগম্বর মিত্র।

১৩ কবি তাঁর পত্নী ও সন্তানদের কলকাতায় রেখে য়ুরোপে গিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল কবির ব্যবস্থামত অর্থ হাতে না পাওয়ায় তাঁরা ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

১৪ মনোমোহন ঘোষ।

১৫ দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কবি পূর্বেও এক সহস্র মুদ্রা ধার করেছিলেন।

১৬ মেঘনাদবধকাব্যের ষষ্ঠ সর্গে রামের দুশ্চিন্তা। মধুসূদন আপন অর্থসঙ্কট এবং ব্যারিষ্টারী পাশের বিলম্বের জন্য হতাশ হয়ে পড়েছেন। সেই হতাশা এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

১৭ ৭নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৮ মনোমোহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় একাধিক বার চেষ্টা করেও উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। অবশেষে তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন।

১৯ কবি-পত্নী হেনরিয়েটার চরিত্রের, বিশেষ করে সতর্ক বাস্তববুদ্ধির পরিচয় এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

২০ ভারতচন্দ্রের কবিতা মধুসূদন খুব ভাল করে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। তা না হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী একাধিকবার তাঁর কাব্য থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিতে পারতেন না।

বিদ্যাসাগরের কাছে লিখিত পত্রে বিশেষ করে ভারতচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি দেবার কারণ কি ? মধুসূদনের মনে কি এরূপ ধারণা ছিল, বিদেশী ক্লাসিক কবিদের তুলনায় পুরাতন রীতির ভারতচন্দ্রই বিদ্যাসাগরের অধিক পড়া ছিল ?

২১ বিদ্যাসাগর প্রেরিত অর্থ কবি যে সময়ে পেয়েছেন তাতে মনে হয় কবির প্রথম পত্র পাওয়ার পরে তিনি কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে অর্থ পাঠিয়েছেন।

২২ এই পত্রের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে হাতে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক থাকায় কবিপত্নী সন্তানদের মেলায় পাঠাতে পারেন নি। এখানে কবি তাদের সম্পূর্ণভাবে য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে তুলবার কথা বলছেন। মধুসূদনের মত মানসিক গঠনের মানুষের পক্ষেই মাত্র চিন্তার এই বিশিষ্টতা সম্ভব।

২৩ মূল চিঠিতে এখানে একটি দীর্ঘ হিসাব ছিল। হিসাবের সব অঙ্কগুলি মূল চিঠির কাগজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পড়া যাচ্ছে না। তাই সেটুকু যোগ করার চেষ্টা করলাম না। নগেন্দ্রনাথ সোম যখন প্রথম মুদ্রিত করেন তখন এই অংশ কেন বাদ দিয়েছিলেন বোঝা যায় না। মূল চিঠি তখন সম্ভবত বর্তমানের ন্যায় গলিত হয়ে পড়ে নি।

২৪ এই পত্রটি ভার্সেলেস থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা। এটি অসম্পূর্ণ।

২৫ সেক্সপীয়রের নাটক।

২৬ লণ্ডনের তীব্রশীত, অত্যধিক কুয়াশা সম্পর্কে কবি একাধিক পত্রে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

২৭ য়ুরোপীয় ভোগবাদের আদর্শে মধুসূদন যে সম্পূর্ণত দীক্ষিত হয়েছিলেন এই কথাগুলিতে তার সুন্দর প্রমাণ মিলবে।

২৮ কবি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদেই সোচ্চার হয়েছিলেন মর্তে মূর্ত অমরাবতী—ফরাসীদেশের প্রশংসায়, নিন্দা করেছিলেন ভারতের জীবনযাত্রাপ্রণালীকে। সঙ্গে সঙ্গেই জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী আর ক্ষুদ্র নদী কপোতাক্ষের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। কবির মনে বিপরীতমুখী তরঙ্গান্দোলন কি ভাবে ঘনীভূত হয়েছিল ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একটু পরেই আবার বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে বাসের অযোগ্য বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

২৯ মধুসূদন বিদ্যাসাগরের নিকটে লিখিত পত্রেও য়ুরোপে ভারতীয়দের শিক্ষাবিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বাল্যাবধি সেখানে বাস করলেই মাত্র মনে-প্রাণে য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ হয়ে ওঠা যায়।

৩০ ইতালীয় কবিতার অনুসরণে তিনি সনেট লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফরাসী-রীতিতে তিনি কি লিখেছিলেন বলা যায় না।

৩১ প্রকৃত ট্রাজিক হাহাকার এখানে শ্রুত হয়েছে। পূর্বে এক পত্রে বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন 'বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে'—সেখানে অর্থাভাবে ইংলণ্ড যাবার উদ্দেশ্য বিনষ্ট হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল। কিন্তু হৃদয়-পদ্ম থেকে কাব্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধান ঘটেছে নিশ্চিত। সেখানেই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের ট্রাজেডি।

৩২ লক্ষণীয় গৌরদাসকে লেখা এই চিঠিতে অর্থাভাবের কথা কিছুই নেই।

৩৩ ভার্সেলেস থেকে এই পত্রটি মনোমোহন ঘোষকে লেখা। তিনি তখন সম্ভবত ইংলণ্ডে

ছিলেন। পত্রটি ফরাসী ভাষায় লেখা, ইংরেজী অনুবাদ মনোমোহন ঘোষের নিজের। পত্রটি অসম্পূর্ণ।

৩৪ কবি তাঁর জীবনকে সম্ভবত কৌতুক করেই কমেডি বলেছেন। তা না হলে ১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে জীবনকে মধুসূদনের কমেডি মনে হবার কথা নয়।

৩৫ ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের প্রসঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে।

৩৬ গ্যেটে—(১৭৪৯—১৮৩২)। 'Faust' তাঁর প্রধানতম রচনা, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে গ্যেটের ভূমিকা (শীলারের সহযোগিতায়) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The years which followed (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) are dominated by the figure of Goethe. His gradual development from his early days of revolt towards the harmonious balance of opposing forces resulted in works of depth and beauty in a serene classical vein, especially after his journey to Italy in 1786. By the end of the century, Weimer, a small princely residence, became the centre of literary life in Germany, the place, where Goethe, Schiller, Herder and Weiland lived and worked ; it has given its name to the German classical movement, of which the two friends Goethe and Schiller, working in close association from 1794 until Schiller's death in 1805, are the principal figures. Both of them in their own Persons incorporated in their different ways the lofty ideal of 'Humanitat' characteristic of the later 18th century in Europe. The aesthetic writings, dramas and philosophical poetry of Schiller, the lyrics, dramas and novels of Goethe gave the German people a body of literature, classic in more senses than one, to which succeeding generation has been deeply indebted."

[L. W. Forster : Cassell's Encyclopaedia of Lit. Vo 1]

গ্যেটে শিল্পীএবং চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবন, কর্ম, মনন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সমালোচকেরা দেখতে পেয়েছেন, "Goethe said that his works were fragments of a great confession, and though they were the greatest writing of their time, they only account for a fraction of the collosal shadow cast by his personality. His entire life was his works of art..."

[H. A. Phillips : Cassell's Encyclopaedia of lit. vol 1]

৩৭ শিলার (১৭৫৯—১৮০৫)। বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার। জার্মান সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে গ্যেটে বিষয়ক মন্তব্য দ্রষ্টব্য। "Schiller's career falls into three periods. From 1781 to 1784, he was a writer of 'sturm and Drang', expressing social criticism in realistic terms. From 1785 to 1796 he was mainly an historian and a philosopher. From 1796 until his death Schiller wrote mature verse plays, all exhibiting tense dramatic situations, noble rhetoric, sharp characterization and an exalted conception of the drama. In philosophy he was largely a Kantian, but in Aesthetics he maintained that

Psychological equilibrium is the aim of art. His historical works, though conscientious reveal the rhetorical dramatist."

—[H. B. Galand]

৩৮ ওয়েবার (১৮১৩—৯৪)—"German poet. A Roman Catholic physician, translated Tennyson; his narrative poem 'Dreizehnlindeu'—treated the conversion of the Saxons in 829...In all his works piety was the key note."—[Cassell's Encyclopaedia of Literature Vol 2]

৩৯ এই উপমায় কবির পৌরুষব্যঞ্জক আত্মশ্লাঘা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

৪০ মেতার—য়ুরোপীয় বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন।

৪১ গোল্ডষ্টুকার (১৮২১—৭২) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক ছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। গোল্ডষ্টুকার পাণিনির মহাভাষ্যের একটি সংস্করণ, ভারতীয় পুরাণ ও দর্শনবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং হিন্দুব দায়ভাগ সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর সম্বন্ধে একটি সনেট লিখেছিলেন—

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর
মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহাগীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ সম ভীম-ধ্বনি করে!
সথা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

৪২ কবি এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন গৌরদাস বসাকের কছে লেখা এক চিঠিতেও। কবি এই ঘটনাটিকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? কবি ফরাসীদেশের বিপ্লববাদীদের সমর্থক ছিলেন না, ছিলেন রাজতন্ত্রের ভক্ত। এটি অন্যতম কারণ হলেও কবির মধ্যে আত্মপ্রচারকামী একটি মন ছিল। এই ঘটনায় তার উচ্চকণ্ঠও শোনা যায়।

৪৩ অক্টোবরে এই চিঠি লেখা। কবির আর্থিক সঙ্কট তখনও অত্যন্ত তীব্র। এই চিঠিরই প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে তাঁর পক্ষে নভেম্বরে লণ্ডন গিয়ে ব্যারিষ্টারী শিক্ষার 'টার্মে' যোগ

দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এর একমাত্র কারণ যে কবির অর্থাভাব তাতে সন্দেহ নেই। সেই অবস্থায় এ জাতীয় প্রশান্ত নিসর্গ সম্ভোগ মধুসূদনের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। কবি এ বিষয়ে একটি সনেট লিখেছিলেন—"ভারসলেস্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান"। কবিতাটিতে হতগৌরব নগরীর প্রাচীন বীর্য ও সৌন্দর্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে।

৪৪ বিদ্যাসাগরের কাছে ভার্সেলস থেকে এই পত্র লিখিত হয়। এটি অসম্পূর্ণ।

৪৫ কবি সর্বসমেত ১০টি 'টার্মে' যোগ দিয়েছিলেন। মনোমোহন ঘোষ ৮টি টার্মে যোগ দিয়েও হাইকোর্টে ব্যবসায় করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। মনে হয় এ ব্যাপারে ততটা কড়াকড়ি ছিল না।

৪৬ ভার্সেলস থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রটি অসম্পূর্ণ।

৪৭ মধুসূদনের সাংবাদিক মনটি এখানে চকিতে ধরা দিয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে মধুসূদনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু সেকালে ইংরাজি পত্রিকা পরিচালনায় তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।

৪৮ কবি তাঁর নিজের স্বভাবের প্রবল অমিতব্যয়ীতা সম্পর্কে সচেতন দেখা যাচ্ছে। মধুসূদনের মাসিক আয় তখন ৫০০ টাকার মত।

৪৯ ভার্সেলেস থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রখানি অসম্পূর্ণ!

৫০ কবির বয়স তখন ৪১ বৎসর।

৫১ কবি বাংলা গদ্যের কথাই বলেছেন।

৫২ শ্রীশ ন্যায়রত্ন।

৫৩ ভার্সেলেস থেকে বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি পত্রের অংশ। মূল চিঠিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পূর্ণতর পাঠ উপস্থিত করা গেল না।

কবি ইতালীয়ান ভাষা কলকাতা থাকতেই কিছুটা জানতেন, কারণ মূল ভাষায় টাসোর কাব্য পড়বার কথা তিনি রাজনারায়ণবাবুকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই জ্ঞান এখন পূর্ণতর এবং গভীরতর হয়ে থাকবে।

৫৫ 'Captive Ladie' প্রসঙ্গে বেথুন সাহেবের পত্রের যেন প্রতিধ্বনি করা হয়েছে এখানে।

৫৬ মেকলে—(১৮০০-৫৯)। "English historian essayist, poet and statesman, who from the Edinburgh Review's publication of his essay 'Milton' enjoyed a brilliant contemporary reputation. His contributions to the Review over two decades were collected as 'Critical and Historical essays.' His History of England—(5 vols) creation of a whig patriot, showed the same mastery of rhetortical prose and ability to marshal and give colour to a vast array of material. As poet he turned to history for his subjects."

—[Encyclopaedia of Literature vol 2]

৫৭ থ্যাকারে (১৮১১—৬৩) ইংরেজ ঔপন্যাসিক।..."he was a born story-teller... ...His ideal from the start was the sound one of a flowing and

hurrying simplicity of narrative, and it is by that means that his subtlety as well as his strength and tenderness is conveyed; his style has the unaffected spontaneous grace of good conversation. ...He is a brilliant satirist but a kindly one, and where his pathos is deepest, it is not without the touches of astringency.'

—[Encyclopaedia of lit. vol 2]

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, "Catharine", "The Paris Sketch Book" "The Irish Sketch Book", "Barry Lyndon", "The Book of Snobs", "Pendeunis", "Rebecca and Rowena," "Henry Esmond," "The Rose and the ring," "Lovel the widower", "Denis Duval" (incomplete) প্রভৃতি।

৫৮ পেত্রার্কা (১৩০৪—৭৪)। ইতালীয়ান বিখ্যাত কবি এবং মানবতাবাদী। সনেটের রূপরীতি পেত্রার্কার হাতে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়! "The sonnet was probably invented in the early 13th century by the Sicilian school of poets, elaborating Provencal troubadur forms. It passed to Tuscany to be practised by Dante (in the 'Vita Nuova') and his contemporaries. Petrarca by using it in his 'Rime' to express his idealized love for Laura di Novi." (G Brereton: 'Sonnet' in Encyclopaedia of lit vol I) তাঁর কাব্য রচনাবলীর মধ্যে প্রধান, "Le-Rime" —এর মধ্যে লরা বিষয়ক সনেটগুলি প্রধানত সঙ্কলিত। "I trionfi" লরার মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে রূপকধর্মী কবিতা। এগুলি 'terza rima"-তে রচিত! চতুর্দশপদী কবিতাবলীর একটি সনেটে পেত্রার্কা সম্বন্ধে মধুসূদন লিখেছেন—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্ দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণবীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।

৫৯ কপোতাক্ষ—এ বিষয়ে কবির বিখ্যাত সনেটটি উদ্ধৃত করা হল—

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

৬০ ১৮৬৫ সালে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পাণ্ডুলিপি কলকাতায় পাঠান হয়। ১৮৬৬ সালের ১লা আগষ্ট এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬১ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্তর্গত 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' এবং 'ঈশ্বরী পাটনী' কবিতা দুটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে।

৬২ গৌরদাস বসাককে প্রেরিত কবিতা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে দেখান হয়। কবি তিনটি সনেটের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে চারটি সনেট পাঠান হয়—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল, কপোতাক্ষ নদ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় তন্মধ্যে দুটি সনেট (কপোতাক্ষ নদ ও সায়ংকাল) মুদ্রিত করেন। ভূমিকাস্বরূপ রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, "নিম্নস্থ চতুর্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা, তিলোত্তমা, মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহা কর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।"

৬৩ এত স্পষ্ট করে একথা স্বীকার করা মধুসূদনের মত ব্যক্তির পক্ষে বিস্ময়কর।

৬৪ মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অর্থ এবং কবিত্বের দুটি একান্ত স্বতন্ত্র সূত্র অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

৬৫ এই পত্র বিদ্যাসাগরকে লেখা।

৬৬ ইতালীর রাজা ভিক্তর ইম্যানুয়েলকে তিনি এই পত্র লেখেন। এই পত্র এবং ইতালীর রাজার পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারীর উত্তর ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আবিষ্কার করেন। এই ইংরেজী অনুবাদও তাঁরই।

৬৭ দান্তের ষষ্ঠ-শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত নিম্নোদ্ধৃত বাংলা সনেট এবং তাঁর স্বকৃত ফরাসী ও ইতালীয় অনুবাদ তিনি ইতালীর রাজার নিকট প্রেরণ করেন।—

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণকান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমিরপুঞ্জে; হে কবি তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে!
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে! তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে?

৬৮ ইতালী-রাজের পক্ষ থেকে এই পত্রের নিম্নরূপ উত্তর দেওয়া হয়েছিল—

Minister of the Royal Family
First Division.

Sir,

The King, my august sovereign, has received the poem on Dante which you have so graciously offered on the occasion of the centenary of our national poet.

His Imperial Majesty has heard with lively satisfaction that the profound and noble harmony of the Italian genius finds an echo on the shores of the Ganges and he welcomes with pleasure the oriental flower which you desire to place on the grave of Alighieri and he thinks that the moment is not very distant when Italy will see accomplished her auspicious destiny of being the ring which will unite the orient with the occident.

So His Imperial Majesty is sensible of the sentiments which dictated your offer and has directed me to thank you in his behalf.

I have the honour of being the interpreter of his benevolence to you. I entreat you to receive the assurance of all my esteem.

৬৯ ভার্সেলেস থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা এই পত্রটি অসম্পূর্ণ।

৭০ শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও মধুসূদনের চিঠিতে মাঝে মাঝে এইরূপ কৌতুকের সুর প্রকাশ পেয়েছে;—বিষয়টি লক্ষণীয়।

৭১ লণ্ডন থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা এই পত্রটি অসম্পূর্ণ।

৭২ কবি ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন দেখা যাচ্ছে। যতই অর্থাভাব ঘটুক য়ুরোপীয় রীতির ভদ্রজীবনযাপনের আদর্শ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হতেও তিনি প্রস্তুত নন।

৭৩ য়ুরোপে প্রবাসকালে তিনি প্রকৃত ভালবেসেছিলেন ফ্রান্সকে, লণ্ডনকে নয়।

৭৪ বিদ্যাসাগরকে লেখা এই চিঠিটি অপূর্ণ।

৭৫ পত্রখানি বিদ্যাসাগরকে লেখা।

৭৬ বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ নিরোধ-চেষ্টা বিষয়ে তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, "বহুবিবাহ-নিবারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি অনেকখানি সার্থক হয়েছিলেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই, বহুবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত বলে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে, কৌলীন্যপ্রথা ও বহু-বিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক জনমতও গড়ে উঠেছিল। যতটুকু গড়ে উঠেছিল ততটুকুই বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন সার্থক হয়েছিল বলা যায়।"

—[বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩য় খণ্ড]।

৭৭ Saturday Review—ইংলণ্ডের একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ১৮৫৫-১৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

৭৮ মনোমোহন ঘোষের পিতার মৃত্যুতে এ পত্রখানি তাঁর মায়ের কাছে লেখা। লক্ষণীয় পত্র-খানি আদ্যোপান্ত বাংলা ভাষায় লেখা। বাঙালির ভাবনার সুরে পত্রটি পূর্ণ। দুই একটি অলঙ্কারে ভাষা কিঞ্চিৎ ভারগ্রস্ত হলেও প্রাণোত্তাপ সর্বত্র অনুভব করা যায়। পত্রটি ১৮৬৬ সালের মে মাসে লেখা বলে মনে হয়। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে লেখা ১০ই মের চিঠিতে মনোমোহন ঘোষের পিতৃবিয়োগের উল্লেখ আছে।

৭৯ দাদাভাই নৌরজী—বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পার্সী বণিক। তিনি প্রথমযুগের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। একসময়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

৮০ এরূপ জীবনযাপনের আদর্শ কোনকালেই কবির ছিল না। নিদারুণ অর্থকষ্ট ও দুশ্চিন্তা সাময়িকভাবে এরূপ চিন্তার জন্ম দিয়েছে মনে হয়।

৮১ অপূর্ণ এই চিঠিটি বিদ্যাসাগরকে লেখা

৮২ কিন্তু একাকী বাস করায় প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের কম খরচ হয়েছে কি? পরবর্তী অধ্যায়ের চিঠিগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

৮৩ কবি পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করে, স্ত্রীকে সেই টাকা দিতে বলেছেন। বইগুলোর আয় সম্পর্কেও দানপত্র তৈরী করেছেন। এই চিঠিকে উইলের মত গণ্য করতে বলেছেন। উইল করার জন্য তিনি এত ব্যস্ত কেন? সাধারণ উত্তরাধিকারী আইনে কি হেনরিয়েটা বা মিলটন দত্ত তাঁর সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে পারতেন না?

পঞ্চম অধ্যায়   কলিকাতায়

মহাপ্রস্থান   ১৮৬৭—৭৩

এই পর্বের প্রথম দিকে কবির জীবনে কিছু তরঙ্গচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তিনি হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী রূপে প্রবেশের আবেদন করলে তা কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। পরে অবশ্য দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তায় তিনি হাইকোর্টে প্রবেশ করলেন। এ ছাড়া কোন উত্তেজনা নেই। অর্থকষ্ট সমানে চলছে, আর ধার শোধ দেবার চেষ্টা এবং নূতন ধার সংগ্রহ। ধীরে ধীরে কবির প্রাণদীপ নিভে আসছে বোঝা যায়। কাব্যজীবন থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। ফরমায়েসী লেখায় কিছু হাত দিয়েছেন, তা অনুল্লেখ্য। সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা দু-চারটি সনেটে আপনার বিদায়পথ চিহ্নিত করে গেছেন কবি। এই পর্বে লেখা কবির যে সব পত্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে কয়েকখানা বিদ্যাসাগরকে লেখা এবং অর্থ ও ব্যবসায়সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনায় পূর্ণ। অন্যগুলি গৌরদাসকে লেখা। সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র, বৈশিষ্ট্যহীন। কবির সেই পুরাতন আবেগপ্রবলতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

এই কালসীমার উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী—

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রারম্ভ—য়ুরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী	—হাইকোর্টে প্রবেশের জন্য আবেদন।
১৮৬৭ সালের ৩রা মে	—হাইকোর্টে ব্যবসায় করার অনুমতি লাভ।
১৮৬৯ সালের মে	—পুত্রকন্যাসহ হেনরিয়েটার কলকাতায় আগমন।
১৮৭০ সালের জুন	—ব্যারিষ্টারী ছেড়ে সুপ্রীমকোর্টের আপীল পরীক্ষকের চাকুরী গ্রহণ।
১৮৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর	—'হেকটর-বধ' প্রকাশ।
১৮৭২ সালের প্রথমভাগ	—পঞ্চকোট রাজ্যে চাকুরীগ্রহণ।
১৮৭২ সালের শেষভাগে	—উক্ত কর্ম ত্যাগ।
১৮৭৩ সালের প্রথমভাগে	—'মায়াকানন' নাটক রচনা।
	—'বিষ না ধনুর্গুণ' (অসম্পূর্ণ) নাটক রচনা আরম্ভ।
১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন	—মৃত্যু।

[124]

1, Spence's Hotel[১]
11th April, '67.[২]

My dear Friend,[৩]

I was detained a little at the station and reached home about 8 P.M. This morning I called on the Punditjee[৪] who told me that my only chance was to get as many certificate[৫] as I could from the most known members of the native community. I then drove over to Digumber's[৬] who sent me on to Rajender Mitter's to take him with me to Rajah Kaly Krishna's. Rajender has promised to go with me this afternoon. I then saw R. G. Ghosh[৭] and asked him for a certificate. He asked me to see him next Saturday. Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta ; I scarcely know what to say myself, I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said "এ বিষয়ে না জিতলে আর মান থাকবে না।"[৮] He has great hopes of success if he be properly backed.

I am likely to be in distress for money soon. I have to pay a great deal every day for carriages and my servants want their pay for March. The Hotel-Bill can be put off till the end of the month. Good God, what will become of me ? I am off to see if I can get a testimonial from Jotindra Mohon Tagore.

Write to me how you feel after your fatiguing journey, and believe me your loving but unhappy and unfortunate.

P. S. Excuse haste. Poor Monou (not Law-giver but the Barrister !) is dreadfully cut up by all this.

[125]

Private—I hope you will destroy this letter after perusal.[৮৯]

My dear Vid,

I am glad you are better, for I want you to get me a thousand Rs. from Onoocool [৯] for Europe.[১০] If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish[১১] is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary. If you were a vulgar fellow, I should (I repeat) hesitate to write to you in this strain, for you would say—"Bah, he has been doing the aristocrat, let him suffer for his folly!" But as you are one of Nature's noblemen, tho' a Beng, you will (unless I am greatly mistaken) feel for me, and sympathize with me.[১২] I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well, but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe.

Now—the question is, how are you to go to work. Hear, good Friend, Onoocool has promised to lend us 2000 Rs. Ask him for one, and with the other we shall try and soothe Sirish. If you will allow me, I shall write to him myself and try and pacify him. What can he do? The Roys of Naral—either the one or the other are sure to send me to Europe and I shall be in funds in the course of two months, if not earlier. Besides, I have a Brief on my table for which I shall get Rs 2000 early next month. You and I—my good Vid—have often done desperate things, and looked to the chapter to accidents to neutralize the effects of our benevolent folly. What has been the result? You are the

greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow![১৩] Behold and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself. I haven't the courage to speak to you personally on this subject, therefore, don't send for me, but go to work with that daring and energy which have made you more beloved, more honoured, more revered than thousand of millionaires! You must know that I won't be refused. Write to O. to send you a thousand Rs.—part of the sum he has promised to lend us two, and don't write to me a vulgar letter saying this and that like a d-d Bengali and politely refusing my prayer. In conclusion I appeal to Issur Chandra Vidyasagara, my friend and let him act as Issur Chandra Vidyasagara ought to act under present circumstances. Your ever affectionately,

[126]

My dear Vid,

I am sorry you are not well.[১৪] I can't leave my bed![১৫]—Now, what shall I say about S.? If it would 'mortify' you to be dragged to a court of Law, it would make me *mad.* Surely, S. can't be so hard hearted. You know I have no money and have been getting on very indifferently since last November on account of my throat and general health. Don't you think, Onoocool could be induced to do something? I have not been out for the last fortnight and don't know when I shall be on my legs again. People who dislike the idea of your being so kind to me, might have told you a hundred things about my careless extravagance and all that; but I tell you that nothing but a miracle could enable a fellow to pay off a debt of 5000 Rs., live like a gentleman, maintain a wife and children in Europe etc., the very first year of his professional career![১৬]

You must excuse the somewhat bitter tone of this letter. I have got out of my bed (to which I am confined by fever brought on by a severe accident) and feel a great deal of

pain. I have, moreover, learned that certain persons have been trying to poison your mind against me. You are not a fool and that is my consolation.

I shall write to Nilcomul myself—I don't see why I should'nt, and we shall see what we can do to raise some money during the approaching holidays. Yours in pain.

P. S. There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting sircars. They would keep their wives and daughters naked (if they could) to save money.[১৭] Such men might tell you anything against me, but I tell you, I have not been so successful as জনরব is pleased to give out.

[127]

1, Spence's Hotel
17-10-68

My dear Vid.

I understand that Fagan of the "small" is going to retire and Nui Thompson is to be moved into his place. Can you put in a word for me to your 'potential' friend the Lieut. Governor. They want a Barrister and a post like that would save me and mine.[১৮] Although a Brahmin, you are no descendant, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa and I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from.

Your very loving but
unfortunate,

[128]

1, Spence's Hotel

My dear Vidyasagar,

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you. Of course you have full permission to adopt any steps you think

proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Sirish has written to me offering Rs. 21,000. But don't you think Onoocool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest ? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard Sir, Yours,

[129]

My dear Vid,

You add another link to the chain. I am quite ready to sign such a deed as this. The terms are just and considerate and if you change October 1868 to November, I shall be able to go.

I am sorry to say that I haven't got any money at this moment—not having done any work since the middle of last Aug. and having sent the 400 I had in the Bank to Europe. But I shall try to raise the sum. Could you put off the registry & etc. to next Saturday ? Do try this.

Your very affectionate but much maligned

[130]

My dear Vid,

I shall be at the Register's office by 12 o'clock tomorrow unless something happens in the course of the day to terminate the mortal career.

[131]

1, Spence's, X' mas day.

My dear Gour,

Many thanks for the things,—the splendid oil-painting in your bed-room has made such an impression that if it hadn't been the portrait of a former friend, I should have

asked you to make a present of it to me. But I have no wish to deprive you of such a memorial; I, therefore, trust that you will not object to lend it to me—in case you don't take it with you to your new Station. The painting will be kept here with far greater care than in that almost deserted and dampish house. What say you, old Boy? You shall have it back whenever you return to town or write for it.

Yours as ever,

[132]

My dear Gour,

A thousand thanks. I shall not fail to take care of your former friend's portrait. God be with you, old friend! When shall we meet again? *Write* to me and I pledge you my word that I shall *reply* without fail.

Yours ever attached ,

[133]

My dear Gour,

I am sorry I never saw the letter to which you allude. If I had, I should have replied immediately.

You must know, my boy, that I go out every day, not being a Hakim Bahadur.

Need I tell you that all my available time is yours? Come by all means and receive from my lips the assurance of what I always felt and do feel for you—sincere friendship! Yours affly.

[134]

My dear Gour,

How strange! The whole of yesterday I thought of you and asked myself repeatedly if you were coming home this year. I have just recovered from the effects of a severe accident,[১৯] but I shall be very glad to go to see my dear old

friend and talk of old days. Will the afternoon of Tuesday next suit you? If so, send your Meroney and believe.

Ever your affectionate.

P. S. You know, old boy, I never write letters unless I have something of importance to communicate.[২০] So, you must not blow me up for being a bad correspondent.

[135]

My dear Gour,

All right. Breakfast, but how shall I manage without—at least—a spoon? Well, I suppose, you have lots. I don't mind squatting. I shall wear loose trousers. Send bearer at 8 A.M. Yours.

[136]

My dear Gour,

The bearer of this is just the man that would suit you. He is a capital cook etc. etc.! If you can give him some suitable employment in your new Establishment, you will not be sorry for having such a convenient fellow. He was with Dwarkanath Tagore, Kissory and your humble servant. Yours in haste,

[137]

My dearest Gour,

I went out yesterday with a friend to visit some villages beyond Bali and did not return in time to go over to yours. To-day, I happen to be engaged with Ganendra Tagore, I shall partake of your "Dalbhat" to-morrow with heart-felt pleasure. In the meantime, don't let your ardour cool down old boy. In haste, Ever yours,

[138]

7, Old Post office Street
31st March, 1869

My dear Gour,

I happened to be at Burdwan a few days ago and there met a rather sickly specimen of our Bengali nobility—a Coomar something Roy Mallik. He was very attentive to me and showed a letter from you. Though I did not read the letter, I was and am led to believe that you have returned to your Head Station from your tour on the classic banks of the "Kapotaksha" and that I ought to reply to your very kind letter dated from "Bagarhat". As for me, my recollections of these parts of the country are rather hazy ; but I have no objection to revisit them with such a jolly fellow as you—though I sincerely wish you a speedy transfer to some civilized part of the country. Old Rung is come to Hooghly and looks uncommonly fat and healthy. Don't you sigh for the land of the Coles in preference to horrid dull Jessore ?[২১] I can't imagine how people can live there unless official duties so occupy their minds as to leave no time for idle thought.

The great case of Tagore Vs. Tagore is just over. No judgment as yet. I was one of the counsels for Plaintiff though my name seems to have escaped the reporter in the 'Daily News'.

You will perceive from the place I date this that I have commenced to practise in the Original side of the High Court. In the Appellate side there is not much work just now—O, these horrid Stamp Acts ! Litigation now is a luxury only for the wealthy.

The Viceroy is gone up the country and Calcutta is again dull. The Theatre people and the operawallahs are all going away also. I sometimes think of a run upto Lucknow, but I have no one there whom I could rely upon to push me forward. One or two of our fellows have made rapid fortunes there.

When do you propose to return to us? I suppose not before the Poojah holidays. You can't imagine how grand that picture[২২] looks. I have had it restored by a European artist.

With kind wishes, Ever yours affly.

[139]

My dear Gour,

A little before your letter reached me, my poor Sermista (who returned to India with mother and brothers a few weeks ago[২৩]) was nearly being carried off by a sudden fit. Luckily *Dr. Palmer* happened to be here. The child is better now—thank God. Come and see me at 7, Old Post Office Street; any day *after* ten and we shall come back to this place to see Mrs. Dutt and the children. Yours in haste,

[140]

7, Old Post Office Street
30th July, 1869

My dear old Gour,

You cannot imagine how sorry I was to be obliged to let you leave Town without a chat on account of my chamber being full of interesting clients! Hakim tho' you, be,...you cannot command such a levy! Well!—regrets are vain, for you are now in the salubrious regions of the Sunderbuns and your humble servant in noisy Old Post Office Street. But the holidays are coming on and then there will, no doubt, be a jolly gathering of ancient chums. In the meantime, allow me to recommend to your exalted favour the bearer of this letter, a person whose face I never saw before, but who has come to me with a very handsome letter from my old rascal of an uncle, Bansidhar Ghosh of 'Katiparah'. If you can do anything for the fellow, I shall be obliged. He seems to be under the impression that a letter from me would pave the way for him nicely;—so here you are. I hate to give letters of recommendations but

there are occasions when a poor Devil is obliged to do violence to his own feelings for the sake of others.

I have scarcely any news to give you. We are very dull here, tho' I have nothing to complain of the goddess whom Poets have called "fickle".[২৪] I am getting a fair share of business. My people are still at Ooterparah and we shall remove soon to Chandernagore. I stop in Town because living out of Town is a luxury which I can't exactly afford as a new beginner.... Excuse this terribly stupid letter. I have got to go out, so good bye. Ever yours.

[141]

My Dearest Gour,

I have left my old lodging[২৫]. In my new, I shall be *most* happy to see you, my own dearest friend. Alas, I am *miserable.*[২৬] Come to see your unworthy but *loving* M. S. D.

[142]

Tuesday.

My dear Gour,

I was nearly dead some weeks ago[২৭] and had to go to Dacca[২৮], where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty. I hear, you have taken leave on account of bad health. I shall try to see you as soon as I can.

Here's a copy of the 'Ilias' for you. I have much to say about your son and his journey to Europe.[২৯]

Yours as ever,

১ কলকাতা পৌঁছেই মধুসূদন স্পেন্সেস্ হোটেলে উঠলেন। তাঁর পত্নীর য়ুরোপ থেকে চলে আসবার পূর্ব পর্যন্ত কবি এখানেই বাস করেছিলেন। এই হোটেল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুকিয়া ষ্ট্রীটের রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দ্বিতল মধুসূদনের জন্য য়ুরোপীয় ফ্যাসানে সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বাঙালি পাড়ায় কবি বাস করতে চাইলেন না।

২ কবি ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কলকাতা পৌঁছলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে প্রবেশ করবার জন্য আবেদন করেছিলেন। এই পত্র পাঠে দেখা যায় এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় নি।

৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই পত্র লেখা।

৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিত তখন কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক ছিলেন।

৫ মধুসূদনের চরিত্র সম্পর্কে হাইকোর্ট-মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠী গুরুতর অভিযোগ তুলল। প্রধান বিচারপতি পিকক প্রথমে কবিকে হাইকোর্টে প্রবেশের অনুমতি দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু একদল বিচারপতি আপত্তি করায় তিনি ৪ঠা এপ্রিলের সভায় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। অন্যতম বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের কাছে এই সংবাদ শুনে মধুসূদন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে চরিত্র সম্পর্কিত অনেকগুলি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ২৫শে এপ্রিল পেশ করলেন। লিখলেন, "I beg leave to enclose several certificates from some of the most respectable native gentlemen to whom I have the honour of being known. I trust that these certificates will be found satisfactory." তিনি শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং হরেন্দ্রকৃষ্ণ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য রামনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হীরালাল শীল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, টিপু সুলতানের পুত্র গোলাম মহম্মদ, রাজেন্দ্র মল্লিক, দেবেন্দ্র মল্লিক, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ও. সি. দত্ত, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমানাথ লাহা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ মিত্র, তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়দের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।

৬ দিগম্বর মিত্রের ব্যবহারে য়ুরোপপ্রবাসী মধুসূদন কতটা বিপদে পড়েছিলেন এবং কিরূপ বিরক্ত হয়েছিলেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পত্রাবলীতে তার বিস্তৃত পরিচয় আছে। এখনও সে বিরক্তি ভাব সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নি। এই পত্রেই তার প্রমাণ আছে। তবে দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতকাংশে পুনরায় স্থাপিত হয়েছিল, পত্রের এই অংশ পাঠে সেইরূপ মনে হয়।

৭ সম্ভবত রামগোপাল ঘোষ। এঁর স্বাক্ষরিত কোন প্রশংসাপত্রের কথা জানা যায় না।

৮ কলকাতার বাঙালি সমাজের একাংশ মধুসূদনের হাইকোর্ট প্রবেশের এই সমস্যাটিকে একটা জাতীয় সমস্যা বলে গ্রহণ করেছিল। কয়েকজন বিচারপতি তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু সম্ভবত মধুসূদন কর্তৃক নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করা এর অন্যতম কারণ। ইংরেজী নীলদর্পণ প্রকাশের ব্যাপারে বিচারপতি সিটনকারও যুক্ত ছিলেন। "বঙ্কিমযুগের কথা" নামক রচনায় বলা হয়েছে, "এই 'নীলদর্পণে'র সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।" বিচারপতি সিটনকার মধুসূদনের হাইকোর্টে প্রবেশের পক্ষে ছিলেন। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করছেন দেখে তিনি বিচারপতিদের এক সভায় বলেন, "The delay in disposing Mr. Dutta's case is the cause of

much prejudice to his interests. The matter is very extensibly talked of in native circles and all sorts of vague rumours are in circulation."

৮ক মূল চিঠির এই কথাগুলি মুদ্রণ কালে নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় পরিত্যাগ করেছিলেন।

৯ অনুকূল মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল, পরে জজ হয়েছিলেন।

১০ কবির পত্নী এবং সন্তানেরা তখনও ফরাসী দেশে বাস করছিলেন। সেখানে অর্থ পাঠাবার জন্য কবিকে প্রায়ই অর্থাভাব অনুভব করতে হত।

১১ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগর যাঁদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ করে কবিকে দিয়েছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে প্রধান।

১২ কবির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের যে অভিযোগ করা হত তা তিনি নিজেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি।

১৩ মধুসূদন নিজের অমিতব্যয়ী চরিত্রের কথা যেমন বিদ্যাসাগরের কাছে বার বার স্বীকার করেছেন, তেমনি নিজের মধ্যে যে-অসাধারণত্ব আছে তাও যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে একাধিক বার প্রকাশ করেছেন। গৌরদাস বসাক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "In writing this part of Modhu's account in relation to Vidyasagara I can say that Vidyasagara's goodness of heart was not the only cause of his kind offices to Modhu. He knew that Modhu was a genius and was no ordinary character. He was a man far above his countrymen. He was sure to leave a stamp behind, and to die in competency, if not in rolling wealth." বিদ্যাসাগরের এই মনোভাবের কথা কবির অজানা ছিল না।

১৪ বিদ্যাসাগরের অসুস্থতার কথা শুনে কবি একটি সনেট লিখেছিলেন—

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র। বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে?

যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার
বিদীর্ণ বক্ষের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

১৫ কবি শকটারোহণকালে পড়ে গিয়ে কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিলেন।

১৬ কবি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রথম বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করেছিলেন।

১৭ কবির জীবনাদর্শ ভোগবাদে বিশ্বাসী ছিল। ত্যাগমার্গে, কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর কোনকালেই আস্থা ছিল না। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য জীবনোপভোগ, অর্থসঞ্চয় নয় ;—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

১৮ ছোট আদালতের জজ ফ্যাগান সাহেব কর্ম ত্যাগ করে যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে পত্রখানি লেখেন। শেষ পর্যন্ত ফ্যাগান পেনসন নিলেন না। কাজেই মধুসূদনের সেই পদ-প্রাপ্তির সুযোগ আর ঘটল না।

১৯ এই দুর্ঘটনার কথা পূর্বেই বিদ্যাসাগরের কাছে এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন।

২০ পরিণত বয়সে মধুসূদনকে অকারণে চিঠি লিখতে বড় দেখি না। কিন্তু প্রথম যৌবনে অকারণ চিঠি লেখার সহজ পুলকেই কবি মুগ্ধ ছিলেন।

২১ কবি দূর থেকে কপোতাক্ষের উপরে কবিতা লিখেছেন। দেশের প্রতি প্রীতিও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলকে বাসযোগ্য বলে কখনও মনে করেন নি।

২২ গৌরদাসকে লেখা একাধিক পত্রে একখানি ছবির কথা আছে। ছবিখানির প্রসঙ্গে কবির ভাষায় হৃদয়াবেগের রক্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। এ ছবি কার ?

২৩ ১৮৬৯ সালের প্রথমে য়ুরোপে পরিবারবর্গের নিকটে যথাসময়ে অর্থ প্রেরিত না হওয়ায় তাঁরা খুবই বিপদে পড়েছিলেন। অবশেষে তাঁরা ভারতে যাত্রা করেন। এবং ঐ বৎসর মে মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় উপনীত হন।

২৪ এই দেবীটির (অর্থাৎ লক্ষ্মীর) উপরে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা (তাঁর নিজের জীবনাদর্শানুযায়ী) কবি আজীবন করেছেন, কিন্তু এঁকে কোনদিনই আয়ত্ত করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটির কথা স্মরণ করা চলে—

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি
নিবাইবে সে রোষাগ্নি—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;
ভেবেছিনু, হায় ! দেবি ! ভ্রান্তিভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী ;
অদয়ে ! অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?

২৫ ১৮৭২ সালে কবি লাউডন ষ্ট্রীটের সুরম্য উদ্যানবাটী পরিত্যাগপূর্বক এণ্টালী বেনিয়াপুকুর রোডে বাসস্থান বদল করেছিলেন।

২৬ কবির জীবন সমাপ্তির দিকে চলেছে। সমগ্র জীবন-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে একটা হাহাকার তাঁকে অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ করছে। আর্থিক জীবনে তিনি চরম ব্যর্থতা বরণ করেছেন (সাধারণ মানুষের কামনাবাসনা অনুযায়ী নয়, তাঁর নিজস্ব অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে)। কাব্যরাজ্যে তিনি বিপুল সাফল্য লাভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু জীবনে কাব্যসরস্বতী দীর্ঘকাল বিদায় নিয়েছেন। কবির মনে হচ্ছে সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রেও—"লিখিনু কি নাম মোর বিফলে, যতনে, বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?"

২৭ ১৮৭২ সালে এই চিঠি লেখা। এই বৎসর তিনি পঞ্চকোট থেকে ফিরে এসে হাইকোর্টে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। "তখন তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদনুচর জ্বর প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।"
—[মধু স্মৃতি]।

২৮ কবি একবার ১৮৭১ সালে এবং আর এতবার ১৮৭২ সালে ঢাকা গিয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে তাঁকে ঢাকাবাসী বিপুল ভাবে অভিনন্দিত করেন। কবি একটি সনেট লিখে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন—

নাহি পাই তব নাম বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে, ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে ;
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি !

২৯ গৌরদাস বসাকের পুত্র লালবিহারী বসাক মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় প্রথম পরিচয়ের কথা এইভাবে বিবৃত করেছেন, "...মাইকেল মধুসূদন যখন লালবাজার পুলিসকোর্টের রাস্তার পূর্বধারের দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতেন, তখন তিনি সর্বদা আমাদের বাটীতে আসিতেন। সেই সময়ে আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। তিনি

আমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নীও আমাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য পোষাক ও রীতিনীতি হিন্দু বালকের পক্ষে বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর বলিয়া আমি তাঁহার ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি সমধিক স্নেহবশতঃ আমাকে জোর করিয়া ক্রোড়ে লইয়া মাতৃস্নেহে আমার মুখচুম্বন করিয়া অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন।" কবি বহুপূর্বেই. য়ুরোপ থেকে গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে তাঁর পুত্রকে অল্প বয়স থেকেই য়ুরোপে পাঠিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।